তাওহীদের ডাক

জুলাই-আগস্ট ২০১৬

- ক্বিয়ামুল লাইল : গুরুত্ব ও ফযীলত
- সফল খতীব হওয়ার উপায়
- নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি
- হিংস্রতা নয়, চাই ভালোবাসা
- মাসিক আত-তাহরীকে প্রকাশিত জঙ্গীবাদ বিরোধী ফৎওয়া সমূহ
- শিশু-কিশোরদের উপর নৃশংস নির্যাতন : কারণ ও প্রতিকার

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়।

(সূরা নাহল ১৬/১২৫)

Contents

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed
২৭ তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট ২০১৬

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
মুযাফফর বিন মুহসিন
নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় — ২
- কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা — ৩
- তাবলীগ — ৫
  নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি
  অনুবাদক : আবু সাঈদ
- তানযীম — ৭
  আহলেহাদীছের পরিচয়
  আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- তারবিয়াত — ৯
  কুরবানী : করণীয় ও বর্জনীয়
  মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
- তাজদীদে মিল্লাত — ১৬
  ক্বিয়ামুল লাইল : গুরুত্ব ও ফযীলত
  ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ
- চিন্তাধারা — ২০
  নারী প্রগতি না-কি নারী দুর্গতি?
  লিলবর আল-বারাদী
- সাময়িক প্রসঙ্গ — ২৪
  ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সমাচার
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- আহলেহাদীছ আন্দোলন — ২৭
  দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন
  মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে — ৩০
  আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূলনীতি
  আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী
- সংগ্রামী জীবন — ৩৩
  ইমাম বাগাবী (রহঃ)
  আব্দুল্লাহ
- ফলোআপ
  শিশু-কিশোরদের উপর নৃশংস নির্যাত : কারণ ও প্রতিকার — ৩৭
  মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
  একজন সত্যিকার 'গ্রেটেস্ট'র বিদায় — ৩৯
  আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- আলোকপাত — ৪০
  জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলন
  বাংলাদেশ-এর মুখপত্র মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর ফৎওয়া সমূহ
- পরশ পাথর — ৪৩
  খৃষ্টধর্ম প্রচারে গিয়ে নিজেই ইসলাম গ্রহণ করলেন মার্কিন নারী
  সা'দিয়া আহমদ আনিকা
- শিক্ষা ও সাহিত্য — ৪৫
  সফল খতীব হওয়ার উপায়
  মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
- জীবনের বাঁকে বাঁকে — ৪৮
- তারুণ্যের ভাবনা — ৪৯
- সংগঠন সংবাদ — ৫২
- সাধারণ জ্ঞান — ৫৫
- সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম) — ৫৬

Contents

সম্পাদকীয়

আত্মপীড়িত তারুণ্য ও জঙ্গীবাদ

চেতনার উন্মেষকাল যে বয়সে শুরু হয়, জীবন ও জগতের নানা আলো-অন্ধকার যখন চিত্তমানসের সূক্ষ্ম রাজপথে গমনাগমন শুরু করে, সে বয়সটিই হল কৈশোর-যৌবনের সম্মিলনকাল। জীবনের মোড় অনেকটাই নির্ধারিত হয়ে যায় এই ধাপটিতে এসে। দিক নির্ধারণী এই পর্যায়টিতে পরিবার ও সমাজ মিলে যে পরিপার্শ্ব, তার ভূমিকাই থাকে প্রায় শতভাগ। কখনও সেই ভূমিকা হয় ইতিবাচক, কখনওবা নেতিবাচক। আজকে যে তরুণদেরকে আমরা বিপথগামী আখ্যা দিচ্ছি, সক্রোধে জঙ্গী বলে ক্ষোভ ঝাড়ছি, তারা কিন্তু এই সমাজে আর দশজনের মতই পিতা-মাতার অপার স্নেহে, পরম মমতায় বেড়ে ওঠা সন্তান। তাদের হিংস্রতা, জঙ্গী মনস্তত্ত্ব একদিনে গড়ে উঠেনি। চলমান সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বহুলাংশে এর প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছে। মানুষ কখন চরমপন্থী হয়ে ওঠে, তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা হাযারও বিশ্লেষণ করেছেন। তবে বিশ্লেষণ ছাড়াই এটুকু বুঝা যায় যে, মানুষ যখন নিজেকে অধিকার বঞ্চিত ভাবে, সমাজকে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী মনে করতে থাকে এবং তার প্রতিকারের কোন উপায় তার জানা না থাকে, তখনই এর প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম নেয় বিচার-বুদ্ধিহীন মরিয়া পদক্ষেপ, যাকে আমরা চরমপন্থা বলছি। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি আমরা আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি; যে অত্যাচার, নির্যাতন, সহিংসতা, মিথ্যাচার, প্রতারণা, দ্বিচারিতা, অমানবিকতা, অযৌক্তিকতায় ভরা পৃথিবী আমাদের মুক্ত বিবেকের দুয়ারে প্রতি মুহূর্তে প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে, তা বিশেষতঃ আবেগী তরুণপ্রাণের পক্ষে সামাল দেয়া কঠিনই। তার বিদ্রোহী মন সর্বদা এসব থেকে পরিত্রাণের পথ খোঁজে, সমাধানের উপায় তালাশ করে। তার চিত্তমানস জুড়ে আকুলি-বিকুলি করতে থাকে হাযারো ভাবনা, পরিকল্পনা। জীবনের এই সংশয়াচ্ছন্ন বয়সটিতে যারা সঠিক শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা পেয়েছে, সঠিক মানুষদের সংস্পর্শ পেয়েছে, তারা এক সময় সমাধানের পথটি সঠিকভাবে খুঁজে নেয়। কিন্তু যারা এই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়নি, বরং কোন পথভ্রষ্ট ও স্বার্থবাদী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর খপ্পরে পড়েছে, তারা সমাধানের শুদ্ধ পন্থার পরিবর্তে সমাজবিধ্বংসী এবং আত্মবিনাশী রাস্তাকেই সমাধানের যথার্থ পথ ভেবে বসে। আগ-পিছ চিন্তা না করে সমাজের প্রতি নিদারুণ দায়বোধশূন্য এক রঙিন ইউটোপিয়া তার অরক্ষিত হৃদয়জগতে খেলা করতে থাকে। যা কেবল মুদ্রার একপিঠই দেখে, অপর পিঠ দেখে না। জীবনের একরৈখিক সীমানাই চেনে, বহুমুখিতার দুয়ার খুলে দেখে না। কল্পিত শত্রুর প্রতি কেবল জিঘাংসার ক্রোধাগ্নিই লালন করে, সর্বাঙ্গীন মানবমুক্তির পথ সন্ধান করে না। জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থায় আক্রান্ত ব্যক্তি তাই যে কোন সমাজের জন্য সর্বগ্রাসী আত্মবিনাশের পথ উন্মুক্ত করে।

গুলশান ও শোলাকিয়া হামলার পর লাভের লাভ এই হয়েছে যে, দেশের কথিত বুদ্ধিজীবীদের চোখ কিছুটা হলেও খুলেছে। হিস্টিরিয়া রোগীর মত যারা কথায় কথায় মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং নিরীহ মাদরাসা ছাত্রদেরকে জঙ্গীবাদের মূল নিয়ামক হিসাবে দেখিয়ে এসেছেন বছরের পর বছর, তারা এখন নতুন করে ভাবতে বসেছেন যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সমাজের বিত্তশালী ও সফল অংশের সন্তানরা কেন সুন্দর জীবনের মায়া ছেড়ে এই পথ বেছে নিল? এখন তারা মায়া দেখাচ্ছেন, আত্মসমালোচনা করছেন। কিন্তু শেষ বেলায় সমাধানের পথ খুঁজতে এসে আবার সেই বালখিল্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। আগে তারা রব তুলতেন জঙ্গীবাদ দমন করতে হলে মাদরাসা শিক্ষা বন্ধ করতে হবে, আর এখন রব তুলছেন যে জঙ্গীবাদ দূর করতে তরুণদের রবীন্দ্র সংগীত শেখাতে হবে, নাচ-গানের সংস্কৃতি চর্চায় যুক্ত করতে হবে! আসলে এইসব বুদ্ধিজীবীরা কখনই আত্মপীড়িত মুসলিম তরুণদের মনের আগুনকে অনুধাবনের চেষ্টা করেননি, তা নেভানোর গরজও বোধ করেননি। তাইতো তথাকথিত 'মুক্তমনা'রা যখন মুক্ত-স্বাধীনভাবে অনলাইন জুড়ে বিশ্রী ভাষায় ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে গালিগালাজ করছিল, তখন তারা বাকস্বাধীনতার নামে তাদের সপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। দেশের পত্র-পত্রিকাগুলো যখন ইসলামী দল ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে একাধারে মিথ্যাচার চালিয়ে এসেছে, জঙ্গী অপবাদ দিয়েছে, তখন তাদের বিরুদ্ধে মারকাটারি রব তুলেছেন। অন্যদিকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যখন ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার হীন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে, তখন তারা নিশ্চুপ। 'পিস টিভি'র মত নখদন্তহীন নিরেট শান্তিবাদী গণমাধ্যমকে মিথ্যা অভিযোগে বন্ধ করা হলেও তারা তাদের বহুল চর্চিত বাক স্বাধীনতা হরণের অভিযোগ তোলেন না। বৈশ্বিক নিষ্ঠুর অপরাজনীতির করাল গ্রাসে দেশে দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর যখন মর্মন্তুদ নির্যাতন পরিচালিত হচ্ছে, লক্ষ-লক্ষ নিরপরাধ মানুষ ও নারী-শিশুর রক্তের স্রোতে আল্লাহ্‌র যমীন লালে লাল হয়ে যাচ্ছে, তখন তারা অতি সযত্নে সেসব প্রসঙ্গ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন। সুতরাং এক শ্রেণীর মুসলিম তরুণকে বিক্ষুব্ধ করে তাদেরকে বিপথে ঠেলে দিতে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের দায় কোন মতেই এড়ানোর সুযোগ নেই। *[বাকী অংশ ৪৪ পৃঃ দ্রঃ]*

Contents

হজ্জ

আল-কুরআনুল কারীম :

১- وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ-

(১) 'মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার জন্য ফরয। আর কেউ প্রত্যাখ্যান করলে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*।

২- وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ-

(২) 'আর তুমি জনগণের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ'তে' *(হজ্জ ২২/২৭)*।

৩- إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ-

(৩) 'নিশ্চয়ই ছাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। অতএব যারা কা'বা গৃহে হজ্জ বা ওমরাহ করে, তাদের জন্য এ দু'টি প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। আর কেউ যদি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত কিছু নেকীর কাজ করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অশেষ গুণগ্রাহী ও মহাবিজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/১৫৮)*।

٤- وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ-

(৪) 'আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর। কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহ'লে যা সহজলভ্য হয়, তাই কুরবানী কর। আর তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না যতক্ষণ না কুরবানীর পশু তার যবহের স্থানে পৌঁছে যায়। তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় বা তার মাথায় (যখম বা উকুনের কারণে) কোন কষ্ট থাকে (এবং সেজন্য মাথা মুণ্ডন করে ফেলে), তাহ'লে তার ফিদ্ইয়া হিসাবে ছিয়াম পালন করবে অথবা খাদ্য ছাদাক্বা করবে অথবা কুরবানী করবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ওমরাহ্র সাথে হজ্জ পালন করতে চাও, সে যা সহজলভ্য তাই কুরবানী করবে। তবে কেউ যদি কুরবানী না পায়, সে হজ্জের 'দিনগুলির মধ্যে তিনটি এবং বাড়ীতে ফিরে সাতটি ছিয়াম পালন করবে। এভাবে দশটি (ছিয়াম) পূর্ণ হবে। এ নির্দেশ তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মাসজিদুল হারামের আশ-পাশে (মীক্বাতের অভ্যন্তরে) বসবাস করে না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' *(বাক্বারাহ ২/১৯৬)*।

٥- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ-

(৫) 'হজ্জের মাসগুলি নির্ধারিত। অতএব যে ব্যক্তি ঐ মাস সমূহে হজ্জ-এর সংকল্প করবে (অর্থাৎ ইহরাম বাঁধবে), তার জন্য হজ্জের সময় স্ত্রী মিলন, দুষ্কর্ম ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা যেসব সৎকর্ম কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন, আর তোমরা পাথেয় সাথে নাও। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হ'ল আল্লাহভীতি। অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*।

٦- فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ-

(৬) 'আর যখন তোমরা আরাফাত থেকে (মিনায়) ফিরবে, তখন (মুযদালিফায়) মাশ'আরুল হারামে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর তোমরা তাঁকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৮)*।

٧- فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا-

(৭) 'অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন তোমরা আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ কর, বরং তার চাইতেও বেশী স্মরণ কর' *(বাক্বারাহ ২/২০০)*।

হাদীছে নববী :

৮- خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَامٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلاَثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا-

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সামনে খুৎবা দিলেন। তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। (সুতরাং তোমরা হজ্জ কর)। জনৈক ছাহাবী জিজ্ঞেস করল, প্রত্যেক বছর (ফরয)? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চুপ থাকলেন। এমনকি লোকটি তিনবার জিজ্ঞেস করল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহ'লে (তোমাদের উপর প্রত্যেক বছর হজ্জ পালন করা) ফরয হয়ে যেত। আর ফরয হয়ে গেলে তোমরা তা পালনে সক্ষম হ'তে না'।[১]

৯- مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ -

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে। যার মধ্যে সে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কার্য করেনি, সে হজ্জ হ'তে ফিরবে সেদিনের ন্যায় (নিষ্পাপ অবস্থায়) যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল'।[২]

১০- اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْـرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ-

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক ওমরাহ অপর ওমরাহ পর্যন্ত সময়ের (ছগীরা গোনাহ সমূহের) কাফফারা স্বরূপ। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়'।[৩]

১১- أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ-

(১১) আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সম্বোধন করে বললেন, 'ইসলাম, হিজরত এবং হজ্জ (মুমিনের) বিগত দিনের সকল গুনাহ ধ্বসিয়ে দেয়'।[৪]

১২- تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ-

(১২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'তোমরা হজ্জ ও ওমরাহ্র মধ্যে পারম্পর্য বজায় রাখো (অর্থাৎ সাথে সাথে কর)। কেননা এ দু'টি মুমিনের দরিদ্রতা ও গোনাহ সমূহ দূর করে দেয়, যেমন স্বর্ণকারের আগুনের হাপর লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা ছাফ করে দেয়'।[৫]

১৩- إِنَّ عُمْرَةً فِىْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّــةً، إِنَّ عُمْــرَةً فِــىْ رَمَضَانَ تَقْضِىْ حَجَّةً مَّعِىْ-

(১৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই রামাযান মাসের ওমরাহ একটি হজ্জের সমান।[৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'রামাযান মাসে ওমরা করা আমার সাথে হজ্জ করার ন্যায়'।[৭]

১৪- قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ، قَالَ نَعَــمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ-

(১৪) হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মহিলাদের উপরে 'জিহাদ' আছে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ আছে। তবে সেখানে যুদ্ধ নেই। সেটি হ'ল হজ্জ ও ওমরাহ'।[৮]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইমাম গাযালী বলেন, প্রত্যেক হজ্জ ও ওমরাকারীর জন্য (হজ্জের যাবতীয় প্রস্তুতির পাশাপাশি) এমন একজন সৎ বন্ধু তালাশ করা উচিত, যে কল্যাণকামী এবং নেকীর কাজে সাহায্যকারী। কারণ এরূপ বন্ধু আল্লাহ্র যিকিরে তাকে সাহায্য করবে, ভীত হয়ে পড়লে উৎসাহ যোগাবে, দুর্বল হয়ে পড়লে সহযোগিতা করবে এবং ধৈর্য হারালে ছবরের উপদেশ দিবে *(ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন ১/২৪৭)*।

২. ভারত গুরু শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী বলেন, হজ্জ একটি দীর্ঘ সফর এবং কষ্টকর কাজ। যা দৈহিক পরিশ্রম ছাড়া সম্পন্ন হয় না। খালেছ নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ সম্পাদন করলে তা গোনাহসমূহের জন্য কাফফারা হয়ে যায় এবং ঈমান আনয়নের ন্যায় পূর্ববর্তী সকল পাপ ধ্বংস করে দেয় *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ১৫৮ পৃ.)*।

সারবস্তু :

১. হজ্জ জান্নাতের মহাসফলতা অর্জন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির সোপান।
২. শরীর ও মন থেকে যাবতীয় পাপের বোঝা ঝেড়ে ফেলার অন্যমত মাধ্যম।
৩. হজ্জ যাবতীয় তাগুতের বিরুদ্ধে আল্লাহর একত্ববাদের কালিমাকে সমুন্নীত করা।
৪. হজ্জ মুমিন জীবনকে ত্যাগের শিক্ষায় উজ্জীবিত করে।
৫. হজ্জের মাধ্যমে বান্দা শয়তানকে বশীভূত করে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

---

১. মুসলিম হা/৩২৫৭; নাসাঈ হা/২৬৩১; মিশকাত হা/২৫০৫।
২. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৭।
৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৮।
৪. মুসলিম, মিশকাত হা/২৮।
৫. তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৫২৪।
৬. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৯।
৭. বুখারী হা/১৮৬৩।
৮. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫৩৪।

নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি

-অনুবাদক : আবু সাঈদ

(শেষ কিস্তি)

মূলনীতি-১৩ : পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের উম্মতগণের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা :

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ -

'রাসূলগণের ঐসব বৃত্তান্ত আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি যদ্বারা আমি আপনার চিত্তকে দৃঢ় করি। এর মাধ্যমে আপনার কাছে এসেছে সত্য এবং মুমিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধান বাণী' *(হূদ ১১/১২০)*।

(২) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ-

'তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। ইহা এমন বাণী, যা মিথ্যা প্রবন্ধ নয় কিন্তু মুমিনদের জন্য এটা পূর্ব গ্রন্থে যা আছে উহার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হেদায়াত ও রহমত' *(ইউসুফ ১২/১১১)*।

(৩) আল্লাহ বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ- 'আপনি কাহিনী বর্ণনা করে শুনাতে থাকেন হয়তো তারা এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে' *(আ'রাফ ৬/১৭৫)*।

মূলনীতি-১৪ : অবিরাম গতিতে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং সমালোচনাকারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা :

(ক) আল্লাহ বলেন,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ- إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ- الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

'অতঃএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের উপক্ষো করুন'। 'আমিই যথেষ্ট আপনার জন্য, বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে'। 'যারা আল্লাহ্র সাথে অপর মা'বূদ প্রতিষ্ঠা করেছে' *(হিজর ১৫/৯৪-৯৬)*।

(খ) মহান আল্লাহ বলেন,

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ- وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ-

'যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দিন আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমেক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবে না'। 'আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ট' *(ক্বলম ৬৮/৪৪-৪৫)*।

(গ) অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ- وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ-

'আপনি আশা করেননি যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটাতে শুধু আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং আপনি কখনও কাফেরদের সাহায্যকারী হবেন না'। 'আপনার প্রতি আল্লাহ্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কেউ যেন আপনাকে কিছুতেই সেগুলো থেকে বিরত না রাখে। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করতে থাকেন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৬-৮৭)*।

(ঘ) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا- فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا-

'আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদের জন্য একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম'। 'সুতরাং আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যান' *(ফুরক্বান ২৫/৫১-৫২)*।

মূলনীতি-১৫ : যে দ্বীন গ্রহণ করবে না তার ব্যাপারে দুঃখিত ও চিন্তিত না হওয়া :

(১) মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا- إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا-

'তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে'। 'পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে ওর শোভনীয় করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে তাদের মধ্যে কর্মে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল করে? *(কাহাফ ১৮/৬-৭)*।

Contents

(২) অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ-

তাদের কথাবার্তায় আপনার যে দুঃখ ও মনঃকষ্ট হয় তা আমি খুব ভাল ভাবেই জানি, তারা শুধুমাত্র আপনাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে না, বরং এই পাপিষ্ঠ যালিমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকেও অস্বীকার ও অমান্য করছে' *(আন'আম ৬/৩৩)*।

(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ-

'কাউকে যদি তার মন্দ কাজ শোভন করে দেখানো হয় এবং সে ওটাকে উত্তম মনে করে সেই ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎ কাজ করে? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন। অতএব আপনি তাদের জন্য আক্ষেপ করে আপনার প্রাণকে ধ্বংস করবেন না। তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন' *(ফাত্বির ৩৫/৮)*।

মূলনীতি-১৬ : সুসংবাদ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন :

(এক) আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا- وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا-وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا

'হে নবী! আমিতো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে'। আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তার দিকে আহ্বানকারী রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে'। 'আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট রয়েছে মহা অনুগ্রহ' *(আহযাব ৩৩/৪৫-৪৭)*।

(দুই) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ- وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ-

'আমি রাসূলগণকে শুধু এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে থাকি যে, তারা (সৎ ব্যক্তিদেরকে) সুসংবাদ দিবে এবং (অসৎ লোকদেরকে) ভয় দেখাবে। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও চরিত্র সংশোধন করেছে তাদের জন্য কোন ভয়-ভীতি থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না'। 'আর যারা আমার আয়াত ও নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারা তাদের নিজেদের ফাসেকীর কারণে শাস্তি ভোগ করবে' *(আন'আম ৬/৪৮-৪৯)*।

(তিন) আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِى بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا.

'নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন ছাহাবীকে কোন কাজে প্রেরণ করতেন তিনি বলতেন তোমরা সুসংবাদ দাও ভয় দেখিও না। সহজতা অবলম্বন কর, কঠিনতা নয়' *(মুসলিম হা/৪৬২২)*।

মূলনীতি-১৭ : সৎকাজের আদেশ অসৎকাজের নিষেধ করা :

(ক) মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

'যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত, ইঞ্জিল কিতাবে লিখিত পায়, যে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে আর তাদের জন্য পবিত্র বস্তু সমূহ বৈধ করে এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে, আর তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং তার প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাকে সম্মান করে ও সহানুভূতি প্রকাশ করে আর সেই আলোকে অনুসরণ করে চলে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে তারাই (ইহকালে ও পরকালে) সাফল্য লাভ করবে' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*।

(খ) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, আর যদি গ্রন্থ প্রাপ্তরা বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গল হত। তাদের মধ্যে কেহ কেহ মুমিন এবং তাদের অধিকাংশই দুষ্কার্যকারী' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

উপসংহার : মতবাদ বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে নানা মুনির নানা মতের যাচ্ছেতাই অবস্থা বিরাজমান। মানবতা চাতক পাখির ন্যায় চেয়ে আছে ইসলামী নবজাগরণের দিকে। একটুখানি শান্তির সুবাতাসে কখন আমাদের প্রাণের বসুন্ধরা শান্তিময় নীড়ে পরিণত হবে। কখন সমস্ত জাহিলিয়াতকে ছেয়ে ইসলামী পতাকা উড্ডীন হবে, আবার কায়েম হবে উমরী রাজ, নববী পদ্ধতিই হবে যেখানকার হক্ব-বাতিলের একমাত্র মানদণ্ড। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন-আমীন!

[অনুবাদক : ২য় বর্ষ, আল-হাদীছ এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

আহলেহাদীছের পরিচয়

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যবাচক শব্দ, যা ব্যাপক অর্থে এমন একটি আন্দোলন এবং সাধারণ অর্থে এমন একজন ব্যক্তিকে বুঝায় যে আন্দোলন বা যে ব্যক্তি সর্বক্ষেত্রে ইসলামের মূলসূত্র তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকজ্জ্বল পথে জীবন পরিচালনার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রাসূল (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পর মুসলিম বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক বিশৃংখলার সাথে সাথে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে যে বিভ্রাট ঘটে যায় এবং মুসলিম সমাজে ইসলামের বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সংযোজন-বিয়োজনের যে প্রবণতা সৃষ্টি হয় তা থেকে আত্মরক্ষা ও মানবসমাজকে পুনরায় নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য ছাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুসারী তাবেঈ, তাবে-তাবেঈগণ যে আন্দোলন শুরু করেন তা-ই ইতিহাসে আহলেহাদীছ আন্দোলন নামে খ্যাত। এ সময় যারা বিভিন্ন বাতিল চিন্তাধারা থেকে প্রত্যাবর্তন করে কেবলমাত্র অহির বিধানের প্রতি নিঃশর্তভাবে আনুগত্যের মস্তক অবনত করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে তারাই অভিহিত হতে থাকলেন আহলেহাদীছ নামে। এককথায় বিশ্বাস, কথা ও কর্মে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে সমস্ত কিছুর উপরে স্থান দিয়ে থাকে তাদেরকেই 'আহলেহাদীছ' বলা হয়।

নামকরণের কারণ

আহলুল হাদীছ, আহলুল আছার বা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত শব্দগুলো ১ম ও ২য় শতাব্দী হিজরীতে শী'আ, খারেজী, মুরজিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটার পর বিশুদ্ধ আক্বীদাসম্পন্নদের পরিচয় নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ' ও তাবে' তাবেঈগণ অনেকেই এই নামে নিজেদের অভিহিত করতেন।

ইতিহাসক্রম

খলীফা আল-মামূনের আমলে মু'তাযিলা তথা যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের তৎপরতা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। স্বয়ং খলীফা এই সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের আবিষ্কৃত 'কুরআন সৃষ্ট' এই ভ্রান্ত মতবাদ মুসলিম সমাজে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করে। খলীফা মামূন এই তত্ত্বের সমর্থক হওয়ায় বিরোধীদের উপর নেমে আসে সরকারী নির্যাতন। এই সময় আহলেহাদীছগণ এই মতবাদের বিরুদ্ধে জোর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল। এ জন্য তাঁকে ও তাঁর সাথীবর্গকে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়। শেষ পর্যন্ত পরবর্তী খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ-এর নির্দেশে ইমাম আহমাদ ও তাঁর সাথীদেরকে জেলখানা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে 'কুরআনের সৃষ্টতা' ফিতনার অবসান ঘটে এবং আহলেহাদীছদের গৃহীত মাসলাক জনসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার দ্বার অবারিত হয়। সৃষ্টি হয় মুসলিম সমাজে জেঁকে বসা শিরকী ও বিদ'আতী চিন্তাধারার অবসানের জন্য একটি সুদৃঢ় আন্দোলন। যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। মুসলিম সমাজ যখনই ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়ে নানা বাতিল ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারার সাথে মিশে গেছে, তখনই তাদের জন্য ত্রাণকর্তা হিসাবে ইসলামের প্রকৃত বার্তাকে উড্ডীন করার দায়িত্ব নিয়ে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম জানবাজি রেখে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এজন্যই ইমাম আবু দাঊদ বলে গেছেন, 'এই জামা'আতটি যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহ'লে দুনিয়া থেকে ইসলাম মুছে যেত' *(শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ২৭)*। খত্বীব বাগদাদী বলেন, 'আহলুল হাদীছগণ কথা ও কর্মের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) আনীত শরী'আতকে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তাঁর সুন্নাতকে তারা সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে পাহারা দিয়েছেন; ফলে সুন্নাত সমাজের বুকে একটি প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি লাভ করেছে। মূলত আহলেহাদীছগণই এ মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত এবং তারাই এর অধিকারী। কত ধরনের বেদ্বীন ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে শরী'আত বহির্ভূত বিষয় অন্তর্ভূক্তির প্রচেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্র রাব্বুল আলামীন আহলেহাদীছদের মাধ্যমে তাদের প্রতিরোধ করেছেন। ফলে তারা এ দ্বীনের হেফাযতকারীতে পরিণত হয়েছেন' *(শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ৩১)*।

আহলেহাদীছগণের গৃহীত নীতিমালা

আহলেহাদীছগণ ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'ঈনের ইযামের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী দ্বীনকে অনুসরণ করেন। কেননা তারাই ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর সবচেয়ে নিকটতম ও বিশ্বস্ত অনুসারী। তাই আহলেহাদীছগণের গৃহীত নীতিমালা মূলত সালাফে ছালেহীনের গৃহীত নীতিমালা, যা আল্লাহ প্রেরিত অহি তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর আহলেহাদীছদের বাহ্যিক নিদর্শন হ'ল এই যে, তারা আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে তাওহীদবাদী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে সুন্নাতপন্থী। নিম্নে- সংক্ষেপে তাদের অনুসৃত মৌলিক নীতিমালা উল্লেখ করা হ'ল।

১. তাওহীদ : আহলেহাদীছগণ বিশ্বাস করেন যে, তাওহীদ হ'ল দ্বীনের মূল ভিত্তি। তারা আক্বীদার ক্ষেত্রে নির্ভেজাল তাওহীদকে সর্বাগ্রে স্থান দেন। বিশেষত তাওহীদে উলূহিয়্যাহ তথা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার এককত্বকে মানুষের মনের গভীরে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। তারা আল্লাহ্কে বিশ্বজগতের প্রভু হিসাবে স্বীকার করাকেই যথেষ্ট মনে করেন না; বরং মানবজীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ও তাঁর প্রেরিত শরী'আতের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নকে অপরিহার্য মনে করেন। একই সাথে তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব খর্বকারী যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও চিন্তাধারাকে তারা শিরক মনে

Contents

করেন এবং সর্বপ্রকার শিরককে তারা চূড়ান্তভাবে ঘৃণ্য মনে করেন। তারা শিরক থেকে নিজে রক্ষা পাওয়া ও অপরকে রক্ষা করাকে নিজেদের সর্বোচ্চ কর্তব্য মনে করেন।

২. ইত্তিবায়ে সুন্নাত : আহলেহাদীছগণ রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত মুতাওয়াতির, আহাদ হাদীছসমূহকে সালাফে ছালেহীনের নীতিমালার আলোকে অনুসরণ করাকে আবশ্যকীয় মনে করেন। অতঃপর ছাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তকে তারা শারঈ দলীল মনে করেন। এই তিনটি সূত্রকে তারা শরী'আতের মানদণ্ড মনে করেন। এই তিনটির উপস্থিতিতে তারা কোন ইজতিহাদী চিন্তাধারাকে স্বীকৃতি দেন না। নিজস্ব বিবেক ও কিয়াস দ্বারা তাকে খণ্ডানোর কোনরূপ সুযোগ রাখেন না। তারা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ করেন না। বরং ইজতিহাদের দুয়ারকে তারা শর্তপূরণ সাপেক্ষে সর্বকালের যোগ্য আলেমদের জন্য উন্মুক্ত মনে করেন। তারা প্রত্যেক ওলামায়ে মুজতাহিদীন ও অনুসরণীয় ইমামগণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং তাদের বিশুদ্ধ দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করেন। কিন্তু দলীলবিহীন এবং রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের বিপরীত যে কোন সিদ্ধান্তকে তারা সর্বতোভাবে বর্জন করেন।

৩. মস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞান-বিবেকের উপর অহিকে অগ্রাধিকার প্রদান : আহলেহাদীছগণ নিজস্ব চিন্তাধারার উপরে অহির বর্ণনাকে স্থান দেন। শরী'আত কি বলে তা জানার পর নিজস্ব বিচার-বুদ্ধিকে তার প্রতি সমর্পিত করে দেন। কেননা তারা বিশ্বাস করেন যে, মানুষের বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধি নিশ্চিতভাবে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর সিদ্ধান্তের সাথে সমতা রক্ষা করে। এজন্য শরী'আতের সিদ্ধান্তের উপর নিজস্ব যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটিয়ে তার কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধনকে তারা ঘোরতরভাবে নিষিদ্ধ মনে করেন।

৪. বিদ'আত বর্জন: তারা দ্বীনের মধ্যে নবআবিষ্কৃত কোন বিষয়কে কখনই প্রশ্রয় দেন না। দ্বীনের মধ্যে নবআবিষ্কারকে তারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নির্দেশনা বহির্ভূত অন্যায় সংযোজন এবং নিজস্ব কপোলকল্পিত বিষয় দ্বারা শরী'আত রচনার শামিল মনে করেন। এজন্য তারা সুন্নাতের অনুসরণে যেমন আপোষহীন তেমনিভাবে সর্বপ্রকার বিদ'আত বর্জনে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন।

৫. যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জন: এ সমস্ত হাদীছ মুসলিম উম্মাহকে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ থেকে বাধাগ্রস্ত করছে ও তাদের মাঝে অনৈক্যের অন্যতম ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে। এজন্য তারা এ জাতীয় হাদীছগুলোকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন।

৬. জিহাদ : আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকে তারা সর্বোত্তম নেক আমল মনে করেন এবং আল্লাহ্র কালেমা তথা বার্তাকে বুলন্দ করার জন্য জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে বলে বিশ্বাস করেন। তবে তারা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আকস্মাৎ অস্ত্রধারণকে জিহাদ মনে করেন না। বরং জিহাদের জন্য সুনির্দিষ্ট শর্তপূরণকে তারা অপরিহার্য মনে করেন।

৭. তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি : আত্মশুদ্ধির জন্য সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালানোকে তারা যরূরী মনে করেন, তবে তা অবশ্যই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বর্ণিত পন্থা অনুযায়ী হ'তে হবে। বিদ'আতী কোন পন্থাকে তারা আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যম বলে স্বীকার করেন না; হোক তা ছূফীবাদী বা অন্য কোন দলের উত্তম কোন আবিষ্কার।

৮. বাতিল ফিরকা সমূহের প্রতিরোধ : ইসলামের নামে যুগে যুগে আবির্ভূত বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকার বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। মূলতঃ আহলেহাদীছগণের সংগঠিত অগ্রযাত্রা শুরু হয় এসব বাতিল ফিরকাগুলো প্রতিরোধ করে ইসলামের প্রকৃতরূপকে ফিরিয়ে আনার জন্যই। বর্তমান যুগের ভ্রান্ত ফিরকাসমূহ যেমন শী'আ, কাদীয়ানী, ব্রেলভী, বাবী, বাহাইয়াহ প্রভৃতিসহ ইসলাম সমর্থিত নয় এমনসব সমকালীন বিজাতীয় চিন্তাধারা যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ইত্যাদি যাবতীয় পথভ্রষ্টকারী ফিরকা ও চিন্তাধারাকে শারঈ পন্থাসমূহ অবলম্বনের মাধ্যমে প্রতিরোধের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মোটকথা আহলেহাদীছগণ মনে করেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিরঙ্কুশ তাওহীদকে স্বীকৃতিদান এবং রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথ তথা সুন্নাতের পুংখানুপুংখ অনুসরণই একজন মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি দিতে পারে। এ দু'টি পথ অবলম্বনই যাবতীয় সৎআমল কবুলের পূর্বশর্ত, দুনিয়াবী জীবনে বিজয় ও শক্তি অর্জনের ভিত্তি। ব্যষ্টিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা মানবজীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে এ দু'টি পথ অবলম্বনই ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত। এজন্য তারা সমাজকে সর্বতোভাবে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত করে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। আক্বীদাগত ও আচরণগত দূরীষ্টতা দুরীকরণে নিরন্তর দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে থাকেন। দুর্বল ও জাল হাদীছসমূহকে চিহ্নিত করে সমাজকে তা বিরত রাখার প্রয়াস চালান। মুসলিম উম্মাহকে স্ব স্ব পূর্বপুরুষগণ থেকে প্রাপ্ত ইসলামের পথে নয় বরং বিশুদ্ধ ইসলামের পথে পরিচালনার জন্য তারা সর্বশক্তি আত্মনিয়োগ করেছেন।

শেষকথা : পরিশেষে বলা যায়, আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি সামাজিক সংস্কার আন্দোলন হিসাবে মানবসমাজকে ইসলামের আদিরূপে ফিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাচীন ও চলমান একটি আন্দোলন। এ আন্দোলন যেমনি ইসলামের মৌলিকরূপকে জনসমাজে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনিভাবে ইসলামের অভ্যন্তরে যেসব নবাবিষ্কৃত দর্শন, রীতিনীতি ও কুসংস্কারের অবির্ভাব ঘটেছে যুগে যুগে, প্রতিটির বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী প্রতিরোধ শক্তি হিসাবে ভূমিকা রেখে চলেছে। পৃথিবীর বুকে যতদিন পর্যন্ত একটি কুসংস্কারও জারী থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে। আর এভাবেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর দ্বীনকে কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সবসময় সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে, তাদের বিরোধিতাকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না কিয়ামত পর্যন্ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৭)*।

Contents

কুরবানী : করণীয় ও বর্জনীয়

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের যে সকল মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে কুরবানী অন্যতম। আরবী কুরবান শব্দের ফার্সী ও উর্দূ রূপ কুরবানী যার অর্থ নৈকট্য, সান্নিধ্য, উৎসর্গ ইত্যাদি। আর পরিভাষায় الْقُرْبَانُ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى 'কুরবানী' ঐ মাধ্যমকে বলা হয়, যার দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল হয়'।[১] এই অর্থে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি তাদের নিকট বর্ণনা কর আদম পুত্রদ্বয়ের ঘটনা সত্যসহকারে। যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। অতঃপর তাদের একজনের কুরবানী কবুল হ'ল, কিন্তু অন্যেরটা কবুল হ'ল না' *(মায়েদাহ ৫/২৭)*। তিনি আরো বলেন, 'যেসব লোক বলে যে, আল্লাহ আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন এই মর্মে যে, আমরা কোন রাসূলের উপর ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তিনি আমাদের নিকট এমন কুরবানী নিয়ে আসবেন, যা (আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে) আগুন এসে খেয়ে নিবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮৩)*। এ অর্থে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّلاَةُ قُرْبَانٌ 'ছালাত হচ্ছে কুরবানী। অর্থাৎ আল্লাহ নৈকট্য লাভের মাধ্যম'।[২]

আর ব্যাপক অর্থে ঈদুল আযহা তথা যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবেহ করা হয়, তাকে 'কুরবানী' বলা হয়'। সকালে রক্তিম সূর্য উপরে ওঠার সময়ে 'কুরবানী' করা হয় বলে এই দিনটিকে 'ইয়াওমুল আযহা' বা 'ইয়াওমুয যুহা বলা হয়ে থাকে।[৩] যদিও কুরবানী ঈদুল আযহার দিন ও পরবর্তী তিনদিন সহ মোট চারদিন করা যায়।[৪]

কুরবানীর ইতিহাস

আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র ক্বাবীল ও হাবীল-এর দেওয়া কুরবানী থেকেই কুরবানীর ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছে। তারপর থেকে বিগত সকল উম্মতের উপরে এটা জারি ছিল। তবে সেই সব কুরবানীর নিয়ম-কানূন আমাদেরকে জানানো হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ–

'তুমি তাদের নিকট বর্ণনা কর আদম পুত্রদ্বয়ের ঘটনা সত্যসহকারে। যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। অতঃপর তাদের একজনের কুরবানী কবুল হ'ল, কিন্তু অন্যেরটা কবুল হ'ল না। তখন সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। জবাবে অপরজন বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের আমলই কবুল করে থাকেন' *(মায়েদাহ ৫/২৭)*। আদম সন্তানদ্বয়ের উক্ত আমল থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরবানীর সূচনা তাদের মাধ্যমেই হয়েছিল। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, আদম (আঃ)-এর সময় কুরবানীর অস্তিত্ব ছিল। নিম্নোক্ত আল্লাহ্‌র বাণী তারই প্রমাণ বহন করে।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ط فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَّاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوْا ط وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ–

'প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর বিধান নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে তারা যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে এজন্য যে, তিনি চতুষ্পদ গবাদি পশু থেকে তাদের জন্য রিযিক নির্ধারণ করেছেন। অনন্তর তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতএব তাঁর নিকটে তোমরা আত্মসমর্পণ কর এবং আপনি বিনয়ীদের সুসংবাদ প্রদান করুন' *(হজ্জ ২২/৩৪)*। আল্লাহ প্রত্যেক জাতির নিকট নবী পাঠিয়েছিলেন। আর আদম (আঃ) তাঁর সন্তানদের নবী ছিলেন। ফলে আদম সন্তানদের জন্য কুরবানীর বিধান জারী ছিল। আর এটিই ছিল মানব ইতিহাসে কুরবানীর প্রথম ঘটনা। তবে তখনকার কুরবানীর পদ্ধতি বর্তমান পদ্ধতির মত ছিল না। সে সময়ের নিয়ম ছিল এই যে, কবুলযোগ্য কুরবানীটি আকাশ থেকে আগুন এসে জ্বালিয়ে নিয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ 'যেসব লোক বলে যে, আল্লাহ আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন এই মর্মে যে, আমরা কোন রাসূলের উপর ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তিনি আমাদের নিকট এমন কুরবানী নিয়ে আসবেন, যা (আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে) আগুন এসে খেয়ে নিবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮৩)*।

তারপর থেকে বিগত সকল উম্মতের উপরে এটা জারী ছিল। তবে সে সব কুরবানীর নিয়ম-কানূন আমাদেরকে জানানো হয়নি। মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি কুরবানীর যে নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে, তা মূলতঃ ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র রাহে কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে

১. *ইবনুল আছীর, আশ-শাফী, ২/১৮২; মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী, আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব (বৈরূত ছাপা : ১৪০৬/১৯৮৬) পৃ. ১৫৮।*
২. *আহমাদ হা/১৫৩১৯; ইবনু হিব্বান হা/১৭২৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৬৬।*
৩. *শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (কায়রো ছাপা : ১৩৯৮/১৯৭৮) ৬/২২৮ পৃ.।*
৪. *আহমাদ হা/১৬৭৯৭; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৫৫৪০; ছহীহাহ হা/২৪৭৬।*

‘সুন্নাতে ইবরাহীমী’ হিসাবে চালু হয়েছে।[৫] যা মুক্বীম ও মুসাফির সর্বাবস্থায় পালনীয়।[৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরত পরবর্তী মাদানী জীবনে দশ বছর নিয়মিত কুরবানী করেছেন।[৭]

আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীমী কুরবানীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَابُنَىَّ اِنِّىْ اَرَى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ- فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ- وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَّا إِبْرَاهِيْمُ- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ- إِنَّ هذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِيْنُ- وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْآخِرِيْنَ- سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ-

‘যখন সে (ইসমাঈল) তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হ’ল, তখন তিনি (ইবরাহীম) তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। অতএব বল, তোমার মতামত কি? ছেলে বলল, হে আব্বা! আপনাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা প্রতিপালন করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন। অতঃপর যখন পিতা ও পুত্র আত্মসমর্পণ করল এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে ফেলল। তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম, হে ইবরাহীম! নিশ্চয়ই তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ। আমরা এমনিভাবে সৎকর্মশীল বান্দাদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমরা তার (অর্থাৎ ইসমাঈলের) পরিবর্তে যবহ করার জন্য দিলাম একটি মহান কুরবানী। এবং আমরা এটিকে (অর্থাৎ কুরবানীর এ প্রথাটিকে) পরবর্তীদেরকে মধ্যে রেখে দিলাম। ইবরাহীমের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক’*(ছাফফাত ৩৭/১০২-১০৯)*!

ইবরাহীম (আঃ)-এর ৮৬ বৎসর বয়সে ইসমাঈল বিবি হাজেরার গর্ভে এবং ৯৯ বছর বয়সে ইসহাক্ব বিবি সারাহ্‌র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইবরাহীম (আঃ) সর্বমোট ২০০ বছর বেঁচে ছিলেন। [৮]

যবহের সময় ইসমাঈলের বয়স ছিল ১৩ বছর। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঐ সময় তিনি কেবল সাবালকত্বে উপনীত হয়েছিলেন।[৯] এমন সময় পিতা ইবরাহীম স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান নয়নের পুত্তলি ইসমাঈলকে কুরবানী করছেন। নবীদের স্বপ্ন ‘অহী’ হয়ে থাকে।[১০] তাদের চক্ষু মুদিত থাকলেও অন্তরচক্ষু খোলা থাকে। ইবরাহীম (আঃ) একই স্বপ্ন পরপর তিনরাত্রি দেখেন। প্রথম রাতে তিনি স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠে ভাবতে থাকেন, কি করবেন। এজন্য প্রথম রাতকে (৮ই যিলহাজ্জ) ‘ইয়াউমুত তারবিয়াহ’ (يـوم التروية) বা ‘স্বপ্ন দেখানোর দিন’ বলা হয়। দ্বিতীয় রাতে পুনরায় একই স্বপ্ন দেখার পর তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে নির্দেশ হয়েছে। এজন্য এ দিনটি (৯ই যিলহাজ্জ) ‘ইয়াউমু আরাফা’ (يـوم عرفة) বা ‘নিশ্চিত হওয়ার দিন’ বলা হয়। তৃতীয় দিনে পুনরায় একই স্বপ্ন দেখায় তিনি ছেলেকে কুরবানী করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য এ দিনটিকে (১০ই যিলহাজ্জ) ‘ইয়াউমুন নাহর’ (يوم النحر) বা ‘কুরবানীর দিন’ বলা হয়।[১১]

এই সময় ইবরাহীম (আঃ) শয়তানকে তিন স্থানে তিনবার সাতটি করে কংকর ছুঁড়ে মারেন।[১২] উক্ত সুন্নাত অনুসরণে উম্মতে মুহাম্মাদীও হজ্জের সময় তিন জামরায় তিনবার শয়তানের বিরুদ্ধে কংকর নিক্ষেপ করে থাকে এবং প্রতিবারে আল্লাহ্‌র বড়ত্ব ঘোষণা করে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে থাকে।[১৩]

ইবরাহীম (আঃ) ছেলেকে কুরবানী করার প্রস্তুতি নিলেন এবং তাকে মাটিতে উপুড় করে শোয়ালেন। এমন সময় পিছন থেকে আওয়ায এলো- (يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا) ‘হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছ’ *(ছাফফাত ৩৭/১০৫)*। কারণ ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্নে স্বীয় সন্তানকে যবেহ করার মত কিছু করতে দেখেছিলেন। কিন্তু গলায় ছুরি চালিয়ে পশু যবেহের মত কিছু দেখেননি। ফলে উপুড় করে শোয়ানোতেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়ে গেছে। ইবরাহীম (আঃ) পিছন ফিরে দেখেন যে, একটি সুন্দর শিংওয়ালা ও চোখওয়ালা সাদা দুম্বা (كَبْشٌ أَبْيَضُ أَقْرَنُ أَعْيَنُ) দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর তিনি সেটি মিনা প্রান্তরে (‘ছাবীর’ টীলার পাদদেশে) কুরবানী করেন।[১৪] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এজন্য আমরা কুরবানীর সময় অনুরূপ ছাগল-দুম্বা খুঁজে থাকি। অতঃপর জিব্রীল (আঃ) তাঁকে নিয়ে জামরায়ে কুছয়ায় গেলেন।

---

৫. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/২২৮ পৃঃ।

৬. তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৯ পৃঃ; নায়লুল আওতার ৬/২৫৫পৃঃ।

৭. আহমাদ হা/৪৯৫৫; তিরমিযী হা/১৫০৭; মিশকাত হা/১৪৭৫, এ হাদীছের সনদ যঈফ হ’লেও রাসূল (ছাঃ)-এর বিভিন্ন আমল ও উক্তি তাঁর নিয়ামিত কুরবানী করার প্রমাণ বহন করে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী রয়েছে’ (আবুদাউদ হা/২৭৮৮; তিরিমিযী হা/১৫১৮।

৮. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/১৬; তাফসীরে কুরতুবী ২/৯৮-৯৯ পৃঃ, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৯. তাফসীরে কুরতুবী ১৫/৯৯।

১০. বুখারী হা/১৩৮।

১১. তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০২; তাফসীরে বাগাবী ১/২২৯; মাসায়েলে কুরবানী দ্রষ্টব্য।

১২. তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৬।

১৩. বুখারী হা/১৭৪৯; মুসলিম হা/১২৯৬; মিশকাত হা/২৬২১, ২৬২৬।

১৪. তাফসীরে ইবনু কাছীর ৭/৩১, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

সেখানে শয়তান সামনে আসলে তাকে সাতটি পাথর মারা হ'লে সে পলায়ন করে। এরপর জিব্রীল (আঃ) তাঁকে নিয়ে মিনায় গমন করে বলেন, এই হ'ল মিনা। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনাকারী ইউনুস বলেন, এটি জনবহুল স্থল। এরপর তিনি তাঁকে নিয়ে ছালাত জমা' করার স্থানে নিয়ে এসে বললেন, এটি মাশ'আরুল হারাম। অতঃপর তিনি তাঁকে আরাফার ময়দানে আগমন করলেন। ইবনু আব্বাস ইউনুসকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আরাফার নামকরণ সম্পর্কে কিছু জান? ইউনুস বলল, না। তখন তিনি বললেন, জিব্রীল (আঃ) ইবরাহীম (আঃ)-কে সাথে নিয়ে আরাফায় আসলে জিজ্ঞেস করেন, عَرَفْتَ؟ 'আপনি চিনতে পেরেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন থেকে এর নাম আরাফা হয়ে যায়। তিনি আরো জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি জান তালবীয়াহ কেমন ছিল? সে বলল, কেমন ছিল? তিনি বললেন, যখন আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-কে লোকদের মাঝে হজ্জের ঘোষণা দিতে বললেন, তখন তাঁর জন্য পাহাড়-পবর্ত মাথা অবনত করে নিচু হয়ে গেল এবং গ্রামসমূহ ভেসে উঠল। তখন তিনি লোকদের মাঝে হজ্জের ঘোষণা পাঠ করলেন।[১৫]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঐ দুম্বাটি ছিল হাবীলের কুরবানী, যা জান্নাতে সংরক্ষিত ছিল, যাকে আল্লাহ ইসমাঈলের ফিদ্ইয়া হিসাবে পাঠিয়েছিলেন।[১৬] ইবরাহীম উক্ত দুম্বাটি ছেলের ফিদ্ইয়া হিসাবে কুরবানী করলেন ও ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন (يَا بُنَىَّ اَلْيَوْمَ وُهِبْتَ لِىْ) 'হে পুত্র! আজই তোমাকে আমার জন্য দান করা হ'ল।[১৭]

এখানে সন্তান যবেহ মূল উদ্দেশ্য ছিল না, বরং উদ্দেশ্য ছিল পিতা-পুত্রের আনুগত্য ও তাক্বওয়ার পরীক্ষা নেওয়া। সে পরীক্ষায় উভয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন পিতার পূর্ণ প্রস্তুতি এবং পুত্রের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ও আনুগত্যের মাধ্যমে।

ইমাম কুরতুবী উপরোক্ত ১০৭ নং আয়াত وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ উল্লেখ করে বলেন, এ আয়াতটি দলীল হ'ল এ বিষয়ে যে, উট ও গরুর চেয়ে ছাগল কুরবানী করা উত্তম'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও দু'টো করে শিংওয়ালা 'খাসি' কুরবানী দিতেন। অনেক বিদ্বান বলেছেন, যদি এর চাইতে উত্তম কিছু থাকত, তবে আল্লাহ তাই দিয়ে ইসমাঈলের ফিদ্ইয়া দিতেন'।[১৮] তবে উট, গরু, ভেড়া বা ছাগল দ্বারা কুরবানীর ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীছ রয়েছে এবং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হজ্জের সময় গরু ও উট কুরবানী করেছেন।

যিলহজ্জ মাসে করণীয় :

১. যিলহজ্জের প্রথম দশকে বেশী বেশী নফল ইবাদত করা : যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠার সাথে সাথে এর ফযীলত শুরু হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشَرَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْئٍ–

'এই দশদিনের (অর্থাৎ যুলহিজ্জাহ্র প্রথম দশদিনের) আমলের চাইতে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও কি নয়'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বেরিয়েছে। কিন্তু কিছুই নিয়ে ফিরে আসেনি'। অর্থাৎ শহীদ হয়ে গেছে'।[১৯] আল্লাহ যে সকল বিষয়ে কসম খেয়েছেন তার মধ্যে এ মাসের প্রথম দশদিন অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'শপথ দশ রাত্রির' *(ফজর ৮৯/২)*। ইবনু আব্বাস, ইবনু যুবায়ের, মুজাহিদ, সুদ্দী, কালবী প্রমুখ বিগত ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ বিদ্বান এর দ্বারা যুলহিজ্জাহ্র প্রথম দশদিন অর্থ নিয়েছেন।[২০] আল্লাহ যে বস্তুর শপথ করেন তার গুরুত্ব অনেক বেশী। উক্ত দশ দিনের ফযীলত বেশী হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল এই যে, ঐ সময় মুমিনগণ হজ্জের প্রস্তুতি ও ইবাদতসমূহ পালনে লিপ্ত থাকেন। যারা হজ্জে আসেন না, তারা আরাফার দিনে নফল ছিয়াম পালন করেন, যা বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের গভীর অনুভূতি সৃষ্টি করে। এতদ্ব্যতীত এ সময় হাজী ছাহেবদের সফরের প্রস্তুতিতে সহযোগিতা ও অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে মুমিন বান্দাগণ প্রচুর নেকী উপার্জনে লিপ্ত থাকে। হজ্জের মৌসুমে ও উক্ত দশদিনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আল্লাহ্র মেহমানগণ 'লাব্বায়েক' বলতে বলতে বায়তুল্লাহতে সমবেত হন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, যাতে তারা তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণের জন্য সেখানে উপস্থিত হ'তে পারে এবং রিযিক হিসাবে তাদের দেওয়া গবাদিপশুগুলো যবেহ করার সময় নির্দিষ্ট দিনগুলিতে তাদের উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পারে *(হজ্জ ২২/২৮)*। ইবনু আব্বাস সহ অন্যান্য ছাহাবীগণের নিকট নির্দিষ্ট দিন হ'ল যিল হজ্জের প্রথম দশদিন।[২১]

২. বেশী বেশী তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করা : এ দশদিন বেশী বেশী আল্লাহর যিকির তথা আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সহ এমন সব ইবাদত করা যা করলে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়।

---

১৫. *বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৯৪৭৭; আহমাদ হা/২৭০৭; শু'আবুল ঈমান হা/৪০৭৭, সনদ ছহীহ।*

১৬. *ইবনু কাছীর ৭/৩১; তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৭ পৃঃ।*

১৭. *তাফসীরে তাবারী, দুররুল মানছূর, কুরতুবী ১৫/১০৭, ৩৭/১০, আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।*

১৮. *তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৭ পৃঃ।*

১৯. *বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০।*

২০. *ইবনু কাছীর ৮/৩৯০, সূরা ফজরের ২নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।*

২১. *ইবনু কাছীর ৫/৪১৫, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।*

আল্লাহ বলেন, وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ‘এবং তারা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পারে’ *(হজ্জ ২২/২৮)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর। অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে।[২২]

এ সময় কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত তাকবীর-তাহলীল ও তাসবীহ বেশী বেশী পাঠ করা উচিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلاَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ– ‘আল্লাহর নিকট এই দশদিন অপেক্ষা মহান কোন দিন নেই (অর্থাৎ যুলহিজ্জাহ্র প্রথম দশদিনের) এই দিনগুলোতে আমলের চাইতে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। অতএব তোমরা এই দিনগুলোতে বেশী বেশী তাহলীল (লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহমীদ (আল-হামদুল্লিাহ) বল’।[২৩] অন্য বর্ণনায় তাসবীহ তথা সুবহা-নাল্লাহ বলার কথা এসেছে।[২৪] এজন্য নিম্নের দো‘আটিও পড়া যেতে পারে। سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ (সুবহানা-ল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।[২৫]

وَكَانَ عُمَرُرضى الله عنه يُكَبِّرُ فِى قُبَّتِه بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ، حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ، وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِى فُسْطَاطِهِ، وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيعًا–

ওমর (রাঃ) মিনায় নিজের তাবুতে তাকবীর বলতেন। মসজিদের লোকেরা তা শুনে তারাও তাকবীর বলতেন এবং বাজারের লোকেরাও তাকবীর বলতেন। ফলে সমস্ত মিনা তাকবীরের আওয়াযে গুঞ্জরিত হয়ে উঠত। ইবনু ওমর (রাঃ) সে দিনগুলোতে মিনায় তাকবীর বলতেন এবং ছালাতের পরে, বিছানায়, তাঁবুতে, মজলিসে এবং চলার সময় এ দিনগুলোতে তাকবীর বলতেন।[২৬]

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِى أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا. وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ–

ইবনু ওমর ও আবু হুরায়রা (রাঃ) এই দশদিনে তাকবীর বলতে বলতে বাজারে যেতেন। তাদের তাকবীর শুনে লোকেরাও তাকবীর দিত। মুহাম্মাদ ইবনু আলী নফল ছালাতের পর তাকবীর দিতেন।[২৭]

অপর দিকে এই দশদিন প্রবেশ করলে সাঈদ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বিরামহীন ইবাদতে মশগূল হয়ে পড়তেন এবং এজন্য নিরলস চেষ্টা ও টানা পরিশ্রম করতেন।[২৮]

৩. আরাফার দিনে ছিয়াম পালন করা :

আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ– ‘আরাফার দিনের নফল ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে’।[২৯] উল্লেখ্য যে, উক্ত ছিয়াম যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে নয়, বরং হাজীরা যেদিন আরাফায় অবস্থান করবেন হবে সেদিন ছিয়াম পালন করতে হবে। কারণ এই ইবাদতটি স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট, সময়ের সাথে নয়। তবে অন্যান্য ছিয়াম দিন ও তারিখ অনুযায়ী করতে হবে।

৪. যিলহজ্জের প্রথম নয়দিন ছিয়াম পালন করা :

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالد قَالَتْ: حَدَّثَتْنِى بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتِسْعًا مِنْ ذِى الْحِجَّةِ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ–

হুনায়দা ইবনু খালেদ হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কতিপয় স্ত্রী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ছাঃ) আশূরা, যিলহাজ্জ মাসের নয়দিন এবং প্রতি মাসে তিনটি করে ছিয়াম পাল করতেন। যা মাসের প্রথম সোমবার ও দুই বৃহঃস্পতিবারে সমাপ্ত করতেন।[৩০] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এই নয়দিন বিশেষতঃ আরাফার দিনে ছিয়াম পালন করা অত্যান্ত পসন্দনীয় আমল।[৩১]

৫. কুরবানী করা :

ঈদের দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ’ল কুরবানী করা। রাসূল (ছাঃ) ঈদের ছালাত শেষে কুরবানী করে কুরবানীর পশুর গোশত দিয়ে সকালের খাবারের সূচনা করতেন। তিনি বলেন, أَعْظَمُ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ النَّفْرِ ‘আল্লাহ্র নিকট মহান দিন হ’ল কুরবানীর দিন এবং তা পরের দিন’।[৩২] মা আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

---

২২. *বুখারী ৪/১২২।*
২৩. *আহমাদ হা/৫৪৪৬, ৬১৫৪, সনদ ছহীহ।*
২৪. *ছহীহ আত-তারগীব হা/১২৪৮।*
২৫. *আদাবুল মুফরাদ হা/৬২২; মুসলিম হা/২১৩৭; মিশকাত হা/২২৯৪।*
২৬. *বুখারী, বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৬০৬১।*
২৭. *বুখারী তা‘লীক, ইরওয়া হা/৬৫১।*
২৮. *দারেমী হা/১৭৭৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১২৪৮।*
২৯. *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪ ‘ছওম’ অধ্যায়।*
৩০. *নাসাঈ হা/২৩৭২; আবুদাউদ হা/২৪৩৭, সনদ ছহীহ।*
৩১. *শারহুন নববী আলা মুসলিম হা/১১৭৬-এর ব্যাখ্যা।*
৩২. *হাকেম হা/৭৫২২; মিশকাত হা/২৬৪৩; ছহীহুল জামে‘ হা/১০৬৪।*

Contents

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّـــهِ مِـــنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، وَ إِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَـــةِ بِقُرُوْنِهَـــا وَأَشْـــعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا، وَ إِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَـــانٍ قَبْـــلَ أَنْ يَّقَـــعَ بِالْأَرْضِ، فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا–

‘কুরবানীর দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে প্রিয় আমল আল্লাহ্‌র নিকটে আর কিছু নেই। ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন কুরবানীর পশুর শিং, লোম ও ক্ষুর সমূহ নিয়ে হাযির হবে। আর কুরবানীর রক্ত যমীনে পতিত হওয়ার আগেই তা আল্লাহ্‌র নিকটে বিশেষ মর্যাদার স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা কুরবানী দ্বারা নিজেদের নফ্সকে পবিত্র কর’।[৩৩]

৬. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ’তে একটি পশু কুরবানী দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করা :

(ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ...অতঃপর নিম্নোক্ত দো‘আ পড়লেন, بِسْمِ اللهِ أَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ وَّمِـــنْ أُمَّـــةِ مُحَمَّـــدٍ– ‘আল্লাহ্‌র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ’তে, তার পরিবারের পক্ষ হ’তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ’তে’। এরপর উক্ত দুম্বা কুরবানী করলেন’।[৩৪] আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রতি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে বকরী কুরবানীর রেওয়াজ ছিল।[৩৫] ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু’টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের বখীল বলছে’।[৩৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় মুক্বীম অবস্থায় নিজ পরিবার ও উম্মতের পক্ষ হ’তে দু’টি করে ‘খাসি’ এবং হজ্জের সফরে গরু ও উট কুরবানী করেছেন।[৩৭]

৭. যবেহকালীন সময়ে দো‘আ পাঠ করা :

কুরবানীর পশু যবেহকালীন সময়ে হাদীছে বর্ণিত দো‘আ পাঠ করা উচিত । যবেহকালীন সময়ে নিম্নের দো‘আ পাঠ করা যেতে পারে। (১) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ সর্বোচ্চ) (২) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ’তে)। এখানে কুরবানী অন্যের হ’লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন, ‘বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী’ (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ’তে)। এই সময় দরূদ পাঠ করা মাকরূহ’।[৩৮] (৩) যদি দো‘আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু ‘বিসমিল্লাহ’ বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[৩৯]

৮. নিজ হাতে কুরবানী করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে কুরবানীর পশু যবেহ করেছেন। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন,

ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْـــرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا–

নবী (ছাঃ) মোটা-তাজা শিঙ ওয়ালা দু’টি দুম্বা নিজ হাতে কুরবানী করেছেন। তিনি বিসমিল্লাহ ও তাকবীর বলেছেন এবং পশুর গলায় পা রেখে যবেহ করেছেন।[৪০] তবে যারা নিজে যবেহ করতে পারে না তারা অন্যের মাধ্যমে যবেহ করে নিতে পারে। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছু উট নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং কিছু উট অন্যের মাধ্যমে যবেহ করালেন’।[৪১]

৯. কুরবানীর গোশত তিনভাগে বণ্টন করা :

কুরবানীর গোশত তিনভাগে ভাগ করে একভাগ নিজে খাবে একভাগ প্রতিবেশীদের দিবে ও আরেকভাগ ফকীর-মিসকীদের মাঝে বিতরণ করবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلـــث ويتصدق على السؤال بثلث ‘রাসূল (ছাঃ) তাঁর পরিবারকে এক-তৃতীয়াংশ খাওয়াতেন, এক-তৃতীয়াংশ দরিদ্র প্রতিবেশীকে খাওয়াতেন ও এক তৃতীয়াংশ ফকীর-মিসকীনকে ছাদাক্বাহ করে দিতেন’।[৪২]

১০. ‘মুসিন্নাহ’ দ্বারা কুরবানী :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تَذْبَحُوْا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَّعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جُذْعَةً مِّنَ الـــضَّأْنِ– ‘তোমরা দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবেহ করো না। তবে কষ্টকর হ’লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার’।[৪৩] ‘মুসিন্নাহ’ পশু ষষ্ঠ বছরে

---

৩৩. *তিরমিযী হা/১৪৯৩; ইবনু মাজাহ হা/৩১২৬; মিশকাত হা/১৪৭০; মির‘আত সহ হা/১৪৮৭, সনদ ‘হাসান’। আলবানী হাদীছটিকে প্রথমে ছহীহ বললেও পরবর্তী তাহক্বীকে যঈফ বলেছেন। দ্রঃ (যঈফাহ হা/৫২৬; যঈফ আত-তারগীব হা/৬৭১)। ইবনুল ‘আরাবী বলেন যে, কুরবানীর ফযীলত বর্ণনায় কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না’। ছাহেবে মির‘আত বলেন, বিভিন্ন ‘শাওয়াহেদ’-এর কারণে সম্ভবতঃ ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। দ্রঃ মির‘আত ২/৩৬২-৬৩ পৃঃ; ঐ, ৫/১০৪; তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী (কায়রো ছাপাঃ ১৯৮৭) ৫/৭৫ পৃঃ।*

৩৪. *মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪।*

৩৫. *বুখারী হা/৭২১০; তিরমিযী হা/১৫০৫; ইরওয়া হা/১১৪২।*

৩৬. *ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮।*

৩৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫৩।*

৩৮. *মির‘আত ২/৩৫০ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৪ পৃঃ।*

৩৯. *ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বৈরূত ছাপা : তারিখ বিহীন), ১১/১১৭ পৃঃ।*

৪০. *বুখারী হা/৫৫৫৬; মুসলিম হা/১৯৬৬।*

৪১. *আহমাদ হা/২৩৫৯; নাসাঈ হা/৪৪১৯; ইবনু হিব্বান হা/৩৯৪৩।*

৪২. *ইরওয়া হা/১১৬০, সনদ হাসান; মুগনী ৮/৬৩২।*

৪৩. *মুসলিম হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৪৫৫।*

পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয়।[৪৪] কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।[৪৫]

কুরবানীর ক্ষেত্রে বর্জনীয়

১. চুল-নখ কাটা :

যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকতে হবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَـــلَّمَ : إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَ أَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُّضَحِّىَ فَلاَ يَمُـــسَّ مِـــنْ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ شَيْئًا-

উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা রাখে, তারা যেন (যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত) স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[৪৬]

কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর খালেছ নিয়তে এটা করলে 'আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ 'কুরবানী' হিসাবে (فذلك تَمامُ أُضحِيَتِكَ عِنْدَ الله)' গৃহীত হবে।[৪৭]

২. ত্রুটিযুক্ত পশু কুরবানী না দেওয়া :

কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হ'তে হবে। চার শ্রেণীর পশু কুরবানী দিতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليـــه وســـلم سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَرْبَعًا الْعَرْجَـــاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَـــيِّنُ مَرَضُـــهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِى لاَ تُنْقِى-

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কুরবানীতে কি ধরনের পশু হ'তে বেঁচে থাকা উচিত? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতের ইশারা করে বললেন, চার রকমের পশু হ'তে বেঁচে থাকা উচিত (১) স্পষ্ট খোঁড়া (২) স্পষ্ট কানা (৩) স্পষ্ট রোগী এবং (৪) অতি জীর্ণশীর্ণ।[৪৮] আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, 'আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তম রূপে দেখে নেই'।[৪৯] তবে নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁত হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে'।[৫০]

৩. ঈদের ছালাতের পূর্বে কুরবানী করা :

ঈদের ছালাতের পূর্বে কুরবানী করা যাবে না। কেউ তা করলে সেটি কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে না। হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ اَلْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّـــاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَلْيَـــذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اَللَّهِ-

জুনদুব ইবনু সুফিয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ঈদুল আযহায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি লোকদের সাথে ছালাত সম্পন্ন করে একটি বকরী দেখতে পেলেন, যা পূর্বেই যবেহ করা হয়েছে। তখন বললেন, ছালাতের পূর্বে যে ব্যক্তি যবেহ করেছে, সে যেন এর স্থলে অন্য একটি বকরী যবেহ করে। আর যে যবেহ করেনি সে যেন এখন আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবেহ করে।[৫১]

৪. যবেহ কালীন সময়ে কুরবানীর পশুকে কষ্ট দেওয়া :

কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَـــنْ رَسُـــولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُـــلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَـــةَ، وَإِذَا ذَبَحْـــتُمْ فَأَحْـــسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ-

শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে আমি দু'টি কথা স্মরণ রেখেছি, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসান (যথাসাধ্য সুন্দর রূপে সম্পাদন করা) অত্যাবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন (কাউকে) হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থার সাথে হত্যা করবে। আর যখন যবেহ করবে তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং তার যবেহকৃত জন্তুকে আরাম প্রদান করে' (অহেতুক কষ্ট না দেয়)।[৫২]

---

৪৪. *মির'আত, ২/৩৫২ পৃঃ।*
৪৫. *মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ১৫ দ্রষ্টব্য।*
৪৬. *মুসলিম হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/১৪৫৯।*
৪৭. *আবুদাঊদ হা/২৭৮৯; মিশকাত হা/১৪৭৯; আলবানী, সনদ যঈফ; আহমাদ হা/৬৫৭৫; আরনাউত্ব, সনদ হাসান।*
৪৮. *আহমাদ হা/১৮৬৯৭; তিরমিযী হা/১৪৯৭; মিশকাত হা/১৪৬৫; ছহীহুল জামে' হা/৮৮৬।*
৪৯. *ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৩; নাসাঈ হা/৪৩৭৬; মিশকাত হা/১৪৬৩, সনদ হাসান।*
৫০. *মির'আত ৫/৯৯ পৃঃ।*
৫১. *বুখারী হা/৫৫০০; মুসলিম হা/১৯৬০; মিশকাত হা/১৪৩৬।*
৫২. *মুসলিম হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৪০৭৩।*

Contents

৫. যবেহকালীন সময়ে অন্য পশু থেকে আড়াল না করা :

কুরবানীর পশু যবেহ করার সময় একটি পশু থেকে অন্য পশু আড়ালে রাখতে হবে। কারণ যবেহ করতে দেখলে অন্য পশুটি ভয় পাবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ 'রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে ছুরি শান দিতে এবং একটি পশু থেকে আরেকটি পশু আড়াল করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমাদের কেউ যখন পশু যবেহ করবে সে যেন তা দ্রুত সম্পন্ন করে'।[৫৩]

৬. কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করে নিজে ভোগ করা :

কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রয় করে তা নিজে ভোগ করা যাবে না। বরং ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার কুরবানীর চামড়া বিক্রয় (ভোগ করবে) করবে তার কুরবানী হবে না'।[৫৪]

৭. কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট প্রাণী পরিবর্তন করা :

পোষা বা খরিদ করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে তা আর বদল করা যাবে না। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট না করে থাকেন, তবে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে।[৫৫]

৮. কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা :

কুরবানী না করে পশুটি ছাদাক্বা বা বিক্রয় করে মূল্য দান করা যাবে না। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'অর্থ ছাদাক্বাহ করা অপেক্ষা কুরবানী করা উত্তম। সুতরাং কারো নিকট যদি অর্থ থাকে আর সে তা দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে চায় তাহ'লে সে যেন কুরবানী করে'।[৫৬] ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, কুরবানী ছাদাক্বার চাইতে উত্তম, যেমন ঈদের ছালাত অন্য সকল নফল ছালাতের চাইতে উত্তম।[৫৭]

৯. কুরবানীর পশুর গোশত দ্বারা কসাইকে মজুরী দেওয়া :

কুরবানীর পশু যবেহ করা কিংবা কুটা-বাছা করার কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[৫৮]

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ, وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا-

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন তাঁর কুরবানীর উঁটে আরোহন করি, তার গোশত, চামড়া এবং হাওদাজ মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করে দেই ও তার গোশত থেকে কোন কিছুই কসাইকে না দেই'।[৫৯]

১০. গোশত এক বছরের বেশী সংরক্ষণ করা :

কুরবানীর গোশত সারা বছর সংরক্ষণ করে খাওয়া যায়। এমনকি 'এক যুলহিজ্জাহ থেকে আরেক যুলহিজ্জাহ পর্যন্ত' এক বছর। তবে এক বছরের বেশী সময় জমা রাখা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُوهُ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ إِلَى ذِى الْحِجَّةِ 'তোমরা তা (কুরবানীর গোশত) এক যুলহিজ্জাহ থেকে আরেক যুলহিজ্জাহ পর্যন্ত খাও।[৬০]

এছাড়াও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বড় পশু কুরবানী করা, অহংকার করা, আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হওয়া, মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে কুরবানী দেওয়া ইত্যাদি কাজ বর্জনীয়।

উপসংহার : কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা। আর এতে আল্লাহভীতি ও নেকীর উদ্দেশ্য থাকলেই কেবল তা অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ বলেন, لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَ لَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ- 'কুরবানীর পশুর গোশত বা রক্ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকটে পৌঁছে কেবলমাত্র তোমাদের 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীতি' *(হজ্জ ২২/৩৭)*। তাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নেক নিয়তে তাক্বওয়ার সাথে কুরবানী করতে হবে। অন্যথা কাবীলের মত আমাদের কুরবানীও প্রত্যাখ্যাত হবে। পক্ষান্তরে যাবতীয় ইবাদত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ -

'আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, সবই বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এ ব্যাপারেই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম' *(আন'আম ৬/১৬২-১৬৩)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবনের প্রতিটি আমল সম্পন্ন করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ]

---

৫৩. ইবনু মাজাহ হা/৩১৭২; ছহীহাহ হা/৩১৩০।
৫৪. হাকেম হা/৩৪৬৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৮৮;
৫৫. মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ২৬।
৫৬. মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/৩০৪।
৫৭. তাফসীরে কুরতুবী, ছাফফাত ৩৭/১০২-আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।
৫৮. আল-মুগনী, ১১/১১০ পৃঃ।
৫৯. বুখারী হা/১৭১৭; মুসলিম হা/১৩১৭।
৬০. আহমাদ হা/২৫২৫৯; ইবনু হিব্বান হা/৫৯৩৩; ছহীহাহ হা/৩১০৯।

ক্বিয়ামুল লাইল : গুরুত্ব ও ফযীলত

ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ

সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি ছালাতকে মুমিনদের জন্য পাথেয়, ভীত-সন্ত্রস্তদের জন্য শক্তি-সাহস, অন্ধকারে নিমজ্জিতদের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ করেছেন। শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি। ক্বিয়ামুল লাইল হ'ল সৎকর্মশীলগণের জন্য জান্নাতী সোপান, মুমিনগণের পরকালীন সর্বোত্তম পাথেয়, বিজয়ীদের সফলতার শীর্ষে আরোহণের অনন্য অবলম্বন। সুতরাং ক্বিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে মুমিনগণ তাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্য কামনায় নির্জনে মিলিত হয়। মহান সৃষ্টিকর্তার করুণাকামীরা নিজেদের অবস্থা ও পরিস্থিতির কথা অকপটে ব্যক্ত করতে কায়মনোবাক্যে তাঁর প্রতি রুজূ হয় এবং সাহায্য প্রার্থনা করে। আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান তাদের অন্তরসমূহ দীর্ঘক্ষণ গোপনালাপে হৃদয়ের যাবতীয় আরজি-আকুতি তাঁরই সামনে পেশ করে প্রশান্তচিত্তে।

ক্বিয়ামুল লাইল-এর পরিচিতি :

ক্বিয়াম (قيام) অর্থ দাঁড়ানো, লাইল (الليـــل) অর্থ রাত, অর্থাৎ রাত্রিকালে (ছালাতে) দাঁড়ানো। পরিভাষায় (এশার ছালাতের পর হতে ফজরের ছালাতের পূর্ব পর্যন্ত) রাত্রির অর্ধাংশ বা কিয়দাংশ ছালাতের নিমিত্তে দাঁড়ানোকে ক্বিয়ামুল লাইল বলে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ- قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا- نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا-

'হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত। রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম কর' *(মুযযাম্মিল ৭৩/১-৩)*।

এটা রামাযানের তারাবীহ হতে পারে আবার অন্যান্য মাসের তাহাজ্জুদের ছালাতও হতে পারে। তবে উভয় ছালাতই নফল।

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ أَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا-

মুগীরা বিন শু'বা হতে বর্ণিত,'রাসূল (ছাঃ) রাতের ছালাত আদায় করা অবস্থায় তার পদদ্বয় ফুলে যেত। তখন তাকে বলা হ'ল, আপনার আগে পিছের পাপ মোচন হয়ে গিয়েছে, তথাপি আপনি এত কষ্ট করে ছালাত আদায় করেন কেন? তিনি বলেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না।[১]

১. *বুখারী হা/৪৮৩৬; মুসলিম হা/২৮১৯।*

ছহীহ বুখারীতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা রামাযানের রাতে রাসূল (ছাঃ) মসজিদে (ক্বিয়ামুল লাইল) রাতের ছালাত পড়েন। আর লোকজন তার সাথে ছালাত আদায় করেন। অনুরূপ পরের দিনও তিনি ছালাত আদায় করলেন। তাতে বেশী লোকজনের সমাগম হ'ল। অতঃপর তৃতীয় বা চতুর্থ দিন লোকজন জমা হ'ল, কিন্তু তিনি বের হ'লেন না (তাদের সাথে ছালাত আদায় করলেন না)। তিনি বললেন, তোমরা যা করছিলে তাতে আমাকে ছালাতে আসতে কেউ বাধা প্রদান করেনি, তবে আমি ভয় পাচ্ছিলাম তোমাদের উপর এটা ফরয হয়ে যায় কি-না।[২] অতএব রাতের ছালাত (قيام الليـــل) হচ্ছে নফল। তবে নফল হলেও এর গুরুত্ব অত্যধিক।

রাতের ছালাতের রাক'আত সংখ্যা :

রাসূল (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত এগারো রাক'আতের বেশী ছিল না। দুই দুই রাক'আত করে সালাম ফিরাতেন। শেষে তিন রাক'আত বা এক রাক'আত বিতর ছালাত আদায় করতেন।

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضى الله عنها- كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً-

সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর রামাযানের রাতের ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) রামাযান ও রামাযানের বাইরে এগারো রাক'আতের বেশী (রাতের ছালাত) আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে দুই দুই রাক'আত করে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। তুমি আমাকে তাঁর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাক'আত (দুই দুই করে) আদায় করতেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করোনা। অতঃপর তিনি তিন রাক'আত বিতর ছালাত আদায় করতেন'।[৩]

ক্বিয়ামুল লাইল-এর গুরুত্ব ও ফযীলত :

রাতের নফল ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। স্বাভাবিকভাবেই রাতের ছালাত আদায় করা হয় নির্জনে নিঝুম নিরালায় জনকোলাহল মুক্ত পরিবেশে। পৃথিবীর

২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৯৫।*
৩. *বুখারী হা/১১৪৭।*

জীবজগৎ যখন ঘুমন্ত থাকে, তখন আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা গভীর রাতে স্রষ্টার নিকটে নিজের আবেদন জানায়। তার প্রার্থনা মহান আল্লাহ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্র মুখলিছ মুছল্লী গোপন ইবাদতের মাধ্যমে তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শুকরিয়া আদায় করেন। বিধায় এর গুরুত্ব ও ফযীলত সীমাহীন। আল্লাহ বলেন,

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ- وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ-

'রাতের সামান্য অংশই এরা ঘুমিয়ে কাটাত। আর রাতের শেষ প্রহরে এরা ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকত' *(যারিয়াত ৫১/১৭-১৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ-

'যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিদজাবনত হয়ে দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না)। বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে' *(যুমার ৩৯/৯)*। মুসলিম জাতিকে উৎসাহ প্রদান করে রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামুল লাইল তথা রাতের ছালাতের কথা জোরালোভাবে বলেছেন। তিনি বলেন,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ-

'তোমাদের প্রতি ক্বিয়ামুল লাইল অপরিহার্য। নিশ্চয়ই তা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলদের (নিয়মিত) অভ্যাসগত আমল। আর ক্বিয়ামুল লাইল আল্লাহর সান্নিধ্যের সোপান, পাপ পংকিলতার পরিসমাপ্তি ও কাফ্ফারা এবং যাবতীয় শারীরিক অসুখের আরোগ্যদানকারী ঔষধ স্বরূপ'।[8]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِىُّ لِمَنْ هِىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ أَلاَنَ الْكَلاَمَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلَّهِ قَائِماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ-

'জান্নাতের মধ্যে এমন একটি কক্ষ আছে যার ভেতরটা বাহির থেকে ও বাহিরটা ভেতর থেকে দেখা যায়। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার জন্য? তিনি বলেন, মিষ্টভাষী, অপরকে খাদ্য দানকারী এবং যখন রাতে মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তাহাজ্জুদগুযারী মুছল্লী-এর জন্য'।[5]

একদা জিবরীল (আঃ) এসে বললেন, واعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ '(হে মুহাম্মাদ) জেনে রাখ ক্বিয়ামুল লাইল এর মাধ্যমে মুমিন সম্মানিত হয়।[6] রাসূল (ছাঃ) রাতের ছালাতের গুরুত্ব বুঝাতে আরো বলেছেন,

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ-

'ফরয ছালাতের পর সর্বোত্তম ছালাত হলো রাতের ছালাত'।[7]

রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে ক্বিয়ামুল লাইল :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহতে বর্ণিত ক্বিয়ামুল লাইল বা রাতের ছালাতের অত্যন্ত গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে। এক্ষণে রাসূল (ছাঃ)-এর ক্বিয়ামুল লাইল বা রাতের ছালাত কেমন ছিল। মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে ক্বিয়ামুল লাইল-এর নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا - نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا - أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا-

'হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, তবে কিছু অংশ ব্যতীত। রাতের অর্ধেক কিংবা তারচেয়ে কিছুটা কম কর। অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন আবৃত্তি কর' *(মুযযাম্মিল ৭৩/১-৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا-

'আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় কর তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে। আশা করা যায় তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন' *(ইসরা ১৭/৭৯)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর ক্বিয়ামুল লাইলের বাস্তব প্রশিক্ষণ ও উদাহরণ সম্বলিত দিক নির্দেশনা কি প্রমাণ করে? আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে গেলে কি শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরে বিশ্বাস, তাসবীহ-তাহলীলই, আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট হবে? নাকি তিনি যেভাবে ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন সেভাবে আমাদেরকে ইবাদতের সাগরে অবগাহন করতে হবে? রাসূল (ছাঃ) বলেন,

---

৪. তিরমিযী হা/৩৫৪৯, মিশকাত হা/১২২৭।

৫. আহমাদ, মিশকাত হা/১২৩২।

৬. বায়হাক্বী শু'আব, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৩১।

৭. নাসাঈ হা/১৬১৪।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يَرْكَعْ فَمَضَى قُلْتُ يَخْتِمُهَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَمَضَى قُلْتُ يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرْكَعُ فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ ثُمَّ قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ.

'হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। তিনি ছালাত শুরু করলেন সূরা বাক্বারাহ দিয়ে অতপর একশ আয়াত পড়লেন কিন্তু রুকূ না করে সামনে চললেন। আমি বললাম, তিনি দুই রাক'আতে তা শেষ করবেন। কিন্তু তিনি সামনে চললেন। আমি বললাম, তিনি শেষ করে রুকূতে যাবেন। কিন্তু তিনি সামনে চললেন। এমনকি তিনি সূরা নিসা অত:পর সূরা আলে ইমরান পড়লেন। অত:পর তার দাড়ানোর সমপরিমাণ সময় তিনি রুকূ করলেন।[৮]

তিনি ধীর-স্থিরভাবে তেলাওয়াত করছিলেন। যখন তিনি তাসবীহর আয়াত পড়ছিলেন তখন তাসবীহ পাঠ করছিলেন (যেমন সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা)। কুরআনের আয়াত পাঠ করে তিনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

অন্যত্র বর্ণিত আছে, ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন,

صَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قُلْتُ وَمَا ذَاكَ الأَمْرُ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَتْرُكَهُ.

'আমি কোন এক রাত্রিতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। তিনি ছালাতে দাঁড়িয়েই ছিলেন অনড়ভাবে। আর আমি খারাপ কোন কিছুর জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলাম। বলা হ'ল, কি সে তোমার দুশ্চিন্তা? তিনি বললাম, আমার দুশ্চিন্তা ছিল যে, আমি বসে পড়ব আর তাঁকে ত্যাগ করব'।[৯]

অথচ ইবনু মাসউদ (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর শক্তিশালী ও ইকতেদাকারী ছিলেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে নবী (ছাঃ)-এর ক্বিয়ামুল লাইল অর্থাৎ রাতের ছালাত কেমন ছিল। আর আজকের উম্মতের অবস্থা কি? আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হেফাযত করুন এবং তাঁর নবী (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন।

পূর্বসূরীদের জীবনে ক্বিয়ামুল লাইল :

হাসান বাছরী বলেন, রাতের মধ্যভাগের ছালাতের চাইতে কোন ইবাদতই দৃঢ়তর রূপে আমি পাইনি।

শাদ্দাদ বিন আওস যখন বিছানায় যেতেন তখন তিনি নিজেকে কড়াইয়ের উপরে উত্তপ্ত কোন দানার মত মনে করতেন। রাতে আমি ঘুমিয়ে থাকব কিন্তু জাহান্নাম তো আমাকে ছাড়বে না। অতঃপর তিনি বিছানা ছেড়ে ছালাতে দণ্ডায়মান হতেন।

তাউস (রহঃ) রাতে তার বিছানায় শক্ত হয়ে বসতেন। অতঃপর পবিত্র হতেন এবং সকাল পর্যন্ত ছালাত আদায় করতেন।

পূর্বসুরীদের ক্বিয়ামুল লাইল এর স্তর :

সালাফে ছালেহীন ক্বিয়ামুল লাইল তথা রাতে ছালাত আদায় করতেন। তাদের ক্বিয়ামুল লাইল এর পদ্ধতি কেমন ছিল? ইবনুল জাওযী বলেন, পূর্বসুরীদের ক্বিয়ামুল লাইল ছিল সাত স্তরে বিন্যস্ত। ১. তারা সারা রাত জেগে এশার ছালাতের ওযূ দ্বারা ফজরের ছালাত আদায় করতেন। ২. তারা রাতের অর্ধাংশ জেগে থাকতেন । ৩. তারা রাতের এর তৃতীয়াংশ জেগে ছালাত আদায় করতেন। ৪. তারা রাতের এক পঞ্চাংশ বা এর ষষ্ঠাংশ ক্বিয়ামুল লাইল করতেন।

৫. তাদের কেউ রাতে ঘুম না আসা পর্যন্ত ক্বিয়াম করতেন। আর যখন ঘুম আসত তখন ঘুমিয়ে যেতেন। অতঃপর যখন তখন আবার ক্বিয়াম করতেন। ৬. তাদের কেউ কেউ রাতে চার রাক'আত বা দুই রাকা'আত ছালাত আদায় করতেন।

৭. তাদের মধ্যে কেউ কেউ দুই এশার মধ্যবর্তী সময়টুকু জেগে থাকতেন এবং সাহারীর সময় জাগ্রত হতেন এবং ক্বিয়াম করতেন।

ক্বিয়ামুল লাইল এর সহজ উপায় বা পদ্ধতি :

রাতের গভীরে জন-মানব যখন ঘুমে বিভোর। তখন রাত জেগে ইবাদত করা অবশ্যই কঠিন ও কষ্টসাধ্য। যার কারণেই সকলেই রাত জেগে ইবাদত করতে সক্ষম নয়। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপণ্ডিতগণ কতিপয় উপায় বা পদ্ধতি পেশ করেছেন যা অবলম্বন করলে রাতে জেগে ইবাদত করা সম্ভব।

আবু হামেদ গাযযালী রাতে জাগ্রত থাকার দুটি উপায় বের করেছেন। প্রথমতঃ প্রকাশ্য। দ্বিতীয়তঃ অপ্রকাশ্য।

প্রথমতঃ বাহ্যিক চারটি অনুসরণীয় বিষয় হ'ল :

(১) খাদ্য বেশী গ্রহণ না করে বেশী পানি পান করা।

৮. নাসাঈ হা/১১৩৩।
৯. ইবনু মাজাহ হা/১৪১৮।

(২) দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয় ক্লান্তিকর কাজ এড়িয়ে চলা।

(৩) দিনের বেলায় দুপুরের খাবার গ্রহনের পর কিছুক্ষণ ঘুমানো (قيلولة) করা।

(৪) দিনের বেলায় বোঝা বহন না করা, যা রাতের কিয়ামকে বাধাগ্রস্থ করে।

দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তরীণ চারটি অনুসরণীয় বিষয় হ'ল :

(১) মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, বিদ'আত কর্মসমূহ ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তিকর লোভ-লালসা থেকে অন্তরকে নিরাপদে রাখা। (২) অতিরিক্ত ভয়-ভীতি সঞ্চারক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা। (৩) ক্বিয়ামুল লাইল তথা রাত জোগে ছালাত আদায় ও অন্যান্য ইবাদত করার ফযীলত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা।

(৪) ক্বিয়ামুল লাইলের সর্বোৎকৃষ্ট ফলাফল হ'ল- এতে ঈমানী দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্র প্রতি বান্দার অগাধ ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। কেননা ক্বিয়ামুল লাইলে বান্দা তাঁর মহান প্রভুর সাথে চুপিচুপি কথা বলে।

ক্বিয়ামে রামাযান :

ক্বিয়ামে রামাযান তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাত। তারাবীহ মুসলমানেরা রামাযানের মাসে আদায় করে থাকে। আর এটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বান্দা যার মাধ্যমে তার প্রতিপালকের অধিকতর নিকটবর্তী হয়।

হাফেয ইবনু রজব বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি এই মাসে নিজের জন্য দুটি জিহাদকে একত্রিত করে (ক) দ্বীনের জিহাদ যা ছিয়াম পালনের মাধ্যমে হয়। (খ) রাতের জিহাদ যা ক্বিয়ামের মাধ্যমে হয়। আর আল্লাহ তা'আলা এই দুটি জিহাদের অগণিত প্রতিফল প্রদান করবেন'।

শায়খ উছায়মীন (রহ:) বলেন, 'অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় রামাযানের রাতের ছালাত সর্বাধিক ফযীলত রয়েছে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানে ছিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানে ক্বিয়ামুল লাইল (তারাবীহর) ছালাত আদায় করবে, তারও অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে। যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে'।[১০]

রাসূল (ছাঃ) তারাবীহর ছালাত সর্বপ্রথম মসজিদে জামা'আতের সাথে তিন দিন আদায় করেছিলেন। তাঁর উম্মতের উপর ফরয হওয়ার ভয়ে পরে তিনি তা ত্যাগ করেন। যখন তিনি মৃত্যু বরণ করেন তখন শরী'আতের বিধান স্থায়িত্ব লাভ করল এবং এটা ফরয হওয়ার ভয়ও দূরীভূত হ'ল। সুতরাং তা পুনরায় জামা'আতের সাথে আদায় করা শুরু হয়ে গেল যা অদ্যাবধি আমরা আদায় করছি, কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের বিধানের উপর অটল রেখে অধিক নেকী অর্জনের সুযোগ ও তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

১০. বুখারী, মিশকাত হা/১৯৫৮।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

Contents

নারী প্রগতি না-কি নারী দুর্গতি?

-লিলবর আল-বারাদী

সারা বিশ্বে প্রগতির লু হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। প্রগতিশীলদের ধারণা নারী সমাজটা পরিবর্তন করা উচিত। সেকেলের সমাজ ব্যবস্থায় সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি, বিধায় তা পরিবর্তন করা সমীচীন। এক্ষেত্রে নারী অধিকার অন্যতম। নারী অধিকার মানেই নারীর সার্বিক সম্মান নিশ্চিত করা। সর্বত্র প্রগতিশীল পুরুষ নারীকে দিতে চায় অধিকার এবং নারীও তা গ্রহণে সর্বোচ্চ আগ্রহী। সারা বিশ্বের প্রগতিশীল সমাজ যখন নারী অধিকারের নামে আন্দোলন করছে, ঠিক তখনি বাংলাদেশের প্রগতিশীল অবলা নারী সমাজও তাদের থেকে পিছিয়ে নেই। নারীকে দেশের সরকারী চাকুরীতে ৬০% এবং ছেলেদেরকে ৪০% অধিকার দেওয়া হয়। বহির্বিশ্বে সন্তান তার মায়ের পরিচয়ে বেড়ে উঠে। কিন্তু বাংলাদেশে তা এখনও হয়নি। তবে পিতার পাশাপাশি মাতার নামের সংযোজন হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব নারীদেরকে পণ্যে পরিণত করেছে। তথাকথিত সুশিক্ষিত সুসভ্য জাতি ও প্রগতির ধ্বজাধারীরা ইসলামে অশ্লীলতা বিস্ফোরণে মূল উপাদান নারীদেরকে দেয়া মান-সম্মান ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে তাদেরকে শুধু ভোগের সামগ্রী হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যার ফলে নানা ধরনের নারী ঘটিত অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিঘ্নিত হচ্ছে নারী জাতির নিরাপত্তা।

প্রকটভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে অশ্লীলতা। নারীদেরকে সিনেমা, টেলিভিশন, থিয়েটার, বিজ্ঞাপন, পত্র-পত্রিকায় নগ্ন-অর্ধনগ্ন অবস্থায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। নায়ক-নায়িকাদের যৌন আবেদনমূলক অশ্লীল, অশোভন অভিনয়, নাচ-গান, বেহায়াপনা, স্পর্শকাতর গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রর্দশন, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অঙ্গ-ভঙ্গি করার ফলে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কুৎসিত চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হয়। আর এভাবে যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নারী জাতির এ বেহাল অবস্থা দর্শন করে সর্বস্তরের জনসাধারণ হারিয়ে ফেলছে নারীদেরকে মা-বোনদের মত সম্মান করার মন-মানসিকতা। তারা হারাতে বাধ্য হয়েছে তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা। মানুষ কত নীচে নামতে পারে এবং তাদের নগ্নতা ও অশ্লীলতা কিভাবে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করা যায় তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের রীতা টেম্পিলটন নামে জনৈক মহিলা চার সন্তানের জননী, পেশায় একজন লেখিকা। সে তার সন্তানদেরকে নারী শরীর সম্পর্কে ধারণা দিতে নগ্ন হবেন তাদের সম্মুখে। নারী শরীরকে পণ্য করে তোলার প্রতিবাদে রীতার এই অভিনব ভাবনাকে সাধুবাদ জানিয়েছে তথাকথিত বহু প্রগতিশীল মানুষ।

কিছুদিন আগে নয়াদিগন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রাত ১০-টা পর্যন্ত হলের বাইরে থাকতে চায়। সেখানে জনৈক ছাত্রী বলে, 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মুরগী নয় যে তারা শিয়ালের ভয়ে হলে ঢুকে পড়বে। আমরা অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই'। এমনকি ছাত্রীরা আন্দোলন গড়ে তোলে এবং তারা শ্লোগান দেয়, "এসো ভাই এসো বোন, গড়ে তুলি আন্দোলন; হল কোন খোয়াড় নয়, রাত ১০-টার পর ঢুকতে হয়"। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৪ ই নভেম্বর ২০১৪ ইং রাত ১২-টায় তিনজন ছাত্রী ও চারজন ছাত্র কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে নেশায় আসক্ত হয়ে, অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়। সেই সময় প্রীতিলতা হলের এক ছাত্রী অজ্ঞান হ'লে তাকে ছেলেরা ধরে মেয়েদের হলে পৌঁছে দেয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি রাত ১০-টার মধ্যে সকল গেট বন্ধ করা হবে। একুশে টিভির সূত্র মতে, রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন বড় শহরগুলোতে বিউটি পার্লার ও ম্যাসেজ সেন্টার নামে কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যাতে চলছে অনৈতিক ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড। বিউটি পার্লার ও ম্যাসেজ সেন্টার ভিতরে ছোট ছোট পর্দা দিয়ে আড়াল করে ম্যাসেজের বেড রাখা হয়েছে। যেখানে সুন্দরী ললনারা অপেক্ষমান থাকে তাদের কাস্টমারদের জন্য। এখানে অধিকাংশ কাস্টমার যুবক।

স্কুল-কলেজের প্রগতিশীল শিক্ষকরা তাদের সুন্দরী ছাত্রীদের কু-প্রস্তাব দিতে লজ্জাবোধ করে না। এমনকি তাদের সাথে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে, তা ভিডিও করে তাদেরকে যিম্মী করে কিংবা বেশী নাম্বার প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে চলেছে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনের দৃশ্য হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে। কথার ছলে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ জমিয়ে পিঠ চাপড়াচ্ছে। এগুলো সবই চলছে হাসি-ঠাট্টার ছলে। ছাত্রীরা হয়তো হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে কোন ছাত্রের গায়ে; ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে একে অপরকে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা একে অপরকে দোস্ত বলে সম্বোধন করছে। দেখা যায়, সহপাঠী সকলে মিলে সিগারেট টানছে, তাস খেলছে। এসবই হচ্ছে প্রকাশ্যে। অনেক সময় ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা রেস্টুরেন্টে বা অন্য কোথাও গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। যেখানে রয়েছে খুবই খারাপ পরিবেশ। ছোট ছোট ঘর বানিয়ে অবাধ মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-অভিভাবকেরা উদ্বিগ্ন তাদের সন্তানদের নিয়ে। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার সংস্কৃতি যেভাবে দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে তাতে উদ্বিগ্ন সুশীল

Contents

সমাজও। প্রযুক্তির প্রসার ও সামাজিক যোগাযোগসহ বিভিন্ন মাধ্যমের কারণে তরুণ সমাজে খুব দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড ও দোস্ত কালচার। এমনকি তা গড়িয়ে যাচ্ছে পরকীয়ায়। পর্নোগ্রাফির বিস্তার ও সংস্পর্শে আসার কারণে লজ্জা এবং নৈতিকতার বাঁধন ধীরে ধীরে ঢিলা হয়ে যাচ্ছে। বিপরীতে ছড়িয়ে পড়ছে লজ্জাহীনতা, খোলামেলা ও অবাধ মেলামেশার পরিবেশ। একসময় মা-বাবার উদ্বেগ ছিল ছেলেমেয়েদের মোবাইলে কথা বলা এবং এসএমএস বিনিময়ে সময় ব্যয় করা নিয়ে। কিন্তু এখন স্কাইপ, ট্যাংগো, উইচ্যাট, হটসআপ ইত্যাদি ওয়েবক্যামের কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি এবং কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি অবারিত হয়েছে। ফলে তরুন শিক্ষার্থীদেরও নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াতের খবরও বের হচ্ছে। গত ৭ই সেপ্টেম্বর দৌলতদিয়া নিষিদ্ধ পল্লীতে খুন হয়েছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ বছরের এক শিক্ষার্থী। রাজধানীর পুরান ঢাকায় পর্নো ভিডিওতে অভিনয়ের সময় ধরা পড়েন দেশের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী।

রাজধানীর এক কলেজের জনৈক ছাত্রের সাথে প্রণয়ে আসক্ত হন শিক্ষিকা। ইডেন কলেজের এক ছাত্রী পতিতা বৃত্তিতে লিপ্ত হওয়ায় তার পিতা তাকে নিজ বাড়ী শেরপুর নিয়ে যায় এবং পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে চায়। কিন্তু মেয়ে তার পিতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করে। এছাড়া পুরান ঢাকায় বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রী খুন হওয়ার পর জানা যায়, নিহত ঐ শিক্ষার্থী এক বয়ফ্রেন্ডের সাথে বাসা ভাড়া নিয়ে লিভটুগেদার করত। নিহত ছাত্রীর মা-বাবা জানতেন সে কলেজের হোস্টেলে থাকে। চীনে এক ব্যক্তি তের জন মহিলার সাথে প্রেমের খেলায় জড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ একদিন সে অসুস্থ হ'লে তের জন একে একে তাকে দেখতে আসে। এঘটনায় পুলিশ তাকে বন্দি করে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার প্রত্যেকেরই সন্তান রয়েছে। রাজধানীর মিরপুর ১০ নম্বর সেকশনে সম্প্রতি এ ধরনের একটি চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা ঘটে। দুই সন্তানের জননী লাভলীর সাথে পরকীয়ার সম্পর্ক হয় নৌবাহিনী কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র তানভীর আহমাদের। তাদের ঐ সম্পর্কের কথা লাভলীর স্বামী গিয়াছুদ্দীন জানার পর এ নিয়ে পারিবারিক কলহ সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে লাভলী তানভীরকে দিয়ে স্বামীকে খুন করায়।

গত ৩ই জানুয়ারী শুক্রবার ভোরে ১৬ বছর বয়সী তন্ময় ও মিম মগবাজার প্রভাতী বিদ্যানিকেতনে দশম শ্রেণীর ছাত্র। পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের প্রেমে বাঁধা দিলে হাতিরঝিল ব্রিজের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। সম্প্রতি বরিশাল বিএম কলেজের এক ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে তার নগ্নভিডিও প্রকাশ হয়ে পড়ায়। গত ফেব্রুয়ারীতে ঝিনাইদহের কালিগঞ্জে ২০ বছরের এক তালাকপ্রাপ্তা নারী ধর্ষণের ভিডিও প্রকাশ পাওয়ায় আত্মহত্যা করেছে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঢাকার ঐশীর। সে নেশায় আসক্ত হয়ে বয়ফ্রেন্ডের সহযোগিতায় তার পিতা-মাতাকে হত্যা করে।

এসবের নাম যদি নারী স্বাধীনতা, নারী প্রগতি, নারীর অধিকার রক্ষা ও নারীর উন্নয়ন হয়, তাহলে তা কোন সচেতন ও বোধসম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারে না।

ভাবতে আবাক লাগে, যারা নারী জাতির বারোটা বাঁজিয়েছে তারাই আবার নারী মুক্তি আন্দোলনের জন্য সভা-সমাবেশ করে আকাশ-বাতাশ প্রকম্পিত করে তুলছে নানা রকম ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বক্তব্য দিয়ে। নারীর কি মুক্তি চায় তারা? তারা তো তাদের দেশের নারীদেরকে মুক্তভাবে ছেড়ে দিয়ে সর্বনাশের শেষ সীমায় নামিয়ে দিয়েছে।

পাশ্চাত্য সমাজে সাম্যের ভ্রান্ত ধারণায় জন্য অফিস-আদালত কল-কারখানার চাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করে তাদের দাম্পত্য জীবনের গুরুদায়িত্ব, সন্তান প্রতিপালন ও গৃহের সু-ব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় করণীয় বিষয়গুলো নারীর কর্মসূচী হ'তে বাদ পড়ছে। তাদের প্রকৃতিগত কাজকর্মের প্রতি ঘৃণা জন্মে গেছে। সংসার জীবনের সুখ-শান্তি ধ্বংস হয়ে গেছে।

কেনইবা হবে না? যে নারী নিজে উপার্জন করে যাবতীয় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম,যার সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, সে শুধু যৌন সম্ভোগের জন্য পুরুষের অধীন থাকবে কেন? বিবাহ ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই মর্মে জার্মান স্যোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা Babel স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "পুরুষ ও নারী তো পশুর মতই। পশু দম্পত্তির মধ্যে কি কখনো স্থায়ী বিবাহের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়?"

এ সকল উদ্ভট চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক শান্তি না থাকায় তাদের জীবন তিক্ত হ'তে তিক্ততর হচ্ছে এবং একটি চিরন্তন দুর্ভাবনা তাদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি দিতে পারছে না। এটাই ইহলৌকিক জাহান্নাম, যা লোকেরা তাদের নির্বুদ্ধিতা ও লোভ-লালসার উন্মাদনায় ক্রয় করে নেয়।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, নারী হ'ল সম্মানিত জাতি। কিন্তু বর্তমানে তাদেরকে সম্মান প্রদর্শনের নামে অসম্মান করা হচ্ছে। যুগে যুগে নারীরা শয়তানের রশি হিসাবে কাজ করে গোটা সমাজ ও জাতিকে ধ্বংস করেছে। বর্তমানে বিজাতীরা প্রগতির নামে যুবতীতের দিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে সারা পৃথিবীর বিবেকবান জাতিকে ধ্বংস করার করেছে। তাদের পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম পরিকল্পনা হ'ল পরিবার পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা আমাদের মেয়েদের লজ্জা হরণ করেছে। যার ফলে তারা নির্দ্বিধায় বিভিন্নভাবে যেনায় লিপ্ত হচ্ছে। সম্প্রতি বসনিয়ার এক স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষা সফরে যান। এতে দেখা যায়, তাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৫ জন মেয়ে গর্ভবতী হয়েছে। তাদেরকে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হ'লে তারা উত্তরে বলে, বয়ফ্রেন্ডকে না বলতে পারিনি। ফলে সে দেশের সরকার এখন সচেতন যে,

ছেলে মেয়েদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে যৌন শিক্ষা দিতে হবে। যাতে করে তারা এমন ভুল না করে। আমাদের প্রতিবেশী ভারতেও অনুরূপ তরুণদেরকে যৌন বিষয়ক শিক্ষা দেয়া অতীব প্রয়োজন বলে ঘোষণা করেছে। সেখানে আইন করেছে কোন যুবতী যদি লিভটুগেদার করে কিংবা দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এতে কুমারিত্ব নষ্ট হ'লে, পরবর্তীতে নারী নির্যাতন আইনে ধর্ষণ মামলা দায়ের করতে পারবে না। আমাদের বাংলাদেশেও অনুরূপ ঘটনা অহরহ ঘটছে। যাহোক এ সকল সহশিক্ষার কুফল। তারা ভালো করেই জ্ঞাত যে, মুসলমান জাতিকে ধ্বংস করতে হ'লে সর্বপ্রথম তাদের ঈমানী শক্তির উপর আঘাত হানতে হবে। এতে করে তারা তাদের পরিকল্পনা প্রসূত এক শ্রেণীর নারীদেরকে দিয়ে সারা বিশ্বে নগ্নতা ছড়িয়ে দিয়েছে। আর আমরা তা অনুসরণ করে চলেছি। আমাদের নারী সমাজ তথা মা-বোনদেরকে তাদের সঠিক সম্মান থেকে বঞ্চিত করে বিপথে চলতে সহযোগিতা করছি। আমরা এমন জাতি যে, ইসলাম শিক্ষার পরিবর্তে যৌনশিক্ষার পাঠ্যক্রম তৈরী করছি।

একজন সুন্দরী মেয়েকে ঘর থেকে বাইরে এনে দুই পুরুষের মাঝখানে রিক্সায়, পার্কে, নদীর পাড়ে, স্কুল-কলেজে, রেস্টুরেন্টে, অডিটোরিয়ামে বসতে দেয়া কি নারী স্বাধীনতা? বয়ফ্রেন্ডস ও গার্লফ্রেন্ড বা বন্ধু-বান্ধবী ছাড়া লাইফ ইম্পসিবল শ্লোগান দিতে গিয়ে একজন পুরুষকে জড়িয়ে ধরে ফটোসেশন করা কি নারী স্বাধীনতা? বিলবোর্ড থেকে শুরু করে পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীর দেহ উপস্থাপন করে পণ্যের মত নারীকেও পণ্য বানিয়ে প্রচারণা চালানো কি নারী স্বাধীনতা? সবচেয়ে বড় কথা যারা নারী স্বাধীনতা নিয়ে চিৎকার করে তাদের চারিত্রিক গুণাবলী দেখলেই বোঝা যায় তারা কেমন নারী স্বাধীনতা চায়! পাগল নিজের ভাল বোঝে। কিন্তু কথিত প্রগতিশীল নারী বোঝে না তার প্রকৃত ইয্যত-সম্মান, নায্য অধিকার, প্রকৃত স্বাধীনতা কে দিতে পারে? আমার বোনদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলে রাখি, এরা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার শরীরের ব্যবচ্ছেদ করতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার জন্য নারীবাদী প্রগতিশীল ভালো মানুষ। আর যখন আপনার শরীরের চামড়া ভোঁতা হয়ে যাবে, আপনার রূপের বাহাদুরি হারিয়ে যাবে, তখন তারা আপনাকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে দিবে, বলবে আপনি সেকেলে। তাই কবি আফসোস করে বলেন,

এ এমন নারীবাদী প্রগতির শিক্ষা
যে করে নারীদের অধিকার ভিক্ষা,
সতীত্ব কেড়ে নিয়ে ফেলে রেখে চম্পট
প্রগতির আবরণে লুটে নেয় লম্পট।
আজ খুব প্রয়োজন প্রগতির সংজ্ঞা
সারাক্ষণ ভাবনা কেমনে হবে সেই প্রগতি চাঙ্গা?
নারী প্রগতি মানে নারী দেহ উলঙ্গ
প্রগতির মূলধন সস্তা নারী ভোগ্য পণ্য।

বর্তমান বিশ্বে কোন নারী যদি ধর্ষিতা হয় তবে তার ডাক্তারী পরীক্ষা করেন একজন পুরুষ ডাক্তার, সাথে থাকেন পুরুষ পুলিশ অফিসার। একবার নয় বার বার তার ইয্যত দিতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সরকারী হাসপাতালে পুরুষ ডাক্তার দিয়ে বাচ্চা প্রসব করানো হয়।

হে প্রগতিবাদী নারী সমাজ! এখনো সময় আছে একবার সুস্থ মস্তিষ্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন, এটা কি প্রকৃত সুস্থ জীবনে চলার সঠিক পথ? তারা যা চায় তা কি প্রগতির নামে প্রহসনে নারীর সতীত্ব নষ্ট নয়? তাই আসুন! পিছনের সকল পাপ-পঙ্কিলতা পরিহার করে, সুস্থ সঠিক জীবনে ফিরে আসি। ইসলামকে ধারণ করে, নিয়ে একবার গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা করি। ইসলাম আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে ইয্যত-সম্মান, প্রতিপত্তি, ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি দিতে পারে।

ইসলাম শাশ্বত সত্য ও শান্তির ধর্ম এবং চিরন্তন প্রগতিশীল ও সার্বজনীন। আর তাই ইসলাম আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত দ্বীন। বিশ্ব মানবতা ও বিশ্ব নারী সমাজকে একমাত্র ইসলামই পারে শান্তি দিতে এবং তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে। সারা বিশ্বের নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও অবহেলিত নারী সমাজের হরণকৃত অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারে একমাত্র ইসলাম।

বর্তমান যুগে প্রগতিশীল কিছু ব্যক্তি বলে, ইসলাম মেয়েদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, যেহেতু উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইসলাম ধর্ম মেয়েদেরকে ছেলেদের সমান অধিকার দেয়নি। আসলে মানুষের মাঝে কিছু চতুর লোক রয়েছে যারা মেয়েদেরকে নিয়ে সদা-সর্বদা তাদের কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য চক্রান্ত করছে কেবল তারাই নারী স্বাধীনতার নামে উসকানি দিয়ে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে ধোঁকা দিচ্ছে।

১৪০০ বছর পূর্বে ইসলামী প্রগতির চিরন্তন প্রদীপ্ত সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তৎকালীন আরব সমাজ ছিল বর্বর জাহিলী সমাজ। সেই সময় নারীরা ছিল সবচেয়ে বেশী অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত। নারী সমাজকে সামাজিকভাবে মূল্যায়ন করা হ'ত না। কোন পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে লজ্জা ও দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করা হ'ত। দারিদ্যও অভাবের ভয়ে ভূমিষ্ট শিশুকে মেরে ফেলা হ'ত। জন্মদাতা পিতা শিশু সন্তানের হৃদয় বিদারক চিৎকার উপেক্ষা করে তাকে মাটিতে পুঁতে রাখত। অনেক পিতা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কন্যা সন্তানকে বিক্রি করে দিত। সেই যুগে মেয়েদেরকে কিছুই দেয়া হ'ত না এই বলে যে, তারা যুদ্ধ করত না, তারা তলোয়ার ধারণ করত না এবং শত্রুর মোকাবিলা করত না। এই জন্য তারা পিতা-মাতার ধন সম্পদেরও মালিক হ'ত না। তাদের স্বামীর সম্পদে অংশীদার হ'ত না। মেয়েরা এ ভাবেই যুলুম ও নির্যাতনের শিকার হ'ত।

আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্ববাসীর হিদায়াতের লক্ষ্যে চির শাশ্বত ও শান্তিপূর্ণ নির্ভেজাল বিধান দিয়ে বিশ্ব মানবের মুক্তির দূত ও আলোর দিশারী নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পৃথিবীতে পাঠালেন। তিনি চৌদ্দ শত বছর পূর্বে আল্লাহ্র নির্দেশে নারীর হক নির্ধারণ

Contents

করলেন যাতে তারা ইযযতের সাথে সসম্মানে তা গ্রহণ করতে পারে। করুণা কিংবা দানের ভিত্তিতে নয়, বরং অংশ হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আল্লাহ বলেন, وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ‘রমণীদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা রেখে গেছে তার মধ্যে তাদের জন্য অংশ রয়েছে’ *(নিসা ৭)*।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার দ্বারা সমাজে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যার দ্বারা সে তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তা হ’ল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম নারীকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল করে রেখেছে এবং সমাজে নারীর দাসত্বের কারণই হ’ল তার এ আর্থিক দুর্গতি। ইউরোপ এ অবস্থার অবসান চাইল আর তার জন্য নারীকে উপার্জনশীল হিসাবে তৈরী করল। পক্ষান্তরে ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারের বিরাট অধিকার দান করল। পিতা, স্বামী, সন্তান ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়ের উত্তারাধিকার সে লাভ করল। উত্তরাধিকার আইনে নারীকে পুরুষের অর্ধেক অংশ দেয়া হয়েছে। নারী তার স্বামীর নিকট হ’তে মোহর ও ভরণ-পোষণ পায়। পুরুষ এ সকল হ’তে বঞ্চিত। নারীর ভরণ-পোষণ শুধু স্বামীর উপর ওয়াজিবই নয়, বরং স্বামীর অবর্তমানে পিতা, ভাই, সন্তান তার ভরণ-পোষণ করতে বাধ্য। মেয়েদের সম্পদ লাভ করার মাধ্যমে তার উপর পূর্ণ মালিকানা ও সত্ত্ব কায়েম হয় এবং তা ব্যয় করার কোন অধিকার তার, পিতা, স্বামী কিংবা অন্য কারো নেই। কোন ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করলে অথবা নিজ শ্রম দ্বারা কোন অর্থ উপার্জন করলে তারও সে মালিক হবে। এছাড়া তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বামীর। স্ত্রী যত ধনশালী হোক না কেন, তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব হতে স্বামী মুক্ত হ’তে পারবে না। এভাবে ইসলাম ধর্মে নারীর আর্থিক অবস্থাকে এত সুদৃঢ় করে দেয়া হয়েছে যে, অনেক সময় নারী-পুরুষ অপেক্ষা বেশী ভাল অবস্থায় থাকে।

ইসলামে মেয়েরা সম্পদ গ্রহণ করবে, কিন্তু খরচের ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা হয়নি, কোন দায়িত্ব দেয়া হয়নি। তার লাভ আছে, ক্ষতি নেই। আয় আছে, ব্যয় নেই। জমা আছে, খরচ নেই। আদল ও ইনছাফের কষ্টি পাথরে যদি যাচাই করা হয় তাহ’লে সবার কাছে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হবে যে, পুরুষদের সাথে নারীদের অংশ পার্থক্য করা হয়েছে সার্বিক যুক্তিসংগত, ন্যায়ানুগ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক। কিন্তু প্রগতিবাদীরা যে অধিকারের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে চলেছে তা মরীচিকার পিছনে ছুটার নামান্তর বৈ কি?

এছাড়া ইসলাম নারীদেরকে বিভিন্নভাবে সম্মানিত করেছেন। একজন নারী যখন কন্যা সন্তান, তখন সে পিতা-মাতার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার কারণ হয়ে যায় *(মুয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৪৯৪৯)*। আবার নারী যখন স্ত্রী’র দায়িত্ব পালন করে, তখন সে তার স্বামীর অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করতে সহযোগিতা করে *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩০৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৩০, ৬১৪৮, সনদ হাসান)*। আর যখন ঐ নারী মায়ের ভূমিকায় থাকে, তখন তার পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত থাকে *(তিরমিযী; মিশকাত হা/৪৯২৭; নাসাঈ হা/৩১০৪)*। সার্বিক বিবেচনা করে এটাই প্রতীয়মান হয়, নারীদের সম্মান ও মর্যাদা এবং প্রগতিশীল সম্মাননা একমাত্র ইসলামই দিয়েছেন ১৪০০ বছর পূর্বে। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

সোনামণি প্রতিভা
(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর’১২ হ’তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **‘সোনামণি’** -এর মুখপত্র **‘সোনামণি প্রতিভা’**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন ‘সোনামণি প্রতিভা’

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **‘সোনামণি প্রতিভা’**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

Contents

৫৪ ও ১৬৭ ধারা সমাচার

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

শাস্তিযোগ্য অথবা অন্য কোন সাধারণ অপরাধেও জড়িত নেই, এমন অনেককে পুলিশ শুধুমাত্র অভিযোগ বা সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে। ফৌজদারী কার্যবিধির '৫৪ ধারায়' পুলিশকেএ অধিকার দেওয়া হ'লেও মাত্রাতিরিক্ত অপব্যবহারের ফলে ধারাটি অনেকের কাছে 'কালাকানুন' হিসাবে গণ্য। প্রভাবশালী মহল প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করতে পুলিশকে দিয়ে ৫৪ ধারার ব্যবহার করায়। অনেক সময় পুলিশের 'আটক বাণিজ্যের' নামে এর অপব্যবহার চলে। একইভাবে '১৬৭ ধারায়' তদন্তের নামেও আসামিকে রিমান্ডে এনে পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়।[১] সকাল, দুপুর অথবা রাতে সাদা পোশাকে কয়েকজন লোক পিতা-মাতার আদরের টগবগে যুবক সন্তানটিকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। এরপরে আর সে ফিরল না। এই ধরনের ভয়ঙ্কর ও অস্বাভাবিক ঘটনা বন্ধ করার জন্যই ২০০৩ সালের ৭ এপ্রিল বিচারপতি হামীদুল হক এবং বিচারপতি সালমা মাসুউদের সমন্বয়ে গঠিত হাই কোর্টের একটি বেঞ্চ এই ধারা দু'টির সংশোধনীমূলক ল্যান্ডমার্ক রায় দেন। সেই রায়ে অনাচার প্রতিরোধ করার জন্য '১৫ দফা গাইডলাইন' বা দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। এই রায়টির পেছনে একটি দিক নির্দেশনামূলক পটভূমি ছিল। আর তা হ'লো একটি কাস্টডিয়াল ডেথ বা হাজতে থাকাকালীন একজন নিরাপরাধ ব্যক্তির মৃত্যু।[২]

ভয়ঙ্কর সেই ঘটনাটি :

এই করুণ ও বীভৎস হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল ১৯৯৮ সালে। যুবকটির নাম ছিল শামীম রেযা রুবেল। সে ছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তার মৃত্যু সম্পর্কে ইংরেজী 'ডেইলি স্টার' প্রত্রিকা গত ২২ মে' ১৬ তারিখে একটি করুণ কাহিনী ছাপিয়েছে । ঐ রিপোর্ট মোতাবেক রুবেল তার পিতা-মাতার সাথে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর একটি চিপা গলিতে বসবাস করত। ১৯৯৮ সালের ২৩ শে জুলাই তার পাড়ার একটি লুঙ্গির দোকানের সেলসম্যানের সাথে গল্প করছিল রুবেল। বেলা ৪-টার দিকে একটি মাইক্রোবাস বোঝাই ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের কয়েকজন সদস্য রুবেলের বাসায় আসে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তারা রুবেলকে ধরে ফেলে এবং তাকে নির্বিচারে প্রহার করতে থাকে। তারা অভিযোগ করে যে, রুবেলের কাছে নাকি অবৈধ অস্ত্র আছে। ঐ রিপোর্টে বলা হয় যে, তারা সকলেই সাদা পোশাকে এসেছিল। স্থানীয় সকলেই জানতে পারে যে ওরা কারা। তারা তাকে ডিবি অফিসে নিয়ে যায় এবং প্রহার অব্যাহত রাখে। প্রহার থেকে বাঁচার জন্য রুবেল মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং তার কাছে অবৈধ অস্ত্র আছে বলে সে স্বীকারোক্তি দেয়। তখন ডিবি'র সদস্যরা তাকে পুনরায় বাসায় আসে। কিন্তু বাসায় কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি। রুবেল স্বীকার করে যে, অমানুষিক প্রহারের হাত থেকে বাঁচার জন্যই সে মিথ্যা কথা বলেছে। তখন ডিবি'র সদস্যরা তার উপর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার বাসাতেই তারা তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে থাকে। তার বুক ফাটা চিৎকার প্রতিবেশীরা শুনতে পায়। তারা তাকে লাথি মারে এবং সে বৈদ্যুতিক খুটিতে গিয়ে ধাক্কা খায়। তারপর তারা তাকে পুনরায় ডিবি অফিসে নিয়ে যায়। পরদিন ডিবি অফিসে তার লাশ পাওয়া যায়। তার সারা শরীরে ভয়াবহ নির্যাতনের চিহ্ন ছিল। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে বলা হয় যে, ভয়াবহ প্রহারের ফলে যে রক্তক্ষরণ হয় তার ফলেই তার মৃত্যু ঘটেছে। ইংরেজী ডেইলি স্টারের ঐ রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, সেটি ছিল নিরীহ মানুষ হত্যার একটি সুসস্পষ্ট ঘটনা।[৩]

রীট পিটিশন দাখিল :

১৯৯৮ সালে কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা হাই কোর্টে একটি রীট পিটিশন দাখিল করেন। ঐ রীট পিটিশনে বাংলাদেশ ফৌজদারী দণ্ডবিধির '৫৪ ধারা' অধীনে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করে সন্দেহজনক ব্যক্তির সঙ্গে পুলিশের দুর্ব্যবহার এবং একই দণ্ডবিধির '১৬৭ ধারা' অধীনে আসামীকে রিমান্ডে নিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের চ্যালেঞ্জ করা হয়। দরখাস্তে সেই সময় পুলিশের হেফাযতে মৃত্যু, অমানুষিক নির্যাতন এবং দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়। বিশেষ করে উদাহরণ হিসাবে ৫৪ ধারার অধীনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রুবেলকে গ্রেফতার এবং নির্যাতনের পর পুলিশ হেফাযতে তার মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়। দরখাস্তে দাবী করা হয় যে, সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩ এবং ৩৫ ধারা মোতাবেক জনগণের জীবন ও স্বাধীনতার মতো মৌলিক অধিকার যেন উচ্চ আদালত সুরক্ষা করে।

বিচারপতি হামীদুল হক ও বিচারপতি সালমা মাসউদের কোর্টে ২০০৩ সালের ২৪ ও ৩০ মার্চ এবং ২রা এপ্রিল মামলাটির শুনানি হয়। রুবেলের পক্ষে ছিলেন ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইদরীসুর রহমান, এম এ মান্নান খান, তানযীবুল আলম এবং আবু ওবায়দুর রহমান। ৭ই এপ্রিল হাই কোর্ট যে রায় দেয় সেটি বাংলাদেশের বিচার বিভাগে 'ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। রায়ে বলা হয় যে, ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫৪ এবং ১৬৭ ধারা সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিক অধিকারের

১. *কালের কণ্ঠ তাং ২৬.৫.২০১৬, পৃঃ ১৪।*
২. *ঐ, পৃঃ ২।*
৩. *ঐ, পৃঃ ২।*

Contents

সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আদালত পুলিশ আইন দণ্ডবিধি এবং সাক্ষ্য আইনের সংশোধন করে কতিপয় সুপারিশ দেয়। আদালত নির্দেশ দেয় যে, পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে এসব সুপারিশ কার্যকর করতে হবে। গ্রেফতার এবং রিমান্ড সম্পর্কেও আদালত ১৫টি নির্দেশনামা দেয়।[৪]

এই রায়ের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে আপিল :

এই রায়ের বিরুদ্ধে সরকার আপিল বিভাগে আপিল করে। কিন্তু আপিল বিভাগ হাই কোর্টের রায়ের কার্যকরিতা স্থগিত করেনি। অবশেষে গত ২৪শে এপ্রিল সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ সরকারের আপিল খারিজ করে দেন এবং হাই কোর্টের ৭ই এপ্রিলের রায়কে বহাল রাখেন। তবে বলা হয়েছে যে, হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণের কোন কোন অংশে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হবে, যেটা আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায়ে দেখা যাবে।[৫]

হাইকোর্টের রায়ের নির্দেশনাসমূহ :

বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও পুলিশি রিমান্ড প্রশ্নে ১৩ বছর আগে দেওয়া হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায় বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি এস. কে. সিনহার নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ ২৪শে মে সরকারের আপিল খারিজ করে এই রায় দেয়। এর ফলে ১৮ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। প্রসঙ্গতঃ হাইকোর্টের রায়ে '১৫ দফা নির্দেশনা ও সাতটি সুপারিশ' করা হয়েছিল।

হাইকোর্টের রায়ে ১৫ দফা নির্দেশনার কয়েকটি :

১. আটকাদেশ (ডিটেনশন) দেয়ার জন্য পুলিশ কাউকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করতে পারবে না।

২. কাউকে গ্রেফতার করার সময় পুলিশ তার পরিচয়পত্র দেখাতে বাধ্য থাকবে।

৩. গ্রেফতারের কারণ একটি পৃথক নথিতে পুলিশকে লিখতে হবে।

৪. গ্রেফতারকৃতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকলে তার কারণ লিখে তাকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে ডাক্তারি সনদ আনবে পুলিশ।

৫. গ্রেফতারের তিন ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারকৃতকে এর কারণ জানাতে হবে।

৬. বাসা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য স্থান থেকে গ্রেফতারকৃতের নিকটাত্মীয়কে এক ঘণ্টার মধ্যে টেলিফোন বা বিশেষ বার্তাবাহক মারফত বিষয়টি জানাতে হবে।

৭. গ্রেফতারকৃতকে তার পসন্দসই আইনজীবি ও নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে দিতে হবে।

৮. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদের (রিমান্ড) প্রয়োজন হ'লে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশক্রমে কারাগারের অভ্যন্তরে কাঁচ নির্মিত বিশেষ কক্ষে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। কক্ষের বাইরে তার আইনজীবী ও নিকটাত্মীয় থাকতে পারবেন।

৯. কারাগারে জিজ্ঞাসাবাদে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া না গেলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশক্রমে সর্বোচ্চ তিন দিন পুলিশ হেফাযতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ থাকতে হবে।

১০. জিজ্ঞাসাবাদের আগে ও পরে ঐ ব্যক্তির ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে হবে।

১১. পুলিশ হেফাযতে নির্যাতনের অভিযোগ উঠলে ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করবেন। বোর্ড যদি বলে ঐ ব্যক্তির ওপর নির্যাতন করা হয়েছে, তা'হলে পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তাকে দণ্ডবিধির ৩৩০ ধারায় অভিযুক্ত করা হবে।

১২. পুলিশ হেফাযতে বা কারাগারে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে হবে।

১৩. পুলিশ বা কারা হেফাযতে কেউ মারা গেলে ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গে সঙ্গে তা তদন্তের ব্যবস্থা করবেন। মৃত ব্যক্তির ময়না তদন্ত করা হবে। ময়না তদন্তে বা তদন্তে যদি মনে হয় ঐ ব্যক্তি কারা বা পুলিশ হেফাযতে মারা গেছে, তা'হলে ম্যাজিস্ট্রেট মৃত ব্যক্তির আত্মীয়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তা তদন্তের নির্দেশ দিবেন।[৬]

পুলিশ-এর '৫৪ ধারায়' আইনসিদ্ধ গ্রেফতার :

১. যদি পুলিশ মনে করে ব্যক্তিটি আমলযোগ্য অপরাধের সাথে জড়িত।

২. ঘর ভাঙা যায় এ ধরনরে কোন যন্ত্রপাতি থাকলে, যদি আইনসংগতভাবে থাকে তা প্রমাণ করার দায়িত্ব ঐ ব্যক্তির।

৩. সরকারি আদেশে যাকে অপরাধী ঘোষণা করা হয়েছে।

৪. চোরাই মাল আছে এরূপ সন্দেহজনক কোন ব্যক্তি ।

৫. পুলিশের কাজে বাঁধা দানকারী ব্যক্তি বা পুলিশ হেফাযত হ'তে পালানোর চেষ্টা করলে বা পালালে।

৬. প্রতিরক্ষা বাহিনী হ'তে পলায়নকারী ব্যক্তি, যদি যুক্তিসংগতভাবে তাকে সন্দেহ করা যায়।

৭. বাংলাদশেরে বাইরে যারা অপরাধ করে ।

৮. ৫৬৫ (৩) ধারা অনুযায়ী কোন মুক্তিপ্রাপ্ত আসামীকে।

৯. যাকে গ্রেফতার করার জন্য অন্য কোন অফিসারের নিকট অনুরোধ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি (১৭-২৩শে মে'১৬) '৫৪ ধারায়' গ্রেফতারের হালচিত্র :

দেশব্যাপী গেল (১৭ -২৩শে মে) ফৌজদারি কার্যবিধির '৫৪ ধারায়' তিন শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৪. দৈনিক ইনকিলাব তাং ২৬.৫.২০১৬, পৃঃ ২।
৫. ঐ, পৃঃ ২ ।
৬. দৈনিক নয়া দিগন্ত তাং ২৬.০৫.২০১৬, পৃঃ ৬।

গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে নেয়া হয়েছে ৮১ জনকে। এর মধ্যে শুধুমাত্র রাজধানীতেই ৫৪ ধারায় ১৪২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা (ডিবি)। রিমান্ডে নেয়া হয়েছে ৩৮ জনকে। ডিএমপির ৪৯ থানার মধ্যে ১৯টি থানায় এ গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বিভিন্ন থানায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত এক সপ্তাহে কার্যবিধির ৫৪ ধারায় রাজধানীর মতিঝিল জোনের পল্টন থানায় ১৮, শাহজাহানপুর ৫, গুলশান জোনের বাড্ডা ২, কোতোয়ালি ৪, লালবাগে ২, বংশালে ৪, কামরাঙ্গীরচরে ৮, দারুসসালামে ২, মিরপুরে ৯, ভাষানটেকে ৩, পল্লবীতে ১১, ধানমণ্ডিতে ৮, হাজারীবাগে ১, রমনায় ৩, শাহবাগে ২, কলাবাগানে ১, তেজগাঁও জোনের শেরেবাংলা নগরে ৩, আদাবরে ২, তেজগাঁওয়ে ১৪, শিল্পাঞ্চলে ৩, উত্তরা জোনের উত্তরখান থানায় ৩, উত্তরা পূর্ব থানায় ২, পশ্চিম থানায় ২, তুরাগ থানায় ৮, দক্ষিণখান থানায় ৬, ওয়ারী জোনের ডেমরা থানায় ২, যাত্রাবাড়ী থানায় ৬, কদমতলীতে ৪, শ্যামপুরে ৭, সূত্রাপুরে ১২, ওয়ারীতে ৫ ও গেণ্ডারিয়া থানায় ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

তবে ডিএমপি সদর দফতর দাবী করেছে, ২৪ ঘণ্টায় পুলিশ রাজধানী থেকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় মাত্র একজনকে গ্রেফতার করেছে। আর এক সপ্তাহে (১৭ মে-২৩ মে) ঐ ধারায় মাত্র ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

২০০৩ সালে হাই কোর্টের ঐ রায়কে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিপুলভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিল। কিন্তু হাই কোর্টের রায় বা জনগণের অভিনন্দন সরকার তথা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর কোন প্রভাবই ফেলতে পারেনি। ২০০৩-২০১৬ এই ১৩ বছরে শত শত ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় সাদা পোশাকের পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অসংখ্য ব্যক্তিকে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে এবং অসংখ্য ব্যক্তিকে রিমান্ডে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। হাইকোর্টের এই ১৫ দফার প্রতি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তথা সরকার তথা প্রশাসনের উপেক্ষার কয়েকটি নজির তুলে ধরছি।[৭]

(১) ২০০৭ সালের ১৩ই এপ্রিল ইংরেজী দৈনিক 'নিউ এজে' যে, ২০০৪ সালের জুন মাস থেকে ২০০৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই ২ বছর ১০ মাসে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ৮০০ ব্যক্তিকে জেল হেফাযতে নির্যাতন করে হত্যা করেছে।[৮]

(২) ২০০৯ সালের ১৪ই অক্টোবর সাবেক উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুকে রিমান্ডে নেয়ার পর এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল একেএম যহীরুল হককে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছে হাইকোর্ট। হাইকোর্ট এটর্নি জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, 'আপনারা শুনানিতে সময় নেবেন আবার রিমান্ডে নিয়ে টর্চার করবেন- এটা কোন ধরনের আচরণ? মানুষকে লিবার্টি দেওয়ার জন্য আমরা এখানে বসেছি। আপনি আজ রাষ্ট্রপক্ষে আছেন, কাল অন্য পক্ষেও থাকতে পারেন। আপনাকেও টর্চার করা হ'তে পারে। এটা ভালো নয়। আপনাদের ক্ষমতা আছে। আমাদেরকেও পেটান। এভাবে চালাতে চাইলে হাই কোর্ট উঠিয়ে দিন'।[৯]

(৩) ২০১৫ সালের ২১শে আগস্ট 'ডেইলি স্টারে' প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি খবর থেকে জানা যায় যে, অভিজিৎ হত্যার দায়ে তাওহীদুর রহমানকে ২০১৫ সালের ২১শে আগস্ট গ্রেফতার করা হয়েছে বলে র‍্যাব দাবী করেছে। কিন্তু তাওহীদুর রহমানের বোন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বৃটিশ নাগরিক নাসেরা বেগম বলেছেন যে, সাদা পোশাক পরা ৪ ব্যক্তি তার ধানমন্ডি ৯/এ, ফ্ল্যাট থেকে ২৮শে মে দুপুর ১.৪৫ মিনিটে তাওহীদুর রহমানকে উঠিয়ে নেয়। ঐ ৪ ব্যক্তি নিজেদেরকে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের সদস্য বলে পরিচয় দেয়। সেই দিনই অর্থাৎ ২৮শে মে নাছেরা বেগম ঐ ৪ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধানমন্ডি থানায় অপহরণের দায়ে জিডি করেন। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মীযানুর রহমান নাছেরা বেগমের বক্তব্য সমর্থন করে বলেন যে, এক মাস আগে এ সম্পর্কে তিনি ঐ মহিলার ফোন পেয়েছেন। অথচ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বলে যে, তারা তাওহীদুর রহমানকে ধানমন্ডির স্টার কাবাবের একটি গলি থেকে রাত সাড়ে ১২ টার সময় গ্রেফতার করেছে।[১০]

(৪) প্রধান বিচারপতি বলেন, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান আমাকে বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর বডিগার্ডের দায়িত্ব পালনকারী এক মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করেছেন। কিন্তু আজো তার খোঁজ পাওয়া যায়নি।[১১]

পরিশেষে, সরকার তথা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ভাইদেরকে বলব, আইনের 'ভক্ষক না হয়ে রক্ষক হউন' সুখী, সমৃদ্ধি, শান্তিময় দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করুন। আল্লাহ বলেছেন, 'পৃথিবীতে তোমরা অশান্তি সৃষ্টি করো না' *(বাক্বারাহ ২/১১)*। আপনারাও অশান্তি সৃষ্টিকারী হবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন। অন্যথায় আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আপনারা কেউই রেহাই পাবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন-আমীন!

[লেখক : ২য় বর্ষ, দা'ওয়াহ এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

৭. *দৈনিক ইনকিলাব তাং ২৬.৫.২০১৬, পৃঃ ২।*
৮. *ঐ, পৃঃ ২।*
৯. *ঐ, পৃঃ ২।*
১০. *ঐ, পৃঃ ২।*
১১. *দৈনিক নয়া দিগন্ত, তাং ২৫.৫.২০১৬, পৃঃ ১৩।*

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগঃ ৩য় পর্যায় (ক)

دور الجديد: المرحلة الثالثة (الف)

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (السيد نذير حسين الدهلوى)**:**

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২)-এর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শহীদায়েন (রহঃ) ও তাঁদের অনুসারী পাটনা ছাদিকপুরী পরিবারের নেতৃত্বে পরিচালিত কিঞ্চিদধিক সোয়াশো বছর (১৮১৬-১৯১৫ খৃঃ) ব্যাপী জিহাদ আন্দোলন সমগ্র উপমহাদেশে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির সাথে সাথে আমল বিল-হাদীছের প্রতি মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করে। এর ফলে আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

অন্যদিকে শহীদায়েনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিহারের মৌলবী নযীর হুসাইন (১২২০-১৩২০ / ১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) ও কন্নৌজের মৌলবী ছিদ্দীক হাসান খান (১২৪৮-১৩০৭ / ১৮৩২-৯০ খৃঃ) দীর্ঘ শিক্ষকতা এবং গ্রন্থ রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে চিন্তার জগতে পরিবর্তন সাধনের দ্বারা সর্বত্র যে নীরব বিপ্লবের সূচনা করেন, তা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ করে দেয়। মিয়াঁ নযীর হুসাইনের প্রায় পৌণে এক শতাব্দীকাল ব্যাপী (১২৪৬-১৩২০ হিঃ) শিক্ষকতার জীবনে প্রাপ্ত প্রায় সোয়া লক্ষ ছাত্রের[১] অধিকাংশ শহীদায়েন ও তাঁদের অনুসারীদের ন্যায় যুদ্ধের ময়দানে সশস্ত্র মুজাহিদ না হ'লেও ইল্‌মের ময়দানে তারা কুরআন-হাদীছের অস্ত্রে সমৃদ্ধ ইল্‌মী মুজাহিদ ছিলেন। যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আহলেহাদীছ আন্দোলন দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম হুসাইন (৪-৬১ হিঃ)-এর বংশধর সাইয়িদ নযীর হুসাইন বিন জাওয়াদ আলীর বংশধারা ৩৫তম ঊর্ধতন স্তরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মিলে যায়।[২] এই বংশে দশজন ইমাম ও দশজন কাযী জন্মগ্রহণ করেন।[৩] নযীর হুসাইনের ১৮তম ঊর্ধতন পুরুষ সাইয়িদ আহমাদ শাহ জাজনীরী দিল্লীর প্রথম মুসলিম সুলতান কুতুবুদ্দীন আয়বকের (৬০২-৬০৬/১২০৬-১০ খৃঃ) অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে বিহারে প্রেরিত হলে সেই থেকে তিনি ও তাঁর বংশ বিহারের অধিবাসী হন। বিহারের মুংগের যেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্তী সূর্যগড়ের অনতিদূরে বাল্‌থোয়া নামক গ্রামে নযীর হুসাইনের জন্মস্থানে তাঁর পিতা জাওয়াদ আলী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ভাইয়েরা সূর্যগড়ে উঠে আসেন।[৪] পিতার জীবদ্দশাতেই নযীর হুসাইন শিক্ষার উদ্দেশ্যে দিল্লী গমন করেন ও সারা জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন।

১৭ বছর বয়স পর্যন্ত নযীর হুসাইন লেখাপড়ার প্রতি নযর দেননি। একদিন তাদের পরিবারের সুহৃদ জনৈক ব্রাহ্মণ তাকে বলেন 'হে নযীর! তোমাদের বংশের সকলেই মৌলবী। অথচ তুমি জাহিল হ'য়ে রইলে?[৫] ব্রাহ্মণের উক্ত বাক্য তরুণ নযীর হুসাইনের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। প্রথমে পিতার নিকটে কিছু লেখা পড়া শিখেন। পরে ১২৩৭ হিঃ মোতাবেক ১৮২১ খৃষ্টাব্দের এক রাতে গোপনে পাটনা আযীমাবাদ চলে যান। সেখানে গিয়ে হজ্জের কাফেলা নিয়ে যাত্রাকারী শহীদায়েনের পক্ষকালব্যাপী ওয়ায শুনে তাঁর মধ্যে হাদীছ শিক্ষার উদগ্র বাসনা জেগে ওঠে।[৬] ফলে ১২৪৩ হিজরীর ১৩ই রজব মোতাবেক ১৮২৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী তিনি দিল্লীতে পৌঁছেন এবং পাঞ্জাবী কাট্‌রার আওরঙ্গাবাদী জামে মসজিদে অবস্থান করেন। সেখানে মুতাওয়াল্লী মাওলানা আবদুল খালেক-এর নিকটে তিনি প্রায় সাড়ে তিনবছর লেখাপড়া করে যোগ্যতা হাছিল করেন। অতঃপর ১২৪৬ হিজরীর শেষদিকে স্বনামধন্য উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক (১১৯২-১২৬২/১৭৭৮-১৮৪৬–এর দরসে

---

১. আশরাফ লাহোরী, 'আল-বুশরা'-আরবী (লাহোরঃ বেষ্ট পাঞ্জাব প্রিন্টিং প্রেস ১৩৭১/১৯৫০) পৃঃ ৫৩; ১২৪৬ হিজরী সনে শাহ মুহাম্মাদ ইসহাকের দরসে যোগদান করলেও একই সময়ে তিনি স্বীয় অবস্থানস্থল দিল্লীর পাঞ্জাব কাট্‌রার আওরাঙ্গাবাদী মসজিদে হাদীছের দরস দিতেন ('আল-হায়াত' পৃঃ ৫৯)।

২. মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্র ও প্রথম জীবনীকার ফযল হুসাইন বিহারী, 'আল-হায়াত বা'দাল মামাত' (করাচীঃ মাকতাবা ঊ'আইব, ১৩৭৯/১৯৫৯) পৃঃ ১০-১২।

মিয়াঁ ছাহেবের বংশ তালিকা নিম্নরূপ :

সাইয়িদ নাযীর হুসাইন (২) জাওয়াদ আলী বিন (৩) আযমাতুল্লাহ বিন (৪) এলাহ বখ্‌শ বিন (৫) মুহাম্মাদ বিন (৬) মাহরূ বিন (৭) মাহবূব বিন (৮) কুতুবুদ্দীন বিন (৯) হাশেম বিন (১০) চান্দ বিন (১১) মা'রূফ বিন (১২) বুধন বিন (১৩) ইউনুস বিন (১৪) বুযর্গ বিন (১৫) যায়রাক বিন (১৬) রুকনুদ্দীন বিন (১৭) জামালুদ্দীন বিন (১৮) আহমাদ জাজনীরী বিন (১৯) মুহাম্মাদ বিন (২০) মাহমূদ বিন (২১) দাঊদ বিন (২২) আফযাল বিন (২৩) ফুযাইল বিন (২৪) আবুল ফারাহ বিন (২৫) ইমাম হাসান আসকারী বিন (২৬) ইমাম নকী বিন (২৭) ইমাম তাকী বিন (২৮) মূসা রিযা বিন (২৯) মূসা কাযিম বিন (৩০) ইমাম জা'ফর ছাদিক বিন (৩১) ইমাম বাকির বিন (৩২) ইমাম আলী 'যায়নুল আবেদীন' বিন (৩৩) ইমাম হুসাইন বিন (৩৪) আলী ওয়া ফাতিমা বিনতে (৩৫) মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ(ছাঃ)। -আল হায়াত পৃঃ ১০-১২।

৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩-১৪; নওশাহরাবী, 'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' (লাহোরঃ নিযামী প্রিন্টিং প্রেস, ১৩৯১/১৯৮১) পৃঃ ১৩৭।

৪. 'আল-হায়াত' পৃঃ ৫; 'তারাজিম' পৃঃ ১৩৬।

৫. 'তারাজিম' পৃঃ ১৩৭ (تمھارے خاندان میں سب مولوی ھیں مگر تم جاہل ھو؟) 'আল-হায়াত' পৃঃ ২১।

৬. 'আল-হায়াত' পৃঃ ২৫।

যোগ দেন।[৭] শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক বিন আফযাল ফারূকী শাহ আবদুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৭-১৮২৪)-এর দৌহিত্র ও তাঁর মৃত্যুর পরে মাদরাসা রহীমিয়ায় তাঁর স্থলাভিষিক্তি ছিলেন। সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দীর্ঘ তের বছর তাঁর নিকটে মা'কূলাতে ও মান্‌কূলাতের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা লাভ করেন[৮] অতঃপর ১২৫৮ হিঃ মোতাবেক ১৮৪৩ সালে উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক স্থায়ীভাবে মক্কায় হিজরত করার সময় তাঁকে লিখিতভাবে স্বীয় স্থলাভিষিক্তি করে যান।[৯] এবং অলিউল্লাহ পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী 'শায়খুল হাদীছ' হিসাবে তাঁকে 'মিয়াঁ ছাহেব' উপাধি প্রদান করেন। পরবর্তীতে হজ্জের সফরে গেলে আরবরা তাঁকে 'শায়খুল কুল ফিল কুল' (সর্বকালের সকলের সেরা বিদ্বান) ও ভারত সরকার তাঁকে 'শামসুল উলামা' (বিদ্বানগণের সূর্য) খেতাব দিলেও তিনি সর্বদা উস্তাদের দেওয়া 'মিয়াঁ ছাহেব' লকবই পসন্দ করতেন। সেই নামেই তিনি পরিচিত হয়েছেন।

আহলেহাদীছ আন্দোলনে মিয়াঁ ছাহেবের অবদান :

বিহারের এক মুকাল্লিদ পরিবারে জন্মগ্রহণকারী সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দিল্লীতে এসে নিরপেক্ষ ও খোলামনে হাদীছ অধ্যয়নের ফলে তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। আমল বিল-হাদীছের জায্‌বা প্রচলিত তাকলীদ ধারার বাধ্যবাধকতা থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। কুরআন, হাদীছ, ফিক্‌হ সহ প্রচলিত প্রায় সকল ইল্‌মে গভীর পারদর্শী নযীর হুসাইন পাঠদানের সময় তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের সামনে হাদীছের সহজ-সরল পথ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে ফিক্‌হী বির্তক হ'তে বেরিয়ে ছাত্ররা সরাসরি কুরআন-হাদীছ অনুসরণে অধিক স্বস্তি লাভ করতেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে দক্ষিণ এশিয়া ও বিহির্বিশ্ব থেকে জ্ঞানপিপাসু বহু ছাত্র প্রচলিত তকলীদ ছেড়ে দিয়ে 'আহলেহাদীছ' হয়ে যান। প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তাঁর শিক্ষা প্রচার করতেন ও তাদের মাধ্যমে অনেকে আহলেহাদীছ হতেন। পঁচাত্তর বছরের এই ইল্‌মী মহীরুহের ছায়াতলে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাযার ছাত্র দ্বীনী ইল্‌ম লাভে ধন্য হন,[১০] যাদের অধিকাংশই আহলেহাদীছ ছিলেন বা হয়েছিলেন বলে অনুমান করা চলে।[১১] এক্ষণে আমরা তাঁর ছাত্রমন্ডলী সম্পর্কে আলোকপাত করব।

ছাত্রমণ্ডলী : পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের প্রায় সকল দেশেই মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্র-মণ্ডলী বিস্তৃত ছিল। সিরিয়া (শাম), মিশর, হেফায, নাজ্‌দ, ইয়ামন, আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া), বোখারা, বল্‌খ, সমরকন্দ, ইয়াগিস্তান, এশিয়া মাইনর (إيشيا كوچك) ইরান, খোরাসান, মাশহাদ, তিব্বত, চীন, জাপান, বার্মা, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ ও এলাকা হ'তে ছাত্ররা হাদীছ শিক্ষার উদগ্র বাসনায় মিয়াঁ ছাহেবের দরসে যোগদান করতেন।

শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে মোটামুটি তিন স্তরের ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাঁর স্বনামধন্য পুত্র মৌলবী শরীফ হুসাইন (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ), মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনবী (১২৩০-৯৮/১৮১৪-৩০ খৃঃ) ঐ পুত্র মৌলবী মুহাম্মাদ, মৌলবী আবদুল জাব্বার, আবদুর রহীম, আব্দুল ওয়াহেদ ও তাঁর পাঁচ পুত্র। মৌলবী বশীর সাহসোয়ানী (১২৫০-১৩২৬/১৮৩৪-১৯০৮), মৌলবী আমীর হাসান (মৃঃ ১২৯১/১৮৭৪) ও তাঁর পুত্র আমীর আহমাদ সাহসোয়ানী

---

৭. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪, ৩৬, ৪২। এই সময়ে উস্তায মাওলানা আবদুল খালেক স্বীয় কন্যার সাথে তাঁকে বিবাহ দেন। উস্তাদ শাহ্ মুহাম্মাদ ইসহাক স্বয়ং উক্ত বিবাহে ছাহেবের 'অলি' ছিলেন (পৃঃ ৪৪)।*

৮. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।*

৯. *শাহ ইসহাকের নিকট হ'তে প্রাপ্ত মিয়াঁ ছাহেবের শিষ্যত্বের সনদ ছিল নিম্নরূপ :*

بسم الله الرحمن الرحيم- الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمحد وآله أصحابه أجمعين- أمابعد فيقـــول العبـــد الضعيف محمد إسحاق أنَّ السيد النجيب المولوى نذير حسين قد قرأ على أطرافا من الصحاح الستة البخارى و مسلم و أبى داؤد والجـــامع الترمذى والنسائى و ابن ماجة وشيئا من كنز العمال والجامع الصغير و غيرها، وسمع منى الأحاديث الكثيرة، فعليه أن يشتغل بقراءة هذه الكتب ويتدرس بها، لأنه أهلها بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث وإنى حصلت القراءة والسماعة و الإجازة لهذه الكتب من الشيخ الإجل الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوى و هو حصل القراءةوالإجازة عن الشيخ ولى الله المحدث الدهلوى رحمة الللله عليهما وباقى سنده مكتوب عنده- حرِّرَ فى ثانى شهر شوال سنة١٢٥٨ الهجرية-الحمد لله أولا وآخرًا- محمد اسحاق ١٢٥٢

'আল-হায়াত' পৃঃ ৬১। এখানে সনদে লেখা হিজরী সন ও মোহরের মধ্যে লেখা হিজরী সনে পার্থক্য আছে। সম্ভবতঃ স্বাক্ষরের সনে ভুল আছে। কেননা সকল জীবনীকারের মতে শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক ১২৫৮ হিজরীতে স্থায়ীভাবে মক্কায় হিজরত করার প্রাক্কালে উক্ত সনদ লিখে দিয়ে যান। জীবনীকার আশরাফ লাহোরীর ভাষায় বিদায়কলে উস্তাদ তাঁকে বলেছিলেন- 'হাদীছ শিক্ষাদান ও সুন্নাতে নববীর পূর্ণজাগরণের জন্য হিন্দুস্থানে তুমি আমার প্রতিনিধি।'- أنت خليفتى فى الهند لتعليم الحديث وإحياء السنة -আল-বুশরা' পৃঃ ৩৮। কিন্তু এতদসত্ত্বেও النبـــوى (ص)٣٨ البـــشرى বিরোধী আলেমগণ তাঁকে ছাত্র নন' বলে রটিয়ে দিয়ে সরকারকে প্ররোচিত করেন। ফলে সরকার 'ওয়াহ্‌হাবী' ভেবে রাওয়ালাপিন্ডির জেলে তাঁকে এক বছর যাবৎ বন্দী করে রাখে। -'আল-হায়াত' পৃঃ ১৩৫; মুহাম্মাদ মুবারক, 'হায়াতুশ শায়খ নাযীর হুসাইন দেহলভী' -উর্দূ (করাচীঃ আহলেহাদীছ ট্রাষ্ট, কোর্ট রোড, করাচী-১) পৃঃ ৯-১৭।

১০. *'আল-বুশরা' পৃঃ ৫৩।*

১১. *জীবনীকার আশরাফ লাহোরী এই সংখ্যাকে ৮০,০০,০০০ আশি লাখ বলেছেন- وكملت بسعيه فى حياته جماعة العاملين بالحديث فى الهنـــد على تعداد ثمانين مائـــة الـــف (.....٨) 'আল-বুশরা' পৃঃ ৫২। তবে সংখ্যাটি 'আশি হাযার' হবে বলেই মনে হয়। - লেখক*

(১২৬২-১৩০৬/১৮৪৬-১৮৮৮), মৌলবী আব্দুল্লাহ ওরফে গোলাম রসূল পাঞ্জাবী, হাফেয মুহাম্মাদ বারাকাল্লাহ লাক্ষাবী পাঞ্জাবী, শামসুল উলামা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী লাহোরী (মৃঃ ১৩৩৮/১৯২০), হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরী (১২৬০-১৩৩৭/১৮৪৪-১৯১৮), সা'আদাত হুসাইন বিহারী (মৃঃ ১২৯৬ হিঃ), হাফেয ইবরাহীম আরাভী (১২৬৪-১৩১৯/১৮৪৯-১৯০১), হাফেয আবদুল মান্নান ওয়াযীরাবাদী (১২৬৭-১৩৩৪/১৮৫১-১৯১৫), রফীউদ্দীন শুক্রানওয়ারী বিহারী, মৌলবী তালাত্তুফ হুসাইন আযীমাবাদী (১২৬৪-১৩৩৪/১৮৪৮-১৯১৫), নূর আহমাদ ডিয়ানবী আযীমাবদী, বদীউয্যামান লাক্ষাবী (মৃঃ১৩০৪ হিঃ), মৌলবী অছিয়ত আলী, মৌলবী আসাদ আলী ইসলামাবাদী, ক্বাযী মাহফূযুল্লাহ পানিপথী, শায়খ আহমাদ দেহলভী, বখশিষ আহমাদ কাযীপুরী, সালামাতুল্লাহ আযমগড়ী, মৌলবী আবু আবদুর রহমান মুহাম্মাদ পাঞ্জাবী, আব্দুল গণী লা'আলপুরী বিহারী, ইলাহীবখ্শ বারাকুরী, নাযীর হুসাইন আরাভী, আমীর আলী মালীহাবাদী লাক্ষাবী, নূর আহমাদ মুলতানী, আহমাদ হাসান ইস্তান্ভী বিহারী, আবদুল আযীয রহীমাবাদী (১২৭০-১৩৩৬/১৮৫৫-১৯১৮) ও তাঁর ভাই হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াসীন, মৌলবী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ পাঞ্জাবী গীলানী, মৌলবী মুহাম্মাদ তাহের সিলহেটী (বাংলাদেশ), আব্দুল জাব্বার ওমরপুরী, সাইয়িদ মুহাম্মাদ ইরফান টোংকী, মৌলবী মুহম্মাদ হুসাইন বিন আব্দুস সাত্তার হাযারভী, মৌলবী আলী নে'মত ফলওয়ারী (মৃঃ ১৩৩১/১৯১২), মৌলবী মুহাম্মাদ আহ্সান ভূপালী, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস হুসাইনী সানূসী মাগরেবী (মরক্কো), মুহাম্মাদ বিন নাছির বিন মুবারক, সা'আদ বিন হামাদ বিন আতীক, শায়খ ইসহাক বিন আব্দুর রহমান আলে শায়খ (নাজ্দ), মুহাদ্দিছ শামসুল হক ডিয়ান্বী আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩৩২৯/১৮৫৭-১৯১১)- আওনুল মা'বূদ, গায়াতুল মাকছূদ, মুগ্নী শারহু দারাকুৎনী প্রভৃতির খ্যাতনামা রচিয়তা), শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩/১৮৬৫-১৯৩৫) -তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী, আব্কারুল মিনান প্রভৃতির রচয়িতা) প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বিদ্বানমন্ডলী।[১২]

এছাড়াও রয়েছেন দেশে দেশে শত শত ইল্মী প্রতিভা, মিয়াঁ ছাহেবের দার্স থেকে আলো নিয়ে যাঁরা স্ব স্ব এলাকা আমল বিল-হাদীছ-এর আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন এবং এর মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনে অবদান রেখেছেন, যাদের সংখ্যা নিরূপণ করা একপ্রকার অসম্ভব। আল্লাহ্র সেনাবাহিনীর খবর তিনি ছাড়া আর কে রাখেন? তবে জীবনীকার ফযল হুসাইন বিহারী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হ'তে মিয়াঁ ছাহেবের পাঁচশত ছাত্রের একটি তালিকা দিয়েছেন। আমরা এখানে সংক্ষেপে তার কিছু তুলে ধরব।

এলাকাভিত্তিক উল্লেখযোগ্য ছাত্র মন্ডলী :

বিহার ঃ জেলা আরাহ ঃ ১। মাওলানা ইব্রাহীম আরীভী (১২৬৪-১৩১৯/১৮৪৯-১৯০১)। মক্কায় তৃতীয়বার হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আরাহ-র 'মাদরাসা আহমাদিয়াহ্' তাঁর অমর স্মৃতি। জীবনের শেষদিকে তিনি তাছাউওফের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি খুবই হকপন্থী ছিলেন এবং কোন অবস্থাতেই হক পরিত্যাগ করে বাতিলের সঙ্গে আপোষ করতেন না।[১৩] ২। তাঁর ভাই মৌলবী মুহাম্মাদ ইদ্রীস আরাভী। ৩। মৌলবী মোহাম্মাদ কাসেম (মাদরাসা আলিয়া কলিকাতা-এর তত্ত্বাবধায়ক) ৪। মৌলবী শাহ নেয়ামাতুল্লাহ ৫। মৌলবী হাফেয নাযীর হাসান ওরফে যয়নুল আবেদীন সহ মোট ১১ জন।

জেলা পাটনা : মৌলবী হাকীম আলীমুদ্দীন হুসাইন নগরনাহ্সাভী (১২৬১-১৩০৬/১৮৪৫-১৮৮৮)। ইনি একজন উঁচুদরের আলিম, শিক্ষক, গ্রন্থকার ও বাগ্মী ছিলেন। ২। মৌলবী লুৎফে আলী বিহারী (বড় আলিম ও শিক্ষক ছিলেন)। ৩। মৌলবী আমীর হাসান বিহারী ৪। মৌলবী আবুল হাসানাত আবদুল গফুর দানাপুরী ৫। মৌলবী ফযল হুসাইন মোযাফ্ফরপুরী বিহারী। মিয়াঁ ছাহেবের প্রথম উর্দ্ জীবনী 'আল-হায়াত বা'দাল মামাত'-এর রচয়িতা। ৬। মৌলবী তালাত্তুক হুসাইন আযীমাবাদী (১২৬৪-১৩৩৪/১৮৪৮-১৯১৬)। ইনি প্রায় ২৬ বৎসর যাবত মিয়াঁ ছাহেবের খাদেম ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে মিয়াঁ সাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত ইনি মিয়াঁ সাহেবের মুখলিছ সাথী ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁর নিকট রক্ষিত ছাত্রদের নামের তালিকা থেকেই জীবনীকার ফযল হোসাইন মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্রদের সংখ্যা ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ৭। মাওলানা আবুত্ ত্বাইয়িব মুহাম্মাদ শামসুল হক ডিয়ানবী আযীমাবাদী (১৮৫৭-১৯১১) ৮। মৌলবী মোহাম্মাদ ইদরীস বিন মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী ৯। মৌলবী সা'আদাত হুসাইন (সাবেক শিক্ষক মাদরাসা আহমাদিয়া আরাহ্ ও মাদরাসা আলিয়া কলিকাতা) ১০। মৌলবী শাহ মোহাম্মাদ আয়নুল হক ফলওয়ারী (১২৮৭-১৩৩৩/১৮৬৯-১৯১৫)। ইনি পাটনা যেলার অন্তর্গত ফলওয়ারী খান্ক্বাহের সাজ্জাদানশীন ছিলেন। ইনি সুন্নাতের পাবন্দী করার নিয়তে পায়ে হেটে হজ্জে গমন করেন এবং হজ্জ থেকে ফিরে এসে খান্ক্বাহ ছেড়ে দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন ১১। মৌলবী আলী নেয়ামত ফলওয়ারী। ইনি মৌলবী শাহ মুহাম্মাদ আয়নুল হক-এর উস্তাদ ছিলেন। ১২। মৌলবী শুহূদুল হক (ইনি মিয়াঁ ছাহেবের বিরুদ্ধে লিখিত 'ইনতিছারুল হক' -এর প্রতিবাদে 'বাহ্রে যাখার' -এর লেখক)। ১৩। মৌলবী আবুল হাসান বিহারী (ইনি সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ ছিলেন)। এতদসহ মোট ৭৩ জন।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ পৃঃ ৩২০-৩২৫]

---

১২. *জীবনীগ্রন্থ 'আল-হায়াত' পৃঃ ৬৬২-৭০৪ এবং 'আল-বুশ্রা' পৃঃ ৫৫-৫৭ হ'তে গৃহীত।*

১৩. *'আল-হায়াত' পৃঃ ৬৬৪-৬৬৫।*

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূলনীতি

-আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)

৮। ইবনু তায়মিয়াহ, কুশায়রী ও নাবলুসী সাধক সম্রাট হযরত শায়খ আবুল কাসেম জুনায়েদ বাগদাদীর (২৯৭) উক্তি রেওয়ায়াত করিয়াছেন,

الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم–

'আল্লাহর নৈকট্য লাভের যতগুলি পথ ছিল, সমস্তই অবরুদ্ধ হইয়াছে, কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পদাংক অনুসরণ করিয়া আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের পথ মুক্ত রহিয়াছে। জুনায়েদ বাগদাদী আরও বলিয়াছেন,

من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث، لا يقتدي به في هذا الأمر لأن علمنا ومذهبنا مقيد بالكتاب والسنة–

'যে ব্যক্তি কুরআনের বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ এবং হাদীছের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে নাই, সে তরীকতের পথে নেতৃত্ব করার অধিকারী নয়। আমাদের বিদ্যা আর পরিগৃহীত পন্থা কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিতর সীমাবদ্ধ।[১]

৯। ইবনু তায়মিয়াহ ও সোহরাওয়ার্দী হযরত শায়খ আবু ওছমান নিশাপুরীর (-২৯৮ হিঃ) বাচনিক রেওয়ায়াত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

من امر السنة على نفسه قولا وفعلا، لطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا، نطق بالبدعة، لان الله يقول: وان تطيعوه تهتدوا–

'যে ব্যক্তি কথায় ও কার্যে সুন্নাতকে নিজের শাসক নিয়োজিত করিল সে প্রজ্ঞার অধিকারী হইল, আর যে ব্যক্তি কথায় ও কার্যে প্রবৃত্তিকে প্রভু স্বীকার করিল, সে বিদ'আতের আশ্রয় লাভ করিল, কারণ আল্লাহ বলিয়াছেন, 'যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ-এর (ছাঃ) আজ্ঞাবহ হও, তবেই সঠিক পথের সন্ধান লাভ করিতে পারিবে'।[২]

১০। শায়খ জুনায়েদ বাগদাদীর সহযোগী, সিরিয়ার তরীকত পন্থীদের নেতা শায়খ আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনু দাউদ দুক্কী (৩২৬ হিঃ)-এর উক্তি জালালুদ্দীন সুয়ূতী উধৃত করিয়াছেন, علامة محبة الله ايثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم -'আল্লাহ্র অনুরাগের সঠিক লক্ষণ। তাঁহার আনুগত্যের জন্য সর্বস্ব বিলাইয়া দেওয়া এবং তদীয় নবী (ছাঃ)-এর অনুগমন করিয়া চলা।'[৩]

১১। শায়খ আবু বকর তমাসতানী (৩৪০ হিঃ) বলেন,

الطريق واضح والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم فمن صحب هذا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب

'পথ সুস্পষ্ট! আমাদের মধ্যে কুরআন ও হাদীছ বিরাজমান! ছাহাবাগণ হিজরতে অগ্রণী হওয়ায় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্যের গৌরব লাভ করায় তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত। অতএব যিনি কুরআন ও হাদীছের সাহচর্য লাভ করিতে সমর্থ হইলেন, নিজের কাছে ও জনসাধারণের কাছে অপরিচিত হইয়া উঠিলেন এবং আল্লাহর দিকে সর্বান্তঃকরণে হিজরত করিতে সমর্থ হইলেন, তিনিই সত্যবাদী ও সঠিক পথের পথিক'।[৪]

১২। হযরত আবু আমর ইসমাঈল ইবনু নুজায়েদ (২১৬) বলিতেছেন, كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة، فهو باطل! 'সর্ববিধ দশাপ্রাপ্তি (অনুরাগের উন্নতা) যাহার সাক্ষ্য কুরআন ও হাদীছে বিদ্যমান নাই তাহা বাতিল'।[৫]

أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات!

১৩। শায়খ আবুল কাসেম নাছিরাবাদী (-৩৬৯ হিঃ) বলেন, 'তাছাউফের মূল হইতেছে কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়িয়া থাকা, বিদ'আতের প্রবৃত্তিকে বর্জন করিয়া লওয়া, গুরুজনের মর্যাদার গুরুত্ব, জনসাধারণের ওজর আপত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা, যিকর আযকারে নিমগ্ন থাকা এবং অপব্যাখ্যার প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকা'।[৬]

১৪। শায়খ আবূ নাছর সর্‌রাজ তদীয় 'কিতাবুল-লাম্ম' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

قال عز رجل: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط و روى عن النبى صلى الله عليه وسلم

১. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-কুফাশ, পৃঃ ৩২, নাবলুসী ১/ ১১৮, সুয়ূতী মিফতাহুল জান্নাহ পৃঃ ৪৯ ।*
২. *ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৩/ ৮৪, ঐ, ফুরকান, পৃঃ ৩২, আওয়ারিফুল মা'আরিফ পৃঃ ১/ ২৭৯ ।*
৩. *সুয়ূতী, মিফতাহুল জান্নাহ পৃঃ ৫০ ।*
৪. *ঐ, ৫০ পৃঃ।*
৫. *মিনহাজ, ৩/ ৮৪, আল ফুরকান, পৃঃ ৩২ ।*
৬. *মিফতাহুল জান্নাহ, পৃঃ ৫০।*

انه قال: العلماء ورثة الانبياء، وعندى- والله علم- ان اولى العلم القائمين بالقسط الذين هم ورثة الانبياء، هم المقتدون بكتاب الله، المجتهدون فى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقتدون بالصحابة والتابعين، السالكون سبيل اولياء المتقين وعباد الله الصالحين، هم ثلاثة اصفاف: اصحاب الحديث والفقهاء والصوفية-

'আল্লাহর নির্দেশ ঃ 'আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষ্য দান করিয়াছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য প্রভু নাই। ফেরেশতাগণ এবং সৎপথে সুদৃঢ় বিদ্বানগণও এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাচনিক ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, 'বিদ্বানগণ নবীদের স্থলাভিষিক্ত'। যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন তবে আমার মনে হয়, যে সকল বিদ্বান সত্যপথে সুদৃঢ় থাকিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে নবীগণের স্থলাভিষিক্ত, এবং তাঁহারাই আল্লাহ্র গ্রন্থকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র পদরেখার অনুসরণ করিতে সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছেন, ছাহাবা ও তাবেঈগণের অনুগামী হইয়াছেন এবং মুত্তাকী, ওয়ালীউল্লাহ এবং ন্যায়নিষ্ঠ বান্দাদের রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই সত্যপথে সুদৃঢ় বিদ্বানের দল এই বিদ্বানগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম আহলে হাদীছগণ, দ্বিতীয় ফকীহগণ, তৃতীয় মুসলিম তাপসগণ'।[৭]

১৫। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল্ গাযালী (-৫০৫ হিজরী) সম্বন্ধে মোল্লা আলী কারী হানাফী বর্ণনা করিয়াছেন,

مات الغزالى والبخارى على صدر- 'ইমাম গাযালী স্বীয় বুকে 'সহীহ বুখারী' গ্রন্থ ধারণ করিয়া মৃত্যুবরণ করেন'।[৮]

১৬। সাধক চূড়ামণি মাহবুবে সুবহানী হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জীলানী (-৫৬৯) স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'কুরআন ও হাদীছকে তোমার নেতারূপে গ্রহণ কর এবং অভিনিবেশ সহকারে উল্লিখিত বস্তু দুইটির প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে থাক এবং তদনুসারে আমল কর। ইহার উহার কথায়, কিন্তু পরন্তর পিছনে এবং দুরাশার কুহকে প্রলুব্ধ হইয়া ঘোরাঘুরি করিও না'। আল্লাহ বলিয়াছেন, 'রাসূল (ছাঃ) তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা পরিহার কর' *(হাশর ৫৯/৭)*। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করিওনা। এরূপ যেন না হয় যে, তিনি যে বিধান সহকারে আগমন করিয়াছেন, তোমরা তদনুসারে আমল করা পরিহার করিয়া বস আর আমল ও ইবাদতের নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করিতে লাগিয়া যাও। যেমন একদল লোক সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলিয়াছেন 'তাহারা সঠিক পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে' *(মায়েদা ৫/৭৭)*। এবং আরও বলিয়াছেন, 'যে বৈরাগ্যের জন্য আমি তাহাদিগতে নির্দেশ দেই নাই তাহারা সেই বিদ'আত অবলম্বন করিয়াছে *(হাদীদ ৫৭/২৭)*।

তারপর ইহাও জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ স্বীয় নবীকে সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি হইতে বিমুক্ত এবং যাবতীয় মিথ্যাচার হইতে পরিশুদ্ধ করিয়াছেন এবং সাক্ষ্য দিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের ইচ্ছায় কোন কথা উচ্চারণ করেন না, তিনি যাহা বলেন, আল্লাহর অহি দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই উচ্চারণ করিয়া থাকেন *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। পীরানে পীর বলিতেছেন এই সকল আয়াতের তাৎপর্য এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা আমার অর্থাৎ আল্লাহর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াই তোমাদিগকে দিয়াছেন, নিজের খেয়াল বা অভিরুচি মত তোমাদিগতে শরী'আতের কোন আদেশ বা নিষেধ প্রদান করেন নাই। পুনশ্চ আল্লাহ বলিয়াছেন, 'যদি তোমরা আল্লাহর প্রেমাকাংখী হও, তাহা হইলে, হে রাসূল (ছাঃ) আপনি তাহাদিগতে বলুন! তোমরা আমার অনুসরণ কর, তবে তোমরা আল্লাহর প্রণয় অর্জন করিতে পারিবে, নতুবা নয়' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। অতএব আল্লাহ স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, কথায় ও কার্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করাই হইতেছে আল্লাহর প্রেমের পথ।[৯]

১৭। সাধক প্রবর হযরত আবু হাফস ওমর ইবনু মুহাম্মাদ শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (৬৫১ হিজরী) স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, كل من يدعى حالا على غير ما يشهد له الكتاب والسنة فمداع مفتون كذاب- 'যে ব্যক্তি অনুরাগের এরূপ ভাব প্রদর্শন করিল, যাহার সাক্ষ্য আল্লাহ্র গ্রন্থ এবং হাদীছে বিদ্যমান নাই সে গলাবাজ, ফেৎনা সৃষ্টিকারী, মিথ্যুক'।[১০]

১৮। সুলতানুল আওলিয়া ইমাম আবু হাসান শায্লীর (-৬৫৪ হিজরী) উক্তি আল্লামা ইবনুল হাজ্জ মালেকী স্বীয় গ্রন্থে উধৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ان الله عز وجل ضمن لك العصمة فى جانب الكتاب والسنة ولم يضمنها لك فى الكشف والالهام! 'কুরআন ও হাদীছের দিক দিয়া আল্লাহ তোমার অভ্রান্তি ও সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, কাশ্ফ ও ইলহামের ভিতরে এরূপ কোন দায়িত্ব তোমার জন্য তিনি স্বীকার করেন নাই'।[১১]

১৯। তাপস সম্রাট হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্তীর (-৬৩২ হিজরী) উক্তি খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার উধৃত করিয়াছেন যে,

هر روز از آسمان دو فرشته فرود مى ايشد، يكے اسار ز بلند لدا كند اسه آدميان
و برپان اشنويد و بد هر كه فريضة خدائے عز و جل لكزرد ازز لهارى خدائے عز

---

৭. *আব্দুল মাজেদ দারইয়াবাদী, ইসলামী তাসাউওফ, পৃঃ ৯ - ১০ ।*
৮. *শারহে ফিকহে আকবর, পৃঃ ৬ ।*
৯. *ফাতহুল গায়েব, পৃঃ ১৬৭ ।*
১০. *আওয়ারিফুল মা'আরিফ ১, ২৮০ ।*
১১. *আল-মাদখাল, পৃঃ ৩/৩০৮ ।*

وجل بیدون افقد، فرشتۃ دوم بر قام حظیرہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم بابتد
وندا کند: اے آدمیان بدالید وبشنوبہ ھر کہ سئتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم لگزارد یاٗلجاوز کند، از شفاعت بی بھرہ ماٗلد-

'প্রত্যেক দিবস দুইজন ফেরেশতা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তন্মধ্যে একজন উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন, মানব ও দানবগণ শ্রবণ কর, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবশ্যই প্রতিপালনীয় কোন আদেশ লংঘণ করিবে সে আল্লাহর হেফাযত হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। দ্বিতীয় ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র সমাধির গুম্বুজের উপর দাঁড়াইয়া ঘোষণা করেন যে হে মানবগণ! অবহিত হও, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতসমূহের অনুসরণ করেনা অথবা সীমা অতিক্রম করিয়া চলে সে শাফা'আত হইতে বঞ্চিত হইবে। উক্ত গ্রন্থে খাজা সাহেব কর্তৃক বর্ণিত দুইজন ওয়ালীউল্লাহ্র ঘটনাও উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন ওযুর মধ্যে আঙ্গুল খিলাল করা সুন্নাত বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং অপর ব্যক্তি মসজিদে দক্ষিণ পদের পরিবর্তে প্রথমে বামপদ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই দুই অপরাধের ফলে তাঁহারা অতিশয় লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন'।[১২]

২০। সুলতানুল মাশায়েখ হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশাবন্দী মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ বুখারীর (-৭৯১ হিজরী) উক্তি কাযী সানাউল্লাহ পানীপথী বর্ণনা করিয়াছেন যে হযরত খাজা আদেশ করিয়াছেন,

ھو عبادت کہ موافق سئت امت، ان عبادت مفید لاراست برائے ازالہ
رذائل عناصرہ تصفیۃ باطن وتزکھۃ لفس وحصرل قوب الھی، لھذا بدعت فی
العادات مثل بدعت قبیحہ اجتناب من کند کہ رسول فرمود صلی اللہ علیہ
وسلم: کل محدث بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ، پہ نتیجہ این حدیث آلست کہ:
کل محدث ضلالۃ، وبدیھی است کہ: لاشیٔ من الضلالۃ بھدایۃ فلاشیٔ من
المحدث بھدایۃ!

'হাদীছের ব্যবস্থামত যে ইবাদত প্রতিপালিত হয় তাহা ইন্দ্রিয়াদির নীচতার বিমোচন, অন্তর লোকের শোধন, আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা অর্জন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পক্ষে অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। অতএব জঘন্য বিদ'আতসমূহের ন্যায় ইবদতের বিদ'আতসমূহও বর্জন করিয়া চলিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, সমুদয় নব আবিষ্কৃত কার্য বিদ'আত এবং সমুদয় বিদ'আত বিভ্রান্তি গোমরাহী। অতএব এই হাদীছের সারকথা দাঁড়াইল এই যে, সমুদয় নব আবিষ্কৃত বিষয়ই গোমরাহী। আর এ কথাও সুস্পষ্ট যে, গোমরাহীর কোন অংশ বা প্রকরণের হিদায়েতের অবকাশ নাই, অতএব ইহা নিশ্পাদিত হইল যে, নব-আবিষ্কৃত বিষয়ের কোন অংশ বা প্রকরণে হিদায়েতের স্থান নাই। খাজা সাহেব আরও বলিয়াছেন,

ولمز آمدہ: ان القول لایقبل مالم یعمل بہ، وکلاھما لایقبلان بدون النیۃ،
والقول والعمل والنیۃ لایقبل مالم یوافق السنۃ، وپوں اعمال غیر مطابقہ سنت
مقبول لباشد، ثواب برآں مرلب لشود، واگر مشقت رادر حصول دفع رذائل
مماخلت بردے، رسول کریم صلی اللہ علنیہ وسلم ازلر منع لفرمودے،-

'ইহাও কথিত হইয়াছে যে, আমল না করা পর্যন্ত শুধু উক্তি গ্রাহ্য নয়, আবার উক্তি ও আচরণ সংকল্পের বিশুদ্ধতা ছাড়া গ্রাহ্য নয়। পুনশ্চ উক্তি, আচরণ এবং সকলের বিশুদ্ধতা হাদীছের নির্দেশ অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত গ্রাহ্য নয়। সুতরাং সুন্নাতের প্রতিকূল ইবাদত যখন গ্রাহ্য হয় না, তখন সে ইবাদত ছওয়াবও হইতে পারে না। আত্মশুদ্ধির জন্য কৃচ্ছ্রসাধনাই যদি উপকারী হইত তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছুতেই উহা নিষেধ করিতেন না। হযরত খাজা নকশাবন্দী আরও বলিয়াছেন,

اگر کسے گوید کہ ما بریاضت شاقہ ترقیات می بینھم ومکاشفات وصفائے
باطن می یابھم کہ الکاراں لمی لارانھم گرد، گفہ شود کہ کشف کرنیہ وخرق
عادات وتصرف در عالم کون وفساد از ریاضت دست دھد، الھذا حکمائے
اشراقمین وجوگیان ھید بدان متصف می شدلد واین کمالات از نظر اعتبار
اھل اللہ ساقط است، بجوے ئمی خوند، چہ رذائل لفس ودفع وقتل شیطان
ووساوس بے ثور سنت ممکن نیت: مخال است سعدی کہ راہ صفا، توان
رفت جزبر لشے مصطفے!

'যদি কাহারও এরূপ ধারণা হয় যে,আমরা কৃচ্ছ্রসাধনা দ্বারা উন্নতি লাভ করিয়া থাকি এবং কাশ্ফ ও আধ্যাত্মিক শোধন অর্জন করিতে পারি আর ইহা এরূপ প্রত্যক্ষীভূত যে, আমরা কিছুতেই এ কথা অস্বীকার করিতে পারিনা। তাহা হইলে একথার উত্তরে তাহাকে বলা হইবে যে, প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহে কাশ্ফ লাভ করা এবং তথাকথিত অপ্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত করা এবং সংহারশীল ও স্থিতিমান জগতে কোন ব্যতিক্রম সৃষ্টি করা যোগ ও তপস্যার সাহায্যে সম্পূর্ণ সম্ভবপর। গ্রীক ও রোমক দার্শনিক এবং ভারতের যোগসিদ্ধ পুরুষদের এরূপ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু মুসলমান সাধক মণ্ডলীর কাছে এ ক্ষমতার কোন মূল্যই নাই, একটি যবের খোসার বিনিময়েও তাঁহারা এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চাহেন না। কারণ আত্মশুদ্ধি অর্জন এবং শয়তান ও উহার ধোঁকার নিধনসাধন সুন্নাতের নূর ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়- হে সা'দী, মুছতফা (ছাঃ) পদাংকানুসরণ ছাড়া শোধন মার্গে অগ্রণী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।[১৩]

[দ্রষ্টব্য : লেখক প্রণীত 'আহলেহাদীছ পরিচিতি' গ্রন্থ, পৃঃ ১৪৩-১৫২]

---

১২. *দালীলুল আরেফীন, প্রথম মজলিস পৃঃ ৩-৫ ।*

১৩. *ইর্শাদুত তালেবীন, পৃঃ ২৮- ২৯ ।*

ইমাম বাগাবী (রহঃ)

-আব্দুল্লাহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আক্বীদা বা বিশ্বাস :

সালাফে ছালেহীনের মধ্যে যারা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে সঠিক আক্বীদা পোষণ করেছেন, ইমাম বাগাবী (রহঃ) তাদের অন্যতম। তাঁর গ্রন্থ সমূহের হাদীছগুলি পর্যালোচনা করলে আমাদের নিকট তা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। যেমন ইমাম মুসলিম বাব রচনা করেছেন باب تَصْرِيفِ اللَّهِ تَعَالَى الْقُلُوبَ كَيْفَ شَاء এই বাবে আল্লাহ্র দুই আঙ্গুলের মাঝখানে মানুষের কলবগুলিকে ইচ্ছামত আবর্তনের কথা বলা হয়েছে। ইমাম বাগাবী তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এ বিষয়ে পৃথক পৃথক বাব রচনা করেছেন। আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নাতে নববীতে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে তাবীল করা বা আল্লাহ্র সাথে কাউকে সাদৃশ্য করা প্রদান থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। ইমাম বাগাবী তাঁর شرح السنة গ্রন্থে বলেন, ويجب أن يعتقد أن الله عز اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته لا يجوز له اسم حادث ولا صفة حادثة– 'এটা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলীতে চিরন্তন। তাঁর নতুন নাম ও গুণাবলী কল্পনা করা বৈধ নয়'।[১]

ইমাম বাগাবীর সালাফে ছালেহীন-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, على منهاج السلف حلاً وعقداً 'তিনি আক্বীদা ও সমাধান তালাশের দিক দিয়ে সালাফে ছালেহীনের মানহাজের উপরে ছিলেন'।[২]

আল্লামা সুবকী বলেন, سالكا سبيل السلف 'তিনি সালাফে ছালেহীনের পথের অনুসারী ছিলেন'।[৩]

ইমাম নুক্বতা বলেন, إمام حافظ ثقة صالح 'তিনি ছিলেন ইমাম, হাফেয, বিশ্বস্ত ও সৎ'।[৪]

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী মিশকাতের মুকাদ্দামাতে বলেন, انه كان علي طريقة السلف الصالحين 'তিনি সালাফে ছালেহীনের পথে ছিলেন'।[৫]

ইমাম বাগাবী (রহঃ)-এর বৈশিষ্ট্য :

ইমাম বাগাবী (রহঃ)-কে কেউ বলেছেন, ركن الدين (দ্বীনের স্তম্ভ)। কেউ বলেছেন, قَامِعُ الْبِدْعَة (বিদ'আতের উৎখাতকারী)। তবে তাঁর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাঁর محيي السنة (সুন্নাহ্র পুনর্জীবনদানকারী) উপাধিটি তাঁর জীবন চরিতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। ইবনে খাল্লিকান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, ظهير الدين (তিনি) দ্বীনের সাহায্যকারী।[৬] তিনি আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং শাফেঈ মাযহাবের অন্যতম ইমাম। আলেমগণ তাঁর নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন। তবে ইমাম বাগাবী তাঁর ইমামের ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্ব করেননি। বরং তিনি দলীলের অনুসরণ করেছেন এবং তাদেরকে গ্রহণ করেছেন যারা অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র চূড়ান্ত উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণীকে একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করার আহবান জানিয়েছেন।

মনীষীগণের দৃষ্টিতে ইমাম বাগাবী (রহঃ) :

ইমাম বাগাবী (রহঃ) সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত সমূহ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

১. হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) বলেন,

وكان الشيخ الإمام، العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام، مُحيي السنة سيداً إماما عالماً علامة زاهداً وله القدم الراسخ في التفسير والباع المديد في الفقه-

'শায়খ, ইমাম, সুবিজ্ঞ, আর্দশবান, হাফেয, শায়খুল ইসলাম, সুন্নাহ্র পুনর্জীবনদানকারী বাগাবী ছিলেন নেতা, আলেম, দুনিয়া বিমুখ, বিজ্ঞ পণ্ডিত, তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর সুদৃঢ় পদচারণা, অগ্রগামীতা এবং ফিক্বহে দক্ষতা ছিল'।[৭]

২. আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন,

وبورك له في تصانيفه، لقصده الصالح، فإنه كان من العلماء الربانيين، ذا تعبد ونسك، وقناعة باليسير–

'ইমাম বাগাবী (রহঃ) এর সৎ বা নেক ইচ্ছার জন্য তাঁর রচনার মধ্যে বরকত প্রদান করা হয়েছে। কেননা তিনি অল্পে

---

১. *শারহুস সুন্নাহ ১/১৭৯-১৮০ পৃঃ।*
২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, পৃঃ ১০৩ ।*
৩. *তাবাক্বাতুশ শাফি'ইয়্যাহ আল-কুবরা ৭/৫৭ পৃঃ ।*
৪. *আল-বাগাবী মানহাজুহু ফিত-তাফসীর, পৃঃ ৩৫ ।*
৫. *ঐ, পৃঃ ৩৬ ।*
৬. *ওফায়াতুল আ'ইয়ান ২/৪৭ পৃঃ।*
৭. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, পৃঃ ১০৩।*

তুষ্ট, ধার্মিক, ইবাদতগুযার ও আল্লাহভীরু আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন'।[৮]

তিনি আরো বলেন,

كان إماماً في التفسير، إماماً في الحديث، إماماً في الفقه–

'তিনি তাফসীর, হাদীছ ও ফিকহ শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন'।

৩. ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, وكان علامة زمانه، دينـــاً، ورعاً، زاهـــداً، عابـــداً، صـــالحاً 'তিনি সমকালীন সুবিজ্ঞ আলেম, আল্লাহভীরু, দুনিয়ার প্রতি উদাসীন, আবেদ ও একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন'।[৯]

৪. ইবনু খাল্লিকান (রহঃ) বলেন, كان بحرا في العلوم 'তিনি ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র সদৃশ'।[১০]

৫. ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন,

المحدث المفسر صاحب التصانيف، عالم أهل خرسان–

'তিনি মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, লেখক ও একজন খুরাসানী আলেম'।[১১]

ইমাম বাগাবী (রহঃ)-এর ইবাদত ও তাক্বওয়া :

ইমাম বাগাবী (রহঃ) ছিলেন স্বল্পভোজী, শিষ্যগণের প্রতি অধিক ইহসানকারী এবং অত্যন্ত পরহেযগার ব্যক্তি। তিনি ছিলেন নীতিবান ও দ্বীনদার। তাঁর পরিধেয় পোশাক ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিছন্ন। তিনি অল্পে তুষ্ট ছিলেন। তিনি পবিত্রতা ছাড়া দারস প্রদান করতেন না। তিনি পোশাকের ক্ষেত্রে অতি সাধারণ ছিলেন। তিনি সূতী বস্ত্র পরিধান করতেন। তিনি ছোট টুপি বা পাগড়ী ব্যবহার করতেন।

তিনি আরো বলেন,

وكان مقتصدا في لباسه، له ثوب خام، وعمامة صغيرة–

'পোশাক-আষাকে তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি সূতী কাপড় ও ছোট পাগড়ী পরতেন'।[১২]

ইবনে খাল্লিকান বলেন, 'তিনি পবিত্রতা ছাড়া দারস প্রদান করতেন না।[১৩]

শাযারাতুয যাহাব প্রণেতা বলেন, كان سيدا زاهداً قانعا–

'তিনি ছিলেন নেতা, দুনিয়াবিমুখ ও অল্পে তুষ্ট'।[১৪]

ইমাম বাগাবী (রহঃ)-এর মাযহাব :

ইমাম বাগাবী (রহঃ) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তা নিয়ে রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে তেমন মতপার্থক্য দেখা যায় না। কেননা অধিকাংশ রিজাল শাস্ত্রবিদগণ তাকে শাফেঈ মাযহারের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন,

أن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما مذهبه فقد كان شافعياً بل من أئمة المذهب الشافعي

'তাঁর আক্বীদা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত-এর আক্বীদা। আর তাঁর মাযহাব হ'ল তিনি শাফেঈ ববং শাফেঈ মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন'।[১৫]

অবদান :

ইমাম বাগাবী (রহঃ) তাফসীর, হাদীছ ও ইলমে ফিকহে নানামুখী অবদান রেখে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। তিনি পরবর্তী আলেমদের জন্য এক মহান আদর্শ। তাঁর রচনাগুলি দলীলের দিক থেকে অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং ভাষাগত দিক থেকে অত্যন্ত সহজ। তিনি ছহীহ দলীলের নিকট আত্মসমর্পণকারী। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন,

كان يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين

'তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার দিকে মানুষকে আহ্বান করতেন। কেননা এই দু'টিই দ্বীনের মূল ভিত্তি'।[১৬]

তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করা হ'ল।

১. : এ গ্রন্থটি ইমাম শাফেঈর (রহঃ)-এর ফিকহের উপর রচিত। শাফেঈ মাযহাবের অন্যতম ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ এটি। ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর روضة الطـــالبين নামক গ্রন্থে ইমাম বাগাবীর উক্ত গ্রন্থ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থটিকে শিহাব আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ইস্কানদারী ৬৯৩ সালে বৃহৎ চার খণ্ডে সংক্ষেপায়িত করে ৫৯৯ হিজরীতে 'দারুল কুতুব আল-মিছরিয়াহ' থেকে প্রকাশ করেন।

২. ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন ,

معالم التنزيل وهو تفسير متوسط نقل فيـــه عـــن مفـــسري الصحابة و التابعين و من بعدهم–

'মা'আলিমুত তানযীল মধ্যম মানের একটি তাফসীর গ্রন্থ। তিনি এই গ্রন্থে ছাহাবী, তাবেঈ ও তাদের পরবর্তী মুফাসসিরগণের নিকট থেকে নকল করেছেন'।[১৭]

---

৮. তাবাকাতুল মুফাসসিরীন ১/১৬১ পৃঃ ।
৯. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়হা ১২/২৩৮ পৃঃ।
১০. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ২/১৩৬ পৃঃ ।
১১. শাযারাতুয যাহাব ৪/৪৯ পৃঃ ।
১২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা , পৃঃ ১০৩।
১৩. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ২/১৩৬ পৃঃ ।
১৪. শাযারাতুয যাহাব ৪/৪৮ পৃঃ ।
১৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা পৃঃ ১০৩ ।
১৬. তাবাকাতুল মুফাসসিরীন ১/১৫৪ পৃঃ।
১৭. মাজমা'উল ফাতওয়া ২/১৯৩ পৃঃ ।

ইমাম বাগাবী (রহঃ)-এর উক্ত তাফসীর সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন তাফসীর কুরআন ও হাদীছের নিকটবর্তী। তিনি উত্তর প্রদান করে বলেন,

أما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها، فأسلمها من البدعة والاحاديث الضعيفة البغوي –

'জিজ্ঞাসিত তিনটি তাফসীরের মধ্যে বাগাবীর তাফসীর হ'ল বিদ'আত ও যঈফ হাদীছ হতে মুক্ত বা নিরাপদ'।[১৮] ইমাম বাগাবী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে কুরআনের অর্থ বুঝার জন্য কুরআন দ্বারা অথবা হাদীছ দ্বারা অথবা ছাহাবীগণের কথার দ্বারা অথবা তাবেঈন ও মুজতাহিদগণের মতামত দ্বারা আয়াতসমূহের ব্যখ্যা করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে বিভিন্ন ক্বিরাআতের উল্লেখ করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে অনেক ইসরাঈলী বর্ণনা ও প্রদান করেছেন।[১৯]

৩. شرح السنة : এখানে তিনি প্রায় ৪৪২২টি হাদীছ সন্নিবেশন করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি জটিল ও সন্দেহযুক্ত হাদীছের বিশ্লেষণ ও সমাধান পেশ করেছেন। দুর্বোধ্য হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং হাদীছের আহকাম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর এই কিতাবটি ফিক্বহের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ। তিনি এই গ্রন্থে আলেমদের মতামত তুলে ধরেছেন। হাদীছের সনদ উল্লেখ করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে ছাহাবী, তাবেঈ, ইমামগণ ও মুজতাহিদগণের মতামত তুলে ধরেছেন। এই কিতাবের ভূমিকায় ইমাম বাগাবী (রহঃ) বলেন,

شرح السنة يتضمن ان شاء الله كثيرا من علوم الحديث فوائد الاخبار المروية عن رسول الله صلي الله عليه و سلم من حل مشكلها–

'শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থটি প্রচুর হাদীছ সম্বলিত ও সমস্ত সমস্যা নিরসনে রাসূল (ছাঃ) হাদীছই একমাত্র অবলম্বন হিসাবে সন্নিবেশিত হয়েছে'।[২০]

৪. مشكاة المصابيح/ : এটি হাদীছ শাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের জন্য ইমাম বাগাবীর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি খ্যাতি লাভ করেন। এই গ্রন্থে তিনি অনেক হাদীছের সন্নিবেশ ঘটান। তবে সনদ উল্লেখ করেননি। এই কিতাবে তিনি বিষয়বস্তুর ক্রমানুযায়ী হাদীছ সংকলন করেছেন। প্রতি বাবে প্রথমে ছহীহ হাদীছ অর্থাৎ ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম-এর হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তারপর হাসান হাদীছ অর্থাৎ সেই সকল হাদীছ যা সুনানে আবু দাঊদ, জামে তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থে অনেক গরীব হাদীছও রয়েছে। তবে তিনি বিতর্কিত হাদীছ থেকে বিরত থেকেছেন। বিশেষ করে তিনি হাদীছে মুনকার, মাওযূ হাদীছ সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করেছেন।

তাঁর এই গ্রন্থে সর্ম্পকে তাফসীরে বাগাবীতে বলা হয়েছে,

هو كتاب حديث جيد في معناه معتمد علي نقله–

'এটি হাদীছের একটি সুন্দর ও প্রামাণ্য গ্রন্থ'।[২১]

এই কিতাব সম্পর্কে ইমাম বাগাবী আরো বলেন, 'এই কিতাব লেখার উদ্দেশ্য হ'ল শরী'আতপন্থী লোকদের জন্য এমন একটি সম্পদ প্রস্তুত করা যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্য তাদের সাহায্য করতে পারে'। কিতাবটি বুলাক (১২১৪ হিঃ) ও কায়রোতে (১৩১৮ হিঃ) মুদ্রিত হয়েছে। খতীব তাবরীযী সম্পাদনা করেছেন। তিনি প্রায় প্রত্যেক বাবে হাসান হাদীছ সংযোজন করেছেন এবং এর নাম প্রদান করেছেন মিশকাতুল মাছাবীহ। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটির অনেক সংস্করণ বের হয়েছে। ইংরেজী সংস্করণও কলিকাতায়

১৮. *ঐ ২/১৯৩ পৃঃ।*
১৯. *আল-বাগাবী মানহাজুহু ফিত-তাফসীর, পৃঃ ৭৮।*
২০. *শারহুস সুন্নাহ ২/২ পৃঃ।*
২১. *রওযাতুল জান্নাহ ৩/১৮৮ পৃঃ।*

এ.এন. মেথিউস ১৮০৯ সালে প্রকাশ করেন। সর্বশেষ ১৮৯৯ সালে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী তাহক্বীককৃত মিশকাত মাকতাবায়ে ইসলামী বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়াও তিনি হাদীছ শাস্ত্রের অনেক বই জাতিকে উপহার দিয়েছেন। তন্মধ্যে الجامع بين الأنوار في شمائل المختار, الصحيحين الأربعين حديثا বইগুলি অন্যতম।[২২]

ইন্তিকাল :

তিনি খুরাসানের নিকটবর্তী শহর মারবুর রওজ নামক স্থানে শাওয়াল মাসে ৫১৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে তাঁর শিক্ষক শায়খ হুসাইন মাক্বুবুরাহ আত-তালকান-এর কবরের পাশে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মোটামুটি ৭০-এর অধিক হয়েছিল বলে মুহাদ্দিছগণ উল্লেখ করেছেন।[২৩] কিন্তু ইবনে খাল্লিকান তাঁর মৃত্যু সাল ৫১০ হিঃ বলে উল্লেখ করেছেন।

সুবকী ৫১৬ হিঃ বলেছেন।[২৪]

তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ প্রনেতা বলেন, তিনি ৮০ বছর অতিবাহিত করেছিলেন।[২৫]

তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ

ইমাম বাগাবী (রহঃ) একজন উচুঁ মানের মুফাসসির। তাফসীরে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর তাফসীরে বাগাবীই মূলত মা'আলিমুত তানযীল একটি মধ্যম মানের তাফসীর গ্রন্থ।

এ গ্রন্থটি অনেকবার বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে। সর্বশেষ বোম্বে থেকে দুই খণ্ডে ১৩০৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৯১ সালে এর একটি সংস্করণ বের হয়।[২৬]

তিনি এই তাফসীরে ছাহাবী, তাবেঈ ও তাদের পরবর্তী বিখ্যাত মুফাসসিরদের কথা নকল করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে কুরআনের বাণীকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ছহীহ হাদীছকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

শায়েখ ড. ছালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযানকে ইমাম বাগাবীর 'তাফসীরে বাগাবী' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

هذا كتابٌ جليلٌ، وهو على مذهب أهل السُّنة والجماعة، فهو تفسيرٌ جليلٌ، ومرجعٌ قيِّمٌ.

'এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পদ্ধতি অনুযায়ী লিখিত। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর ও মূল্যবান তথ্যভাণ্ডার' *(সূত্র : ইন্টারনেট)*।

তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য এত অধিক পরিমাণ ছিল যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তিনি এমন এক পদ্ধতিতে কুরআনের আয়াতের তাফসীর করেছেন, যে পদ্ধতি সালাফে ছালেহীন ব্যবহার করেছেন।

তাঁর এই তাফসীর পর্যালোচনা করলে কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন :

১. তিনি এই তাফসীরে অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। আয়াতের ব্যাখ্যা খোলাছা করার জন্য তিনি দলীল হিসাবে আয়াত, হাদীছ, ছাহাবীগণের কথা ও তাবেঈন-এর উক্তি উল্লেখ করেছেন।

২. তিনি কোন স্থানে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ তাফসীর করেছেন আবার কোন স্থানে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন (غير المغضوب عليهم) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, الغضب অর্থাৎ আল্লাহদ্রোহীদেরকে শাস্তি দেয়া'।[২৭]

৩. আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট কারণ, কাহিনী ও বিষয়বস্তুকে সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন।

৪. তিনি সুন্নাত পালনকারীদের রায় পর্যালোচনা করেছেন এবং যারা সুন্নাতের বিপরীত মতামত ব্যক্ত করে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য দলীল পেশ করেছেন ।

৫. তিনি আহকাম বর্ণনার ক্ষেত্রে ফকীহদের মতামত উল্লেখ করেছেন। সকল ক্ষেত্রে তিনি শাফেঈ মাযহাবের ফকীহদের প্রাধান্য দিয়েছেন।

৬. তিনি তাঁর তাফসীরে বিভিন্ন তাফসীর থেকে অনেক বর্ণনা এনেছেন। উদ্দেশ্য হ'ল মিথ্যা তাফসীরের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক।

উপসংহার :

ইমাম বাগাবী (রহঃ) ছিলেন হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্যতম হাদীছ সমালোচক, হাফিয, মুহাদ্দিছ, ইমাম ও ফক্বীহ। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীছ পর্যালোচনা করেছেন। তিনি শিক্ষালাভ করার জন্য অসংখ্য দেশ ভ্রমণ করেছেন। ও শিক্ষকদের নিকট গমন করেছেন। তিনি অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সংকলিত মাসাবীহুস সুন্নাহ একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ তাফসীরে বাগাবী। এই গ্রন্থ দুটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর সকল গ্রন্থ কুরআন ও সুন্নাহ-এর আকর।

[লেখক : এম.এ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

---

২২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা পৃঃ ১০৩।*
২৩. *ঐ, পৃঃ ১৪৪ ।*
২৪. *তাবাক্বাতুশ শাফি'ইয়্যাহ ৭/৬৭ পৃঃ।*
২৫. *তাযকিরাতুল হুফ্ফায পৃঃ ৪৫৭।*
২৬. *দায়েরাতুল মা'আরিফ ২/২৮ পৃঃ ।*
২৭. *আল-বাগাবী : মানহাজুহু ফিত-তাফসীর, পৃঃ ১৩৪।*

শিশু-কিশোরদের উপর নৃশংস নির্যাতন : কারণ ও প্রতিকার

-মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

(৩য় কিস্তি)

ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য :

সংস্কৃতির অর্থ উৎকর্ষ, অনুশীলন বা সংশোধন। ইংরেজীতে `Culture' এবং আরবীতে 'তাহযীব' বা 'ছাকাফাহ' বলে। বাংলায় সংস্কৃতি শব্দটির পরিবর্তে কৃষ্টি ব্যবহৃত হয়। 'কর্ষণ' থেকে কৃষ্টি এবং `Cultivation' থেকে `Culture' শব্দ এসেছে। আর কর্ষিত জীবনের স্বরূপকে কৃষ্টি বলা হয়। যমীনকে যেমন কর্ষণ করে আগাছা, পরগাছা, ঝোপ-জঙ্গল থেকে পরিষ্কার করে চাষোপযোগী করা হয়, তেমিন সোনামণি তথা প্রত্যেক মানব জীবনকে ইসলামী ভাবধারায় কর্ষণ করে সত্যিকারে রুচিসম্মত ও আদর্শবান করে গড়ে তোলার সিস্টেমই ইসলামী কৃষ্টি বা সংস্কৃতি। সংস্কৃতি শব্দটি অতি ব্যাপক। সাধারণ মানুষের কাছে কালচার হ'ল শিষ্টাচার বা ভদ্রতা। মি. ফিলিপস বাগবীর মতে, 'কালচার বলতে যেমন চিন্তা ও অনুভূতির সবগুলো দিক বুঝায়, তেমনি কর্মনীতি, কার্যপদ্ধতি এবং চরিত্রের সবগুলো দিককে পরিব্যাপ্ত করে। মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকে বলা হয় 'সংস্কৃতি' *(মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, জীবন দর্শন, পৃঃ ৩৮)*।

বর্তমান সমাজে সংস্কৃতি বলতে আমরা নাচ, গান, বাজনা, নাটক ও বিচিত্রানুষ্ঠানকে বুঝে থাকি। এ ধারণা সঠিক নয়। মানুষের জীবনের সকল দিক, তৎপরতা, আচার-ব্যবহার, লেনদেন, খাওয়া-দাওয়া, যৌন ক্রিয়াকলাপ, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। আর ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান (Islam is the complete and well-balanced code of life)। ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠে তাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা হয়। মানব জীবনের আনুষঙ্গিক উপকরণগুলোর সৌন্দর্যবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিশীলন শুধু নয়; বস্তুতঃ সামগ্রিক মানব জীবনকে সুন্দরভাবে, মহত্তর, মহিমাময় করে তোলাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য।

ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ :

(১) ইসলামী সংস্কৃতি শিরক-বিদ'আত বর্জিত। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের দর্শনের ভিত্তিতে এর মযবুত প্রাসাদ নির্মিত।

(২) এটি অত্যন্ত কল্যাণকর ও মানবতাবাদী সংস্কৃতি।

(৩) ইসলামী সংস্কৃতি পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র।

(৪) এটি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত।

(৫) সকল সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতামুক্ত।

(৬) সর্বকালের ও সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য।

(৭) দুনিয়া ও আখেরাতের সমন্বিত সংস্কৃতি।

সুধী পাঠক! আসুন, আমরা আমাদের সন্তানদের ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিয়ে প্রকৃত ইসলামী আদর্শে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই এবং আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে তাঁর সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন-আমীন!

শিশু-কিশোরদের মনোজগৎ ও তার চাহিদা :

চাহিদা-১ : সুধী পাঠক! আমাদের মাথার উপর যে আকাশ রয়েছে তার চেয়ে বিস্তৃত ও বিশাল আকাশ আছে প্রতিটি সোনামণির মনের মাঝে। মনের আকাশ দেখার জন্য বাহ্যিক চোখের প্রয়োজন হয় না, থাকতে হয় অন্তর্দৃষ্টি। আর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ সৃষ্টিতে থাকা চাই একাগ্রতা ও অধ্যবসায়। অধ্যবসায় সৃষ্টি হয় স্বপ্ন থেকে। স্বপ্ন মানুষকে মোহিত করে অনেক উপরে নিয়ে যায়। স্বপ্ন দু'প্রকার। যথা : (১) ঘুমের মধ্যে দেখা স্বপ্ন। (২) জেগে থেকে দেখা স্বপ্ন। ঘুমিয়ে থেকে দেখা স্বপ্ন নিজস্ব নয়। জেগে থেকে দেখা স্বপ্ন সম্পূর্ণ নিজের। জেগে থেকে দেখা স্বপ্নই প্রকৃত স্বপ্ন। এই প্রকৃত স্বপ্ন মানুষকে ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়, তাকে আনন্দিত করে। শিহরিত করে হৃদয়াভ্যন্তরে। উচ্চ শিখরে পৌঁছতে সহযোগিতা করে। অনেক উপরে যেতে সহযোগিতা করে। এই স্বপ্নই নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য এবং দেশের জন্য এমনকি বিশ্বের জন্যও হ'তে পারে। শিশু-কিশোররা তাদের মধ্যে অসংখ্য কল্পনা থেকে নতুন নতুন স্বপ্ন দেখে। কল্পনা ও স্বপ্নগুলো মেধা ও মননের দ্বার উন্মুক্ত করে। সুপ্ত মেধাকে করে বিকশিত। শিশুদের মনের আকাশ যতটা সংবেদনশীল তার চেয়ে অধিক কোমল ও স্বচ্ছ। স্বচ্ছ আকাশে স্বপ্নের উজ্জ্বল তাঁরার সম্মেলন ঘটানো অত্যাবশ্যক।

শিশু-কিশোরদের মনটাকে কাজ দিতে হবে। তাহ'লে সে ভাল থাকবে। সুস্থ ও সুন্দর থাকবে। শিশু-কিশোররা ভবিষতে কি হবে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, কেউ প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, কেউ আবার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কেউ হাফেয, ক্বারী, মাওলানা, ইমাম ইত্যাদি হওয়ার স্বপ্নের আশা ব্যক্ত করে থাকে। মানুষকে মানুষ হওয়ার জন্য দো'আ ও সহযোগিতা করতে হয়। গরু-ছাগল পশু-পাখি এমনিতে পশু-পাখি, তাদের এজন্য কোন প্রকার দো'আ ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না। শিক্ষকেরা শিশু-কিশোরদের প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ার অন্যতম ভূমিকা রেখে থাকে। আমরা বর্তমান সমাজে দেখতে পাচ্ছি শিশুরা একটা অস্থির সময় পার করছে। কেউবা হচ্ছে মাদকাসক্ত আবার কেউবা পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করছে। কতিপয় অসচেতন বিপদগামী শিক্ষকের কারণে অনেক বেশী মার্কস

পাওয়ার লোভে কোমলমতি মেয়ে শিশু ও ছাত্রীরা কুরুচিপূর্ণ শিক্ষকদের লালসার শিকার হচ্ছে। আবার কোন কোন অভিভাবক সন্তানদের সামনে নেশাদার দ্রব্য সেবন করছে। এসব পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সকলকে সচেতন হ'তে হবে। শিশু-কিশোরদের মনের হাযারো স্বপ্নকে সুন্দরভাবে পালনের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া আমাদের সকলের দায়িত্ব। শিশুদের মনোজগত হৌক আরও সুন্দর, স্বপ্নময়। তাদের চরিত্র হোক আদর্শময়, সুশৃঙ্খল ও স্বার্থক। এটাই আমাদের কামনা হওয়া উচিত।

চাহিদা-২ : আমরা সবাই জানি শিশুরা হাসতে শেখার আগে কান্না শেখে। কান্না দ্বারা তার প্রয়োজন প্রকাশ বা চাহিদা জানায় এবং হাসি দ্বারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। জন্মের পরই শিশুরা কতকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হয়। যেমন- (১) সুরক্ষিত কোলাহলহীন ছন্দময় সুন্দর বাসস্থান থেকে সমস্যাবহুল কোলাহলপূর্ণ পৃথিবীতে আগমন ঘটে। (২) তার খাদ্যের পথ ও পদ্ধতি বদলে যায়। (৩) নিজেকেই শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের দায়িত্ব পালন করতে হয়। (৪) শারীরিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। (৫) সবকাজে অন্যের বিশেষ সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। শিশু তার মায়ের গর্ভে সবসময় হৃদপিণ্ডের ছন্দময় পানির ভিতর ডুবে থাকে। ফলে মায়ের চলাফেরা ও ঝাঁকুনি থেকে রক্ষা পায়। মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকৌশল কতই না সুন্দর!

সুধী পাঠক! আমরা জানি, মায়েরা তার শিশুকে নিজের অজান্তে বাম বুকে রাখেন। আর হৃদপিণ্ডের অবস্থান তো বুকের বাম পাশেই। মায়ের কোলে গেলেই শিশু শান্ত হয়, তার কারণ মাতৃগর্ভে যে স্পন্দনে শিশু আবিষ্ট ছিল সে স্পন্দন কানে লাগতেই সে শান্ত হয়ে যায়। বাম স্তনের অবস্থাও হৃদপিণ্ডের উপরে। তাই শিশুকে মায়ের কাছে রাখলেই তার মন ভাল থাকে ও চাহিদা পূরণ হয় এবং বিনো সূতী মালার সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়। শিশুরা একটু বড় হ'লেই তার মনটাকে ভাল কাজের দিকে একটু একটু করে পরিচিত করে দিতে হবে। মনটাকে শূন্য রাখা যাবে না। ইংরেজীতে বিখ্যাত একটি প্রবাদ রয়েছে 'Empty mind is divils workshop' অর্থাৎ 'শূন্য মন শয়তানের কারখানা'। কথাটি বড়ই তিক্ত, কিন্তু বাস্তব সত্য। আমরা আমাদের শিশুদেরকে ছোট বলে কর্মহীন অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে থাকি। ফলে ধীরে ধীরে তারা খারাপের দিকে ধাবিত হয়। তাই তাদের মনটাকে সর্বদা কাজ দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ 'নিশ্চয় মানুষের মন মন্দপ্রবণ' *(ইউসুফ ১২/৫৩)*। তাই ধরে নেওয়া যায় মানুষের মন বেশীর ভাগ সময় খারাপ কাজের দিকে ধাবিত হয়। আর তার নৈতিক সত্তা বা বিবেক তাকে বাধা দেয়। আর শিশুদের সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

শিশুর মনটাকে কাজ দেওয়া এবং বশে আনার উপায় :

(১) শিশুদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ অনুযায়ী সাত বছর বয়স থেকে ছালাতের প্রশিক্ষণ দেওয়া। সূর্য উঠার পূর্বে ফজর থেকেই একজন সোনামণির প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ছালাত আদায় করতে হ'লে ভোরে উঠতে হবে, দাঁত মাজতে হবে, টয়লেটে যেতে হবে, ওযূ করে ছালাতের প্রস্তুতি নিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي 'আমাকে স্মরণ রাখার জন্য ছালাত কায়েম কর' *(ত্বহা ২০/১৪)*।

(২) প্রতিটি কাজের পূর্বে দো'আ ও তাসবীহের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং রামাযানে একটু একটু করে ছিয়াম পালনের অভ্যাস করানো।

(৩) মুখ ও মনকে একসাথে কাজে লাগানো। চুপি চুপি মন ছালাতে বেশী ঘুরপাক খায়। একটু শব্দ করে কুরআন পাঠ, বই পড়া, বক্তৃতা ও তাসবীহ পাঠ করলে মুখ ও মন একসাথে কাজ করে।

(৪) সব সময় সকল প্রকার কুচিন্তা ছেড়ে সুচিন্তায় মগ্ন থাকার প্রশিক্ষণ দিতে হবে পরিবার থেকে। শয়তান মানুষের দুর্বল ও অসহায়ত্বের মধ্যে কুচিন্তা ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌র স্মরণে কুচিন্তা দূর হয়ে যায়।

(৫) সমস্ত প্রকার বিপদ, সমস্যা ও ঝামেলা এবং আনন্দঘন খুশীর মুহূর্তে আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় ভরসা করা কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 'আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা মুমিনের কর্তব্য' *(আলে ইমরান ৩/১২২)*। অতএব সন্তানকে উত্তম চরিত্রবান করে গড়ে তোলার জন্য উল্লেখিত ৫টি নীতির যথাযথ অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

[লেখক : প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি ও সিনিয়র অফিসার, মানব শক্তি বিভাগ, খুলনা বিমানবন্দর, খুলনা]

তাওহীদ ম্যারেজ মিডিয়া

দ্বীনদার-পরহেযগার ও ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন পাত্র-পাত্রীর সন্ধান এবং বিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

রেজিস্ট্রেশনের জন্য আপনার বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত প্রেরণ করুন অথবা নির্ধারিত ফরম পূরণ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ফরম আমাদের অফিস অথবা ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করুন।

রেজিস্ট্রেশন ফী : ৫০০ টাকা

যোগাযোগের সময়

প্রতিদিন আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত

ঠিকানা

তাওহীদ ম্যারেজ মিডিয়া

নওদাপাড়া মাদরাসা (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭০৭-৬৬৬৬১৪ (বিকাশ)।

ইমেইল : tawheedmarriagemedia@gmail.com

ওয়েব লিংক : www.at-tahreek.com/tmmedia

Contents

একজন সত্যিকার ‘গ্রেটেস্টে’র বিদায়

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

একজন মানুষ তখনই অপরের হৃদয়ে স্থান করে নেয়, যখন সে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে দ্বিধাহীনচিত্তে অপরের জন্য প্রাণ উজাড় করে দিতে পারে। বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মুহাম্মাদ আলী ক্রীড়াজগতের ক্ষুদ্র আঙিনা থেকে বের হয়ে এসে সমগ্র মানুষের একান্ত আপন হয়ে উঠেছিলেন জীবনের কঠিনতম মুহূর্তেও মানবতার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে পারার এই মহৎ গুণ থেকেই। কোন ভনিতার আশ্রয় না নিয়ে অকপটে সত্য বলতে পারা, নিজের বিশ্বাসের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রবল নৈতিক শক্তি তাঁকে সাধারণের কাতার থেকে নিয়ে গেছে অনেক ঊর্ধ্বে। ১৯৪২ সালে আমেরিকার লুইসভিল কেন্টাকিতে জন্মগ্রহণকারী ক্যাসিয়াস ক্লে ১৯৬০ সালে বক্সিং জগতে আবির্ভূত হন। একই সালে রোম অলিম্পিকে সোনা জিতে আলোড়ন তোলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। তাঁর নতুন পরিচয় সবাই সহজে মেনে নিতে পারেনি। বড় বড় স্পন্সর মুখ ফিরিয়ে নিল। ১৯৬৭ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে যাওয়ার ডাক এল। কিন্তু তিনি মানবতার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে জড়াতে অস্বীকার করলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, ‘যুদ্ধ কুরআনের শিক্ষাবিরুদ্ধ। আমরা (মুসলিমরা) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নামে ঘোষিত যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে অংশ নিতে পারি না। আমি খৃষ্টান বা কোন অমুসলিমদের ঘোষিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব না’। তিনি আরও বললেন, ‘ভিয়েতনামীদের সাথে আমার কোন ঝগড়া নেই। আমাকে তারা সেনাবাহিনীর উর্দি পরে নিজের বাড়ি থেকে দশ হাযার মাইল দূরে গিয়ে বাদামী ভিয়েতনামীদের উপর বোমা এবং বুলেট নিক্ষেপ করতে কেন বলে, যখন লুইসভিলে তথাকথিত ‘নিগ্রো’দের সাথে কুকুরের মত আচরণ করা হয় এবং তাদেরকে ন্যূনতম মৌলিক অধিকার পর্যন্ত দেয়া হয় না’? তিন তিনবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর ৪র্থ দফায় তাঁকে শাস্তিস্বরূপ জেলে পাঠানো হল। তাঁর খেতাব কেড়ে নেয়া হ’ল। ক্যারিয়ারের স্বর্ণালী মুহূর্তে ৩ বছরের জন্য বক্সিং লাইসেন্স কেড়ে নেয়া হল। সকল সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করা হল। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেন। এতে তাঁর কোন আক্ষেপও ছিল না। তিনি বলেন, ‘আমি পুরস্কার ছুড়ে ফেলিনি। আমি তা হারাইওনি। যদি আমার স্বাধীনতাই না থাকে, তাহলে শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার দিয়ে আমি কি করব?’। একজন কালো তরুণ এভাবে স্রেফ নিজের নৈতিক অবস্থানের উপর অবিচল থাকতে অর্থ-সম্পদের হাতছানি, খ্যাতি, প্রিয় খেলা অবলীলায় পদদলিত করলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর এই আপোষহীন অবস্থান সারা আমেরিকায় সাড়া ফেলে দেয়। কারামুক্তির পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সভা-সমিতিতে তাঁর ডাক আসতে থাকে। শীঘ্রই তিনি আমেরিকায় মানবাধিকারের পক্ষে একজন শক্তিমান বক্তায় রূপান্তরিত হন। পরিণত হন বক্সিং-এর চ্যাম্পিয়ন থেকে ‘জনগণের চ্যাম্পিয়নে’। বিবিসির চোখে স্বীকৃতি পান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া ব্যক্তিত্বে। নিজেকে ‘দ্যা গ্রেটেস্ট’ বলার হিম্মতটা তাই কখনও তাঁর জন্য বাগাড়ম্বর মনে হয়নি। গিনেস বুক অব রেকর্ডস জানাচ্ছে, সাম্প্রতিক পৃথিবীতে আর কোন মানুষকে নিয়ে এত ভাষায় এত কথা বলা হয়নি, যতটা হয়েছে আলীকে নিয়ে। ১৯৭৭ সালে তিনি ঘোষণা করেন, বক্সিং ক্যারিয়ার শেষে তিনি বাকি জীবন ‘আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে’র প্রস্তুতির জন্যই ব্যয় করবেন। মানুষের মাঝে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেয়ার মনস্থ করেন। তিনি বলেন, ‘মানবসেবার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর এই পৃথিবীতে অবস্থানের ভাড়া মেটাই’।

নিজ ধর্ম এবং আত্মপরিচয় ছিল তাঁর কাছে সবার ঊর্ধ্বে। মুসলমান হওয়ার পর তাঁর ইসলাম পূর্ব নামে কোথাও ডাকা হলে ভীষণ ক্ষুব্ধ হতেন। মুহাম্মাদ আলী না বলে পুরানো নাম ক্যাসিয়াস ক্লে বলায় প্রতিপক্ষ নর্টনকে নক আউট করতে গিয়ে তাঁকে একেকটা ঘুষি মারছিলেন আর বলছিলেন, ‘হোয়াট ইজ মাই নেম’। নিজের মুসলিম পরিচয়কে সর্বত্র তুলে ধরতে পসন্দ করতেন। বহু মানুষ তাঁর মাধ্যমে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসেছেন। ইসলাম এবং মুসলমানদের স্বার্থের প্রশ্নে সবসময় তিনি অগ্রগামী ছিলেন। ফিলিস্তীনের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে তিনি ছিলেন একজন সোচ্চার কণ্ঠ। শান্তির বার্তা নিয়ে ছুটে গেছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। তাঁর বাগবৈদগ্ধ এবং কাব্যপ্রতিভাও ছিল অসামান্য। তাঁর বহু উক্তি স্মরণীয় উক্তি হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে। মুহাম্মাদ আলী আজীবন বেঁচে ছিলেন অকপট সাহস, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্রোহ, মানবতার মুক্তির বার্তা বহনকারী হিসাবে। ইসলামের পরশ তাঁর মনন ও চেতনায় দান করেছিল অনন্য সৌন্দর্য। তিনি চলে গেছেন বটে, কিন্তু বিশ্বের তাবৎ কালো, নিপীড়িত এবং মুক্তিকামী মানুষের কাছে তিনি বহুদিন বেঁচে থাকবেন সাহস ও অনুপ্রেরণার উজ্জ্বল প্রতীক হিসাবে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে উচ্চ স্থান দান করুন। আমীন!

আমি সিগারেট খাই না, কিন্তু আমি পকেটে একটি ম্যাচ রাখি এজন্য যে, যখনই আমার অন্তর পাপের দিকে ধাবিত হয়, আমি ম্যাচের কাঠিতে আগুন ধরিয়ে আমার হস্ততালুতে চেপে ধরি আর বলি, হে আলী! তুমি এই সামান্য ম্যাচের কাঠির আগুন সহ্য করতে পারছ না, তাহ’লে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন তুমি কিভাবে সহ্য করবে?

-বক্সার মুহাম্মাদ আলী

Contents

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুখপত্র মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর ফৎওয়া সমূহ

(১) আগস্ট ২০০০ প্রশ্ন (২৪/৩২৪) : বর্তমানে বাংলাদেশে একটি দলের নাম শুনা যাচ্ছে। যাদের দাবী সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না এবং এজন্য তারা গোপনে বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং দিচ্ছে বলে শুনা যাচ্ছে। আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করি। আমরা কি ঐ দলে যোগ দিতে পারি?

-ইউনুস আলী, সাং ও পোঃ ফিংড়ী, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না কথাটি ঠিক নয়। কারণ ইসলাম কায়েমের মূল মাধ্যম হচ্ছে 'দাওয়াত'। যার দায়িত্ব সকল নবী পালন করেছেন। আমাদের নবী (ছাঃ) তাঁর জীবনের প্রথম ১৩ বৎসর মক্কায় স্রেফ দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর মাদানী জীবনে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি পান। যা কেবল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ছিল। যা ছিল প্রতিরক্ষামূলক কিংবা শান্তিচুক্তি ভঙ্গ অথবা ইসলামী দাওয়াত প্রত্যাখান করার কারণে। কোন পাপী মুসলমান বা মুনাফিকের বিরুদ্ধে তাঁর কোন যুদ্ধ ছিল না। বরং মৌখিক কালেমার দাবীদারকে তিনি মুসলিম বলেই গণ্য করতেন।... অতএব 'বাংলাদেশে মৌখিক ও আন্তরিকভাবে কালেমা পাঠকারী জনগণ ও নেতাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। ... কোনরূপ জঙ্গী দলের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কোন স্তরের নেতা-কর্মীর যোগদান করা বৈধ হবে না'।

(২) ফেব্রুয়ারী ২০১৩ প্রশ্ন (৪০/২০০) : সম্প্রতি 'যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা' নামে সশস্ত্র জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে বাজারে বই ছাড়া হয়েছে। সেখানে আপনাদের প্রকাশিত কিছু বই যেখানে মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের বিপক্ষে বক্তব্য রয়েছে, তার তীব্র সমালোচনা করে আপনাদেরকে এ যুগের শয়তান, ইহূদীদের এজেন্ট ইত্যাদি বলা হয়েছে। অমনিভাবে ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে জনৈক তরুণ মুফতীর (জসীমুদ্দীন রহমানী) গরম গরম বক্তৃতায় ও লেখনীতে উৎসাহিত হয়ে অনেক আহলেহাদীছ তরুণ ঐ দলে ভিড়ে যাচ্ছে। তারা বলছে আপনারা ছহীহ হাদীছ মানেন ঠিক আছে, কিন্তু ইসলাম বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন না। অনেকে বলছে, আপনাদের আক্বীদা ভাল, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য আপনাদের কোন পদক্ষেপ নেই। এ বিষয়ে আপনাদের জবাব কি?

-নাজমুল হাসান, লালবাগ, ঢাকা।

উত্তর : ভুয়া নাম-ঠিকানা সম্বলিত সুদৃশ্য মলাটে মোড়ানো ২২৪ পৃষ্ঠার উক্ত বইটি সম্প্রতি আমাদের কাছে এসেছে। পুরো বইটিতে যে প্রচার হিংসা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়ানো হয়েছে, তাতে পরিচয়হীন এই লেখকের অসৎ উদ্দেশ্য পরিষ্কার। যদিও তার লেখনীর মধ্যেই তার দাবীর বিরুদ্ধে জওয়াব বিদ্যমান। যেমন তিনি সূরা তওবা ৫ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ভূপৃষ্ঠের যেখানে মুশরিকদের পাও, তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর' হারাম শরীফ ব্যতীত' *(পৃঃ ৯২)*। অতঃপর তিনি হাদীছ পেশ করে বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি গোটা মানব সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই...'। তিনি যেহেতু শেষনবী, অতএব এই নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে'। এরপর তিনি উপসংহার টেনে বলেছেন, আমরা উপরের কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রথমে মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর মদীনায় হিজরতের পর জিহাদ ও ক্বিতাল ফরয করে দেন। এই ফরয আদায়ের জন্য তিনি ও সাহাবাগণ আমরণ জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। এই জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় *(পৃঃ ৯৪)*। অর্থাৎ লেখকের দাবী মতে, এখন দেশের যেখানেই মুশরিক পাবে, সেখানেই তাকে হত্যা করবে এবং এখুনি সেটা করতে হবে। আমরা যেহেতু সেটা করছি না, সেহেতু আমরা 'শয়তান' এবং 'ইহূদীদের এজেন্ট'। বস্তুতঃ সংস্কারমুখী আন্দোলনের কারণে ১৯৭৮ সাল থেকেই আমাদের নেতৃবৃন্দ ঘরে-বাইরে এরূপ গালি খেয়ে আসছেন। যেহেতু আমরা এগুলি নই, তাই হাদীছ অনুযায়ী এগুলি অপবাদ দানকারীদের উপরেই বর্তাবে *(মুসলিম হা/৬০)*। শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর ভাষায় 'এসবই আহলেহাদীছ-এর বিরুদ্ধে বিদ'আতীদের ক্রোধাগ্নি ও হঠকারিতার বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত কিছুই নয়' *(কিতাবুল গুনিয়াহ ১/৯০)*।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছে 'উক্বাতিলা' (পরস্পরে যুদ্ধ করা) বলা হয়েছে, 'আক্বতুলা' (হত্যা করা) বলা হয়নি। 'যুদ্ধ' দু'পক্ষে হয়। কিন্তু 'হত্যা' এক পক্ষ থেকে হয়। যেটা বোমাবাজির মাধ্যমে ক্বিতালপন্থীরা করতে চাচ্ছে। অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, কাফির-মুশরিকরা যুদ্ধ করতে এলে তোমরাও যুদ্ধ করবে। কিংবা তাদের মধ্যকার যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে। কিন্তু নিরস্ত্র, নিরপরাধ বা দুর্বলদের বিরুদ্ধে নয়। কাফির পেলেই তাকে হত্যা করবে সেটাও নয়। তাছাড়া উক্ত হাদীছে 'যারা কালেমার স্বীকৃতি দেবে, তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে ইসলামের হক ব্যতীত এবং তাদের বিচারের ভার আল্লাহ্র উপর রইল' বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট যে, আমাদের দায়িত্ব মানুষের বাহ্যিক আমল দেখা। কারু অন্তর ফেড়ে দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। অতএব সরকার যদি বাহ্যিকভাবে মুসলিম হয় এবং ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেয়, তাহ'লে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের সুযোগ কোথায়?

...মূলতঃ জিহাদের নামে এই সকল অতি উৎসাহী মুফতীরা যেসব অর্থহীন হম্বি-তম্বি করে থাকেন, তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এই শ্রেণীর বায়বীয় আবেগপ্রবণ ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে মুসলিম দেশগুলিতে জঙ্গীবাদ সৃষ্টি করছে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী চক্র ও তাদের দোসররা। উল্লেখ্য যে, ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের পূর্বে আমাদের প্রকাশিত 'দাওয়াত ও জিহাদ' বইয়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে ভুয়া নাম-ঠিকানাধারী জনৈক লেখক সশস্ত্র জিহাদ ও ক্বিতালের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়ে বই লিখে আমাদের মারকাযে পাঠিয়েছিলেন। বর্তমান তৎপরতা তারই ধারাবাহিকতা হওয়াটা বিচিত্র নয়।

জেনে রাখা উচিৎ যে, মানুষ হত্যা করা ইসলামের মিশন নয়। কোন নবী মানবহত্যার দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হননি। আল্লাহ প্রেরিত ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানবজাতিকে দুনিয়াবী কল্যাণের পথ দেখানো ও পারলৌকিক মুক্তির পথ প্রদর্শনই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। আর সে লক্ষ্য বাস্তবায়নেই তারা অত্যাচারী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন মূলতঃ আত্মরক্ষার জন্য এবং অন্যায়কে প্রতিরোধের জন্য। মুশরিকদের হত্যা করাই যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ হ'ত, তাহ'লে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কেন মদীনায় গিয়ে ইহূদীদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করলেন? কেন ইহূদী বালককে তাঁর বাড়ীতে গোলাম হিসাবে রাখলেন? এমনকি মৃত্যুকালেও খাদ্যের বিনিময়ে জনৈক ইহূদীর কাছে তাঁর বর্মটি বন্ধক ছিল। বস্তুতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ব্যতীত অন্য কারু প্রতি অস্ত্র ধারণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শই বাস্তব প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। অতএব জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ না করেই যারা চটকদার কথা বলে জিহাদের নামে জঙ্গীবাদকে উসকে দিচ্ছে, তারা ইসলামের বন্ধু তো নয়ই, বরং ইসলামের শত্রু এবং খারেজী চরমপন্থীদের দলভুক্ত। যাদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বহু পূর্বেই মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে গিয়েছেন *(বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/১০৬৩; মিশকাত হা/৫৮৯৪; মিশকাত (বঙ্গানুবাদ) হা/৫৬৪২)*।

২য় প্রশ্নের জবাব এই যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেকই আমরা কোন মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ সমর্থন করি না *(মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১; মিশকাত (বঙ্গানুবাদ) ৭/২৩৩ পৃঃ, বিস্তারিত দ্রঃ 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বই)*। ৩য় প্রশ্নের জবাব এই যে, নবীদের হেদায়াত অনুযায়ী মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনই আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামী আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য এ আন্দোলন সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হ'লে এর মাধ্যমেই একদিন 'খেলাফাত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

বড় কথা হ'ল অমুসলিম বা কপট মুসলিম সবাইকে যদি হত্যাই করে ফেলা হয়, তাহ'লে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে কোথায়? আমাদের রাসূল (ছাঃ) এসেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য রহমত হিসাবে *(আম্বিয়া ১০৭)*। তিনি মানুষ হত্যার মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করেননি; বরং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করেছেন *(জুম'আ ২)*। আর তাদের হাতে গড়া সেই সোনার মানুষগুলোর মাধ্যমেই ইসলামের চূড়ান্ত সামাজিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। আমরাও সে লক্ষ্যে সাধ্যমত আন্দোলন পরিচালনা করে যাচ্ছি।

জানা আবশ্যক যে, কেবল 'রাফউল ইয়াদায়েন' করলেই তাকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয় না। বরং ছহীহ আক্বীদা ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমলের মাধ্যমেই প্রকৃত 'আহলেহাদীছ' হওয়া যায়। অতএব আহলেহাদীছ তরুণরা সাবধান!

(৩) মার্চ ২০১৪ প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : জিহাদ কি এবং কেন? কোন কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে জিহাদ 'ফরযে আইন' এবং 'ফরযে কিফায়া' সাব্যস্ত হয়? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুবকর ছিদ্দীক, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : 'জিহাদ' অর্থ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো'। পারিভাষিক অর্থে, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এর দ্বারা নিজেকে এবং অপরকে প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে দূরে রাখা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সমুন্নত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে বুঝানো হয়। ইবনু হাজার বলেন, নফস, শয়তান ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদও এর অন্তর্ভুক্ত' *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী 'জিহাদ' অধ্যায়-এর ভূমিকা ৬/৫ পৃঃ)*। কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। চাই সেটা হাত দিয়ে হৌক বা যবান দিয়ে হৌক বা মাল দিয়ে হৌক কিংবা অন্তর দিয়ে হৌক' *(ফাৎহুল বারী হা/ ২৮২৫-এর ব্যাখ্যা, ৬/৪৫ পৃঃ)*। তবে ঈমান, ছালাত ও ছিয়ামের ন্যায় সশস্ত্র 'জিহাদ' প্রত্যেক মুমিনের উপরে সর্বাবস্থায় 'ফরয আয়েন' নয়। বরং আযান, জামা'আত, জানাযা ইত্যাদির ন্যায় 'ফরযে কিফায়াহ'। যা উম্মতের কেউ আদায় করলে অন্যদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। না করলে সবাই গোনাহগার হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে জিহাদ ফরযে আয়েন হয়ে যায়। যেমন, (১) মুসলমানদের বাড়ীতে বা শহরে শত্রুবাহিনী উপস্থিত হ'লে *(তওবাহ ৯/১২৩)*। (২) শাসক যখন কাউকে যুদ্ধে বের হবার নির্দেশ দেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮)*। (৩) যুদ্ধের সারিতে উপস্থিত হ'লে *(আনফাল ৮/১৫, ৪৫)*। (৪) যখন কেউ বাধ্য হয় *(তিরমিযী হা/১৪২১, মিশকাত হা/৩৫২৯)*। বর্তমান যুগে মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী সশস্ত্র যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করবে।

স্মর্তব্য যে, শত্রুশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার অধিকার হ'ল মুসলমানদের সর্বসম্মত আমীরের *(নিসা ৪/৫৯)*। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কোন দল বা ব্যক্তি এককভাবে কারু বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করতে পারে না *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)*।

(৪) নভেম্বর ২০১৪ প্রশ্ন (৫/৪৫) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ইবাদত কবুল হবে না। এটা কি ঠিক?

-আমীনুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ জিহাদ করল না। এমনকি জিহাদের কথা মনেও আনলো না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল' *(মুসলিম হা/১৯১০, মিশকাত হা/৩৮১৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মক্কা বিজয়ের পরে আর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও তার নিয়ত বাকী রইল। অতএব যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন তোমরা বের হবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮)*। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে জিহাদের বাসনা ও শহীদী মৃত্যুর কামনা থাকা যরূরী। অবশ্যই সে জিহাদ হ'তে হবে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত জিহাদ।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জিহাদের নামে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে যে সশস্ত্র সংঘাত চলছে, তা কখনোই জিহাদ নয় *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)*।

(৫) মার্চ ২০১৫ প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : অমুসলিম দেশে অবস্থান কালে সেদেশের আইন মেনে চলা কি যরূরী?

-সুমন, পীরগঞ্জ. ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : মুসলিম হৌক অমুসলিম হৌক প্রতিষ্ঠিত কোন সরকারের বিধি-বিধান শরী'আত বিরোধী না হলে তা মেনে চলা সেদেশের নাগরিকদের জন্য আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা তাদের (শাসকদের) হক আদায় কর এবং তোমাদের হক আল্লাহর কাছে চাও *(বুখারী হা/৭০৫২; মিশকাত হা/৩৬৭২)*। তবে ইসলাম বিরোধী হুকুম মানতে কোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য নয় *(বুখারী হা/৭২৫৭; মিশকাত হা/৩৬৯৬, ৩৬৬৪)*। বরং তা থেকে বিরত থাকতে হবে, তার প্রতিবাদ করতে হবে অথবা তাকে ঘৃণা করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। সেক্ষেত্রে বাধ্য করা হলে সেদেশ থেকে হিজরত করতে হবে। বাধ্যগত অবস্থায় সেখানে অবস্থান করতে হলে এবং তাকে শরী'আতবিরোধী কাজ করতে বাধ্য করা হ'লে সেক্ষেত্রে সে গুনাহগার হবে না *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*।

(৭) আগস্ট ২০১৬ প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : আল্লাহ বলেন, ...'তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর, পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ওদের সন্ধানে প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, ছালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়, তাহ'লে ওদের রাস্তা ছেড়ে দাও...' (তওবা ৯/৫)। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের যেখানেই কাফির-মুশরিকদের পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া; অতঃপর গ্রহণ না করলে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ত ব্যাখ্যা সঠিক কি?

-আব্দুল করীম, জকিগঞ্জ, সিলেট।

উত্তর : এটি হ'ল খারেজী চরমপন্থীদের ব্যাখ্যা। তাদের মতে 'যেখানেই পাও' এটি সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের যেখানেই পাও না কেন তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর হারাম শরীফ ব্যতীত' *(যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ৯২ পৃ.)*।

আয়াতটি বিদায় হজ্জের আগের বছর নাযিল হয় এবং মুশরিকদের সাথে পূর্বেকার সকল চুক্তি বাতিল করা হয়। এর ফলে মুশরিকদের জন্য বায়তুল্লাহ্র হজ্জ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয় এবং পরের বছর যাতে মুশরিকমুক্ত পরিবেশে রাসূল (ছাঃ) হজ্জ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়। এটি বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ নির্দেশ মাত্র।

খারেজীপন্থীরা কুরআনের আরও দু'টি আয়াতের অপব্যাখ্যা করে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'সাবধান! সৃষ্টি ও আদেশের মালিক কেবল তিনিই' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*। 'আল্লাহ ব্যতীত কারু শাসন নেই' *(ইউসুফ ১২/৪০)* এইসব আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তারা হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়কে 'কাফির' এবং তাঁদের রক্ত হালাল গণ্য করেছিল ও হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফলে তাদের ধারণায় কোন মুসলিম সরকার 'মুরতাদ' হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার রাষ্ট্রে কিছু কুফরী কাজের প্রকাশ ঘটালো' *(যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১৪৫ পৃ.)*। তাহ'লে তো এই আক্বীদার লোকেরা ক্ষমতায় গেলে কোন অমুসলিম বা কবীরা গোনাহগার মুসলিম এদেশে বসবাস করতে পারবে না। বরং এদের দৃষ্টিতে তারা প্রত্যেকে হত্যাযোগ্য আসামী হবে। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে মুনাফিক, ইহূদী, নাছারা, কাফের সবধরনের নাগরিক স্বাধীনভাবে বসবাস করতো।

বস্তুতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ব্যতীত অন্য কারু প্রতি অস্ত্র ধারণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শই বাস্তব প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। অতএব জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ না করেই যারা চটকদার কথা বলে জিহাদের নামে জঙ্গীবাদকে উসকে দিচ্ছে, তারা ইসলামের বন্ধু তো নয়ই, বরং ইসলামের শত্রু এবং খারেজী চরমপন্থীদের দলভুক্ত। যাদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বহুপূর্বেই মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে গিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৯৪; মিশকাত (বঙ্গানুবাদ) হা/৫৬৪২; বিস্তারিত দেখুন : জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর ভূমিকা ৩৭-৫৭ পৃ.)*।

(৮) আগস্ট ২০১৬ প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : মুসলিম দেশে বসবাসকারী কোন অমুসলিমকে কোন মুসলিম শরী'আতসম্মত কারণে হত্যা করতে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, রাজশাহী।

উত্তর : অমুসলিম বা মুসলিম ব্যক্তির কোন অপরাধ রাষ্ট্রীয় আদালত কর্তৃক প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে কারো জন্য আইন হাতে তুলে নেওয়া জায়েয নয়। এরূপ করলে উক্ত ব্যক্তি কবীরা গুনাহগার হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যাকারী ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(বুখারী হা/৩১৬৬, মিশকাত হা/৩৪৫২)*। আর চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম হ'ল, যাদের সাথে মুসলমানদের জিযিয়া চুক্তি বা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সন্ধি অথবা কোন মুসলিমের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে *(ফাৎহুল্লবারী ১২/২৫৯)*। আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

খৃষ্টধর্ম প্রচারে গিয়ে নিজেই ইসলাম গ্রহণ করলেন মার্কিন নারী

-সা'দিয়া আহমদ আনিকা

'আমিনা এসলিমি' নামের একজন মার্কিন নও-মুসলিম মহিলার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা অনেকেরই জানা। তবে তার আত্মকথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। এখানে সেই কাহিনী তুলে ধরা হল। পবিত্রতা ও শান্তিপিয়াসী মানুষ ধর্মমুখী হচ্ছেন। ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত বিষয়। তাই তা ইতিহাস ও ভৌগলিক সীমারেখার গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ধর্ম নানা জাতি, গোত্র ও শ্রেণীর মধ্যে গড়ে তুলে ঐক্য ও সম্পর্ক। তাই যারা নিজের সত্যপিয়াসী প্রকৃতির দিকে ফিরে যেতে চান, ধর্ম তাদেরকে ফিরিয়ে দেয় পবিত্রতা ও শান্তি আর এমনই পবিত্রতা ও শান্তি পাচ্ছেন সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ ঐশী ধর্ম ইসলামের মধ্যে আমিনা এসলিমির মত সত্যপিয়াসী পশ্চিমা নাগরিকরা। পেশায় সাংবাদিক মিসেস আমিনা এসলিমি ছিলেন একজন গোঁড়া খৃস্টান ও খৃস্ট ধর্মের প্রচারক। পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি প্রচার করতেন খৃস্ট ধর্ম। তিনি মনে করতেন, ইসলাম একটি কৃত্রিম ধর্ম এবং মুসলমানেরা হল অনুন্নত ও পশ্চাদপদ একটি জাতি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটারের একটি ভুল তার জীবনের মোড় পুরোপুরি বদলে দেয়। বর্তমানে তিনি বিশ্ব মুসলিম নারী সমাজের সভানেত্রী হিসেবে মুসলিম মহিলাদের অধিকার রক্ষার কাজে মশগুল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর মার্কিন নও-মুসলিম আমিনা এসলিমি এখন সম্পূর্ন ভিন্ন ধরণের মানুষ। এক সময়ের খৃস্ট ধর্ম প্রচারক এই নারী আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মানুষের মনে জ্বালাতে পেরেছেন ইসলামের প্রোজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত আলোর শিখা। তিনি বলেছেন ইসলাম আমার হৃদয়ের স্পন্দন ও আমার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত রক্তধারা এবং আমার সমস্ত প্রেরণার উৎস হ'ল এই ইসলাম। এ ধর্মের সুবাদে আমার জীবন হয়েছে অপরূপ সুন্দর ও অর্থপূর্ণ। ইসলাম ছাড়া আমি কিছুই নই। মার্কিন নও-মুসলিম আমিনা এসলিমি কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নতুন টার্মের ক্লাশে ভর্তি হওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে গিয়ে একটি ভুল বিষয়ের ক্লাশে ভর্তি হন। কিন্তু এই সময় সফরে থাকায় তিনি তার এই ভুল বুঝতে পারেননি। পরে যখন এই বিষয় সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তখন জানতে পারেন যে, এই বিষয়ের ক্লাশে যোগ দেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আর ওই ক্লাশের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই আরব মুসলমান। যদিও মিসেস এসলিমি আরব মুসলমানদের ঘৃণা করতেন, কিন্তু বৃত্তির অর্থ বাঁচানোর জন্য তাদের সহপাঠী হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না তার। এ অবস্থায় তার মন খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। কিন্তু তার স্বামী যখন বললেন, হয়তো স্রষ্টা এটাই চেয়েছিলেন এবং তিনি হয়তো তোমাকে আরব মুসলমানদের মধ্যে খৃস্ট ধর্ম প্রচারের জন্য মনোনীত করেছেন; তখন খৃস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই মিসেস এসলিমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই ক্লাশে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান সহপাঠীদের সাথে যোগাযোগ হলেই নানা অজুহাতে তাদের কাছে খৃস্ট ধর্মের দা'ওয়াত দিতেন মিসেস এসলিমি। তিনি তাদের বলতেন, ঈসা মাসীহের অনুসরণের মাধ্যমে তারা যেন নিজেদের মুক্তি নিশ্চিত করেন। কারণ, ঈসা মাসীহ মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্যই নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। অবশ্য তারাও অর্থাৎ আরব মুসলিম শিক্ষার্থীরাও বেশ ভদ্রতা ও সম্মান দেখিয়ে মিসেস এসলিমির কথা শুনতেন। কিন্তু তাদের মধ্যে এইসব কথার কোন প্রভাব পড়ত না। এ অবস্থায় মিসেস এসলিমি ভিন্ন পথ ধরতে বাধ্য হন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন- আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, মুসলমানদের বই-পুস্তক দিয়েই তাদের কাছে এ ধর্মের ভুল চিন্তা-বিশ্বাস প্রমাণ করব। এই উদ্দেশ্যে আমার বন্ধুদের বললাম, তারা যেন আমার জন্য পবিত্র কুরআনের একটি কপিসহ কিছু ইসলামী বই-পুস্তক নিয়ে আসেন, যাতে এটা দেখানো যায় যে, ইসলাম ধর্ম একটি মিথ্যা ধর্ম এবং তাদের নবীও আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ নয়। এভাবে মার্কিন সাংবাদিক মিসেস এসলিমি বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করেন। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে পাওয়া দুটি ইসলামী বইও পড়েন তিনি। এ সময় তিনি ইসলামী বই-পুস্তক পড়ায় এত গভীরভাবে নিমজ্জিত হন যে, দেড় বছরের মধ্যে তিনি পনেরটি ইসলামী বই পড়েন এবং পবিত্র কুরআন দুইবার পড়া শেষ করেন। চিন্তাশীল হয়ে উঠা মিসেস এসলিমি বদলে যেতে থাকেন। মদ্যপান ও শূকরের মাংস খাওয়া ছেড়ে দেন তিনি। সব-সময়ই পড়াশুনায় মশগুল থাকতেন এবং নারী-পুরুষের অবাধ-মেলামেশার সুযোগ থাকত এমন সব পার্টি বা উৎসব অনুষ্ঠান বর্জনের চেষ্টা করতেন। সে সময়কার অবস্থা সম্পর্কে মিসেস এসলিমি বলেছেন- কখনও ভাবিনি যে, ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করতে গেলে বিশেষ ঘটনা ঘটবে এমনকি আমার প্রাত্যহিক জীবন-ধারাও বদলে যাবে। সে সময়ও এটা কল্পনাও করতে পারিনি যে, খুব শিগগিরই আমি আমার হৃদয়ের প্রশান্তির পাখাগুলো ও ঘুমিয়ে থাকা ঈমান নিয়ে ইসলামী বিশ্বের সৌভাগ্যের আকাশে উড্ডয়ন করব। এর পরের ঘটনা বলতে গিয়ে মিসেস এসলিমি বলেছেন, আমার আচরণে কিছু পরিবর্তন আসা সত্ত্বেও নিজেকে তখনও খৃস্টানই মনে করতাম। একদিন একদল মুসলমানের সঙ্গে সংলাপের সময় আমি যতই তাদের প্রশ্ন করছিলাম, তারা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সঙ্গে সে সবের জবাব দিচ্ছিলেন। পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আমার অদ্ভূত সব মন্তব্য ও বক্তব্যের জন্য তারা আমাকে একটুও পরিহাস করেন নি। এমনকি ইসলাম সম্পর্কে আমার তীব্র আক্রমনাত্মক বক্তব্য শুনেও তারা মোটেও দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হননি। তারা বলতেন, জ্ঞান

মুসলমানের হারানো সম্পদ। আর প্রশ্ন হ'ল জ্ঞান অর্জনের একটি পথ। তারা যখন চলে গেলেন মনে হ'ল আমার ভিতরে যেন কিছু একটা ঘটে গেছে। এরপর থেকে মুসলমানদের সঙ্গে মিসেস এসলিমির যোগাযোগ বাড়তে থাকে। আমি যখনই নতুন কিছু প্রশ্ন করতাম তখনই তারা আমার কাছে আরও কিছু নতুন প্রসঙ্গ তুলে ধরতেন। এ অবস্থায় একদিন একজন মুসলিম আলেমের সামনে সাক্ষ্য দিলাম- আল্লাাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাাহর রাসূল। মুসলমান হওয়ার পর হিজাব বা পর্দা বেছে নেন মিসেস এসলিমি। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের ও সন্তানের মালিকানারাও প্রশ্ন চলে আসে। এমনকি বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। বিচারক তাকে তার দুই সন্তান ও ইসলামের মধ্যে একটি বেছে নিতে বললে মহাদ্বিধা-দ্বন্দের পড়েন মিসেস এসলিমি। একজন মমতাময়ী মায়ের জন্য সন্তানের দাবী ত্যাগ করা তো দূরের কথা, তাদের কাছ থেকে একদিনের জন্যও দূরে থাকাও বিশেষ কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামের প্রতি ও মহান আল্লাহর প্রতি ভালবাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মার্কিন নও-মুসলিম মিসেস এসলিমি। দুই বছর ধরে ইসলাম সম্পর্কে তার গবেষণা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতাই তাকে শক্তি যুগিয়েছে। তার মনে পড়ে কুরআনে উল্লিখিত হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সন্তান কুরবানী দেয়ার জন্য আল্লাহর নির্দেশ পালনের ঘটনা। মনে পড়ে কুরআনের এই আয়াত- যে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে । আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করেছে? বস্তুতঃ তার ঠিকানা হল দোযখ আর তা কতইনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল! মার্কিন নও-মুসলিম মিসেস এসলিমি মুসলমান হওয়ার পর আমেরিকায় ইসলাম প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন। কয়েক বছরের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের জন্য আরবী ভাষায় ঈদের শুভেচ্ছার সরকারী স্ট্যাম্প প্রকাশ করতে মার্কিন সরকারকে সম্মত করেন। মিসেস আমিনা এসলিমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ও শহরে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তার অনুভূতি তুলে ধরে বক্তব্য বা ভাষণ দিয়েছেন। হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা এইসব ভাষণ শ্রোতাদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এইসব প্রচেষ্টার অন্যতম সুফল হিসেবে একদিন তার দাদী ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরপর তার বাবা, মা, বোনও মুসলমান হন। এর কিছুকাল পর তার সাবেক স্বামীও জানান যে, তিনি তার তাদের মেয়েরা মায়ের ধর্মই অনুসরণ করুক। তিনি মেয়েদেরকে কেড়ে নেয়ার জন্য তার কাছে ক্ষমাও চান। আর এসলিমিও তাকে ক্ষমা করে দেন। এভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অপরাধে একদিন যারা তাকে ত্যাগ করেছিল, তারা সবাই তাদের ভুল বুঝতে সক্ষম হয় এবং সত্যকে স্বীকার করে নেয়। প্রাণপ্রিয় সন্তানদের ফিরে পাওয়াকে এসলিমি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য আরও একটি বড় বিজয় বলে মনে করেন। এভাবে আল্লাহ যাকে চান তাকে ঈমানের মহা সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। তিনি জানেন কারা সত্যের ও আল্লাহর প্রেমিক।

সম্পাদকীয়র বাকী অংশ

আলেমদেরকে পরামর্শ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তারা তাদের দায়িত্ব ঠিকমতই পালন করেছেন ও করে যাচ্ছেন। দেশে এমন কোন ইসলামী সংগঠন নেই, এমন কোন মসজিদ-মাদরাসা নেই, যেটি জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে না। সামান্য ইসলামী জ্ঞানও যার আছে, তার পক্ষে কখনই ধর্মের নামে নিরীহ মানুষ হত্যার এই পথ বেছে নেয়ার সুযোগ নেই। আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, জঙ্গীবাদের প্রসারে ধর্ম বা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চুল পরিমাণ ভূমিকা নেই, যদিও সাধারণতঃ ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েই এদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটনে এবং এই সকল পথভ্রষ্ট তরুণদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে সরকার ও দেশের জ্ঞানী সমাজকে অবশ্যই সমস্যার মূলে যেতে হবে। সকল প্রকার দায়িত্বহীন আচরণ ও হঠকারী পদক্ষেপ থেকে ফিরে আসতে হবে। দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষাকে যথাযথ মর্যাদায় স্থান দিতে হবে। ইসলামের সঠিক শিক্ষা সমাজে উন্মুক্তভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। তরুণদের কথা শুনতে হবে। তাদেরকে সমাধানের পথ দেখাতে হবে। যদি তাদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়, তাদেরকে নিরাপত্তাহীন করে তোলা হয়, তাদেরকে গুরুত্ব না দিয়ে কোণঠাসা করে রাখা হয়, মুসলিম হিসাবে আত্মপরিচয়ের সংকটে ফেলে দেয়া হয়, ইসলামবিদ্বেষ অব্যাহতভাবে ছড়ানো হয়, তবে তাদের একটা অংশ জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থাতেই সমাধান খোঁজার চেষ্টা করবে। আর তাদের আবেগকে ব্যবহার করবে সুযোগসন্ধানী মহল।

তারুণ্যের ধর্মই দ্রোহ। এই দ্রোহের মন্ত্রে একবার ভুলভাবে দীক্ষিত হলে ন্যায়-অন্যায়ের বিবেচনাবোধ, হিতাহিত জ্ঞান আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন যত উপদেশবাণীই শোনানো হোক না কেন, তারা তোয়াক্কা করে না। ধর্ম-অধর্ম মানে না। নিজের জন্য, সমাজের জন্য যে কোন বিধ্বংসী কাজেও পিছপা হয় না। সুতরাং এই দ্রোহের কারণগুলো যত দ্রুত চিহ্নিত করা যাবে এবং তা সমাধানের আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, ততই জঙ্গীবাদ নামের এই বিষবৃক্ষ উৎপাটনের পথ উন্মুক্ত হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে জঙ্গী ভূতের এই বাড়বাড়ন্ত অবস্থা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে কোথায় যে নিয়ে যাবে, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদের শিখণ্ডীদের মঞ্চস্থ বিশ্ব ইতিহাসের জঘন্যতম মানবহত্যার উৎসবকেন্দ্র আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের করুণ পরিণতি আমাদের সেই অশনিসংকেতই দেয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। আমীন!

Contents

সফল খতীব হওয়ার উপায়

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

ভূমিকা :

হে সর্বশ্রদ্ধেয় খতীব! আপনার প্রতি যথাযথ অভিবাদন জ্ঞাপন করছি, কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীসমূহ মানুষের কর্ণকুহরে পোঁছে দেয়ার জন্য আপনাকে নিযুক্ত করেছেন। আর স্বয়ং নবী (ছাঃ) আপনার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হে খতীব! আপনি প্রতি জুম'আয় মুছল্লীদের সামনে বিপদগামীদের পথপ্রদর্শন, পাপীদের হেদায়াত ও দ্বীনের নির্দেশিত পথ দেখানোর জন্য নছীহতের ঝুড়ি নিয়ে দন্ডায়মান হন। আপনার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ ভালোবাসা ও স্নেহমাখা বার্তা প্রেরণ করছি, সম্ভবতঃ তা আপনার দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে।

খতীবের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় :

হে দাঈ ইলাল্লাহ! সর্বপ্রথম আমি আপনাকে আপনার নিয়তের বিশুদ্ধতা ও একনিষ্ঠতার পরিপূর্ণতার অছিয়ত করছি, যতক্ষণ না আপনার কথা ও উপদেশ মানুষের মনে ঐভাবে প্রভাব ফেলে, যেমনভাবে সন্তানহারা শোকাতুর মহিলার মনে ভাড়াটে বিলাপকারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। অতঃপর লক্ষ্য করুন! আপনার প্রত্যেক জুম'আর খুৎবার দৃষ্টান্তমূলক উপদেশমালা ও কথার ফুল্লধারা জনগণের মাঝে কেমন প্রভাব ফেলেছে।

হে আমার ভাই! যদি আপনি দাঈ ইলাল্লাহার সমস্ত গুণে গুণান্বিত হন, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আপনার দাওয়াত ও আপনার উচ্চ মর্যাদা ত্বরান্বিত হবে। যা আপনাকে আপনার মনোমুগ্ধকর প্রচেষ্টার দিকে আরো বহুগুণে এগিয়ে দিবে। হে ভাই! অবশ্যই আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের পথে নিঃস্বার্থ খাদেম হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে এবং সংস্কারমূলক ব্রত নিয়ে সামনে এগাতে হবে। তবেই তা আপনার সমাজ ও জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

হে নবীদের ওয়ারিছ! স্বরণ রাখুন, নিশ্চয় একনিষ্ঠতা আপনার মূলধন, আর দ্বীন প্রচার আপনার ঈমানী স্ফুরণ। সুতরাং আপনি দৃঢ়ভাবে আত্মদ্বন্দ্ব বিদূরিত করুন, আর নিজেকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে রাখুন। তবেই আপনি সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হবেন। আর আপনার প্রতিটি কথা-কাজের লক্ষ্যই হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতার আশা রাখবেন না। কেননা একনিষ্ঠবাদীদের সমস্ত আমল, কথা-বার্তা, দান-খয়রাত, আদেশ-নিষেধ, ভালোবাসা, শত্রুতা, প্রকাশ্য ও গোপন ছাদাকা, আচার-ব্যবহার একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ –

'আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করে *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে লক্ষ্য করে বলছেন, হে নবী! আপনি বলে দিন, إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, সবই বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য...*(আন'আম ৬/১৬২)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়া চায় আমি তাকে দ্রুত দিয়ে দেই, যা আমরা চাই, যার জন্য চাই। তারপর তার জন্য নির্ধারণ করি জাহান্নাম, সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত, বিতাড়িত অবস্থায়' *(ইসরা ১৭/১৮)*।

অতএব যে ব্যক্তি আখেরাত ব্যতীত শুধুমাত্র দুনিয়ার তাৎক্ষণিক ফলাফল কামনা করে, তার প্রচেষ্টা শুধু একটাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। কেননা সে পরকালে বিশ্বাসী নয়। আল্লাহ তা'আলা তার তাক্বদীরে প্রাপ্য কিঞ্চিত পরিমাণ ত্বরিৎগতিতে তাকে প্রদান করেন। পরিশেষে তার জন্য পরকালে জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন। ফলে তাকে আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত করে নিন্দিত, লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। আর এটাই হল আখেরাতবিহীন দুনিয়ামুখী কর্মকাণ্ডের দুঃখজনক পরিণতি। আর ইখলাছশূন্য প্রবঞ্চনামূলক দুনিয়াবী আমলসমূহ চিরদিনই আল্লাহর নিকট প্রত্যাখ্যাত। যেকোন আমল আল্লাহ্র দরবারে কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হ'ল তিনটি : (১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া (২) সঠিক পদ্ধতিতে হওয়া এবং (৩) কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য হওয়া *(যুমার ৩৯/২)*।

মহান আল্লাহ হাদীছে কুদসীতে বলেন, أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ– 'আমি শরীকদের শিরক হতে মুক্ত। যদি কোন লোক কোন আমল করে এবং এতে আমি ছাড়া অপর কাউকে শরীক করে, তবে আমি তাকে ও তার শিরকী আমলকে প্রত্যাখ্যান করি'।[১]

পরকালীন শাস্তির ব্যাপারে অত্র হাদীছে সতর্ক করা হয়েছে, যা রাসূল (ছাঃ) ইখলাছ বিহীন আমলকারীর জন্য ভবিষ্যতবাণী করেছেন। এছাড়া যাদের আমলসমূহ আল্লাহর জন্য নিবেদিত ছিলনা, ছহীহ মুসলিমের অপর হাদীছে তা পরিস্কারভাবে এসেছে।[২] তিন ধরনের মানুষ দ্বারা জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে, আর তারা হলেন-

---

১. মুসলিম হা/২৯৮৫, মিশকাত হা/৫৩১৫।
২. মুসলিম হা/৫০৩২ (কিতাবুল ইমারত)।

১. খতীব (দ্বীন প্রচারক) ২. দানশীল ৩. শহীদ।

খতীব যিনি আল্লাহর কিতাব কুরআন সংরক্ষণ করেছেন। যিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং তার তাফসীর করেন। রাত্রি জাগরণ করে জ্ঞান অর্জন করেন। তার পান্ডিত্য ও জ্বালাময়ী বক্তব্যের কারণে জনগণ তাকে খতীব (বক্তা) হিসেবে অভিহিত করে। তারা কি করে আগুনের অভিযাত্রী হবে? দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ দানশীল যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন সম্পদ দিয়েছেন। সে তার সম্পদ দান করে। সমাজের লোকেরা তাকে দানশীল বলে। তবুও তাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হ'তে হবে। তৃতীয় ব্যক্তি হল যোদ্ধা। দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে দ্বীনের পতাকাতলে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েও কি করে জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে?

সুতরাং এটি কেমন অকল্পনীয় বিষয় যে, উক্ত তিন শ্রেণী সম্পর্কে যা বর্ণিত হ'ল। তাদের এই পরিণতির কারণ তাদের ইখলাছশূন্য আমল। নিশ্চয় তারা অনুরূপ যা তাদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং অপরিহার্য বিষয় হ'ল ব্যক্তি একনিষ্ঠতার অনুসন্ধান করবে আর ইখলাছ বিধ্বংসী (বিনষ্টকারী) বিষয় হতে সজাগ থাকবে। কেননা কোন হৃদয়ে একসঙ্গে একনিষ্ঠতা ও প্রশংসা, স্তুতি (বাহবা) পাওয়ার আকাংখা একত্রিত হতে পারে না। যেমন কখনোই আগুন, পানি, অথবা সাপ ও মাছ সহাবস্থান করতে পারে না। যখন ইখলাছের আবশ্যকতা ভবিষ্যত বংশধরের নিকট পরিস্কার হয়ে যাবে, তখন তাদের আগামী দিন চলার পথ পরিস্কার হবে। ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন,

رب عمله صغير تعظيمه النية ورب عمله كبير تصغيره النية–

'কোন কোন ছোট আমল নিয়তের খুলূছিয়াতের কারণে মহান হয়, আবার কতক বড় আমল একনিষ্ঠ নিয়তের অভাবে ছোট হয়'। যেমনভাবে হাদীছে এসেছে ,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ–

আমল (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যে জন্যে সে হিজরত করেছে।[৩] কিলানী বলেন- كن صحيحا فى السر تكن فصيحا فى العلانية 'আড়ালে সৎ হও, তাহলে প্রকাশ্যে বিশুদ্ধভাষী হতে পারবে'।[৪]

সুতরাং জেনে রাখুন হে খতীব! সত্য কথা, স্পষ্ট বর্ণনা, বেগবান শব্দ, উন্নত কৌশল ব্যতীত আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে অস্পষ্ট উচ্চারণ হীন বাক্য প্রয়োগ হলো দূর্গন্ধযুক্ত উষ্ণতা যা মানুষের অন্তর আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং বক্ষকে যখম করে ফেলে। প্রবাদে আছে,

رب قول أشد من جرح سيف–

'কথার আঘাত তরবারীর আঘাতের চেয়ে বেশি মারাত্মক'।

আর খতীবের উপর আবশ্যকীয় বিষয় হ'ল, আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে জানা ও তাঁর ছিফাতী গুণাগুন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখা। তাহলে অবশ্যই তিনি ঈমানের স্তরগুলোর এমন স্তরে পৌঁছবেন, যা আল্লাহ তা'আলা নির্বাচন করেছেন কেবলমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য। সেই কাংখিত সন্তুষ্টির লাভের জন্য প্রত্যেক প্রত্যাশী বান্দা অগ্রবর্তী হবেন। কেননা ইখলাছ বক্তব্যসমূহকে অবশ্যই চিত্তাকর্ষক করে তোলে এবং দাওয়াতের জন্য দ্রুত গতিশীল করে।

ইবনুল জাওযী (রহঃ) একনিষ্ঠবাদীদেরকে সারিবদ্ধ করেছেন। তাঁর ভাষায়, নিশ্চয় একনিষ্ঠবাদী মুমিন পুরুষ নর-নারীগণকে আল্লাহ তা'আলা কেবল পৃথিবীতে বাহ্যিকভাবে হেফাযত করবেন তা নয়। বরং তিনি তাদেরকে অদৃশ্যভাবেও হেফাযত করবেন। আর তারা তাদের প্রভুর নিকটে ধারণার চাইতেও অধিকতর মর্যাদার অধিকারী হবেন।

অতএব হে প্রচারক দ্বীনী ভাই! আল্লাহর পথের দিকে ইখলাছের সাথে অগ্রসর হউন, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারেন। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। যার দরুন আপনাকে প্রভূত পুরস্কারে ভূষিত করবেন, প্রচুর পরিমাণে নে'আমত দান করবেন এবং অতি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করবেন। এজন্য যখন সৎ কাজ সম্পাদন করা হয় তখন তা অবশ্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।[৫]

আর পাপ কর্মসমূহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আর যখন আল্লাহকে আহবান করা হয় অর্থাৎ তার নিকটে প্রার্থনা করা হয় তখন তিনি আহবানে সাড়া দেন। আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ–

'হে বিশ্বাসীগণ! নিহতদের রক্তের বদলা গ্রহণের বিষয়টি তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস ও নারীর বদলে নারী। এক্ষণে তার ভাইয়ের পক্ষ হ'তে যদি তাকে কিছু মাফ করে দেওয়া হয়, তবে সেটা যেন সুন্দরভাবে তাগাদা করা হয় এবং তাকে ভালভাবে তা পরিশোধ করা হয়। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ'তে লঘু বিধান ও বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর যদি কেউ এর পরে বাড়াবাড়ি করে, তবে তার জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি *(বাক্বারাহ ২/১৭৮)*।

---

৩. বুখারী, হা/১, ৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, মুসলিম হা/৫০৩৬।

৪. এখানে এখলাছের দিকে ইঙ্গিত বহন করে ।

৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬৫।

Contents

আল্লাহ আরো বলেন, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভাল ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ কর' *(যুমার ৩৯/৭৩)*।

<u>সফল খতীবের গুণাবলী :</u>

সফল খতীবের কতিপয় গুণাবলী ও মূল উপাদানসমূহ যা প্রচারকের নিজ স্বজাতির ও সমাজের উপকার সাধনে সহায়ক হবে। তা নিম্নে উল্লেখ করা হল,

(১) প্রথমতঃ দায়িত্বানুভূতি :

খতীবের এই অনুভূতি থাকবে যে, নিশ্চয় সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই মানুষের নিকটে দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছে। যদিও দাওয়াত পৌঁছে দেয়া তার চাকুরী হয়। তা'হলে নিন্দুকরা নিন্দা করবে। ফলে নিন্দাজ্ঞাপন বক্তাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তার সক্ষমতাকে নিঃশেষ করে দিবে। বরং প্রকৃত খতীব কখনো হতাশ ও নিরাশ হন না। অর্থাৎ নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না। আর প্রকৃতপক্ষে খতীবের অন্তরে সুখানুভূতির পূর্ণতা লাভ করবে, তখনই সাফল্য তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। প্রকৃত বক্তাকে আল্লাহ সর্বোত্তম মানুষ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহর বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ –

'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম? যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই 'আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(ফুছছিলাত ৪১/৩৩)*।

অর্থাৎ কার কথা দাঈ ইলাল্লাহ চেয়ে উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের প্রদীপ বহন করে এবং নিজে তার পথে অনুসরণ করে ও সমস্ত বিধান ও শিক্ষা সমূহের পুরোপুরি অনুসরণ করে। আর দাঈ অথবা খতীবের উচিৎ নিজেকে এই বলে পরিচয় ও সম্পর্কযুক্ত করা যে, নিশ্চয় সে মুসলিম অর্থাৎ সংকীর্ণ উপদলীয় থেকে এবং সীমাবদ্ধ চিন্তাভাবনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কেননা ইসলাম হ'ল মূল ও সর্বোত্তম।[৬] আর সকল প্রভাব বিস্তারকারী খতীব হ'লেন তিনি যার বাহন হ'ল ইখলাছ, যার মাধ্যমে তিনি দক্ষতার চূড়ায় পৌঁছেন এবং নশ্বর নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের বন্ধনের ভয়ে এর মায়াজালকে বস্তাবন্দী করে রাখেন অর্থাৎ প্রকৃত দ্বীন প্রচারক দুনিয়ার লোভ লালসায় নিজেকে জড়ান না। আল্লাহ বলেন,

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ –

'আর তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ ও সৌন্দর্য মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তাই উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বুঝবে না? *(ক্বাছাছ ২৮/৬০)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ–

'আর তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য যারা ঈমান আনে এবং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করে' *(শুরা ৪২/৩৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا – وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

'বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী *(আ'লা ৮৭/১৬-১৭)*।

অতঃপর জেনে রাখুন হে খতীব! অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মনোনীত করেছেন তার দাওয়াত বহন করার জন্যে, তার আমানত সমূহ (দ্বীন ইসলাম) হেফাযত, তার অঙ্গীকারসমূহ রক্ষা করা এবং তার ওয়াদার বাস্তবায়নের জন্যে। সুতরাং মানুষকে আল্লাহর দ্বীন শিক্ষা দিন এবং তাদের দ্বীনকে সহজ করে দিন। আল্লাহর বাণী,

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا –

অতঃপর আমি এ কিতাবটির উত্তরাধীকারী করেছি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে, যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। *(ফাতির ৩৫/৩২)*।

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ-

'বরং সে বলবে যে, তোমরা সবাই আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। কারণ তোমরা মানুষকে আল্লাহ্‌র কিতাব শিক্ষা দিয়ে থাক এবং তোমরা নিজেরা তা পাঠ করে থাক *(আলে ইমরান ৩/৭৯)*।

সুতরাং হে খতীব! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আপনার নিজের তুলনায় বেশি কল্যাণ চান। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ 'নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধীকারী'।[৭]

(২) দ্বিতীয়তঃ প্রতিভা : বক্তৃতা একটি শিল্পের নাম। এজন্য বক্তৃতায় আগ্রহী ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রতিভার অধিকারী হতে হবে, কেননা প্রতিভা হ'ল বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আধার। অলংকার শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। সুতরাং বক্তার দাওয়াতের প্রসার করা, জোরালো ও জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে প্রভাবিত করার সবচেয়ে বড় সহায়ক হ'ল প্রতিভা তথা জ্ঞান।

(আমীর ইবনে মুহাম্মাদ আল মাদরীর বই অবলম্বনে লিখিত)

(চলবে)

[লেখক : ২য় বর্ষ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

৬. লেখক এখানে মানুষকে মাযহাবী সংকীর্ণতা হতে মুক্ত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে জমায়েত হওয়ার প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

৭. তিরমিযী হা/২৬৮২, ইবনে মাজাহ হা/২২৩, মিশকাত হা/২১২।

হিংস্রতা নয়, চাই ভালোবাসা

-মুরাদুল ইসলাম, ফিলিপাইন।

চাকরিসূত্রে ফিলিপাইনে আসার পর ২০০৮ সালে দেশটির দক্ষিণের এক দ্বীপে গিয়েছিলাম অফিসের কাজে। সেটাই ছিল আমাদের অফিসের কোনো প্রকল্প এলাকায় আমার প্রথম পরিদর্শনে যাওয়া। এর কয়েক দিন পর ছিল ঈদুল আযহা। সেখানে যাওয়ার আগে শুনেছিলাম ওখানে বেশ কিছু মুসলমান আছেন। তাই মনে মনে ভেবেছিলাম ঈদের ছালাতের সমস্যা হবে না। কিন্তু বাস্তবে হল উল্টো। গিয়ে শুনি আমার অফিসের ধারে কাছে কোনো মসজিদ নেই। ওই এলাকায় খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বিভিন্নজনের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম অফিস থেকে অনেক দূরে একটি মসজিদ আছে। গাড়িতে প্রায় দুই ঘণ্টার দূরত্ব।

ঈদের দিন খুব ভোরে গাড়ির চালককে নিয়ে বের হলাম। ঠিকানা বলতে শুধু ওই এলাকার নাম। নির্দিষ্ট করে গ্রামের নাম কেউ আমাকে বলতে পারেনি। তাই অনেক জায়গায় থেমে, অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করে হাজির হলাম সেই মসজিদে। সাগরের তীর ঘেঁষে ছোট্ট একটি মসজিদ। দেখে মনে হলো নতুন নির্মাণ করা হয়েছে। কয়েকজন মাত্র মুছল্লী ছালাতের জন্য এসেছেন। মসজিদের অর্ধেক অংশ দোতলা করে সামনে রেলিং দিয়ে পাতলা পর্দায় ঘেরা। সেখানে নারীরা ছালাত আদায় পড়েন।

ছালাত শেষ হল। নারী-পুরুষ মিলে ১০-১২ জন হবে। অনেকের দৃষ্টি আমার দিকে। তারা কেউ আমার পূর্ব পরিচিত নন। দু-একজন কথা বলতে শুরু করলেন। একপর্যায়ে এলেন ইমাম ছাহেব। খুব সাধারণ একজন মানুষ। পোশাক-আশাকে আর পাঁচটা ইমামের মত নন। আলাপ, পরিচয় ও কোলাকুলি শেষে ইমাম ছাহেব জানালেন, তিনি একটি ছাগল কুরবানী দেবেন এবং দুপুরে তাঁর বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে চান। আমি একটু আমতা-আমতা করেও এড়াতে পারলাম না। রাযী হয়ে গেলাম।

কিন্তু ভাবতে লাগলাম দুপুরের আগ পর্যন্ত কিভাবে সময় কাটানো যায়। চালক সমাধান বের করলেন। পাশের শহরে আমাদের অফিসের একটি শাখা আছে। সেখানে আমার যাওয়া হয়নি। তাই সেখানেই গেলাম। ঠিক দুপুরের দিকে ফিরে এলাম ইমাম ছাহেবের বাড়িতে। মসজিদের পাশেই ছোটখাট ও কিছুটা দৈন্যর স্পর্শে ঘেরা এক বাড়িতে তাঁর বসবাস। বাড়ির পাশেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে তখন তিনি ছাগলের গোশত কাটায় ব্যস্ত। আমাকে দেখে বেশ খুশী হলেন। বাড়ির ভেতরে তাঁর স্ত্রী রান্না শুরু করেছেন।

ইমাম সাহেব গোশত কাটা শেষ করে আমার সঙ্গে বসে বাংলাদেশের মুসলমানদের বিভিন্ন খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। এর মধ্যে অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। লক্ষ্য করলাম একটু আগে মসজিদে পরিচয় হওয়া মানুষজন ছাড়াও আরও অনেক নতুন মুখ। ইমাম ছাহেব তাঁদের সঙ্গে আমাকে ভেতর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। খাবার প্রস্তুত। তিনি আমার চালকের খোঁজ করলেন। বললাম সে তো খ্রিষ্টান। তাই এখানে ডাকিনি। যদি আপনারা কিছু মনে করেন। ইমাম ছাহেব আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, খ্রিষ্টান হয়েছে তো কি হয়েছে, এখানে যে অতিথিদের দেখছেন তাদের অনেকেই খ্রিষ্টান। তিনি নিজেই গিয়ে চালককে ডেকে আনলেন।

খাবার শেষে অতিথিদের বিদায় দিয়ে বাড়ির বাইরে এক গাছের নিচে এসে আমার সঙ্গে বসলেন। তাঁর ব্যক্তিগত অনেক কথা বললেন। বললেন, প্রায় এক যুগ আগে তিনি এই এলাকায় এসেছিলেন পৌরসভার ছোট এক চাকরি নিয়ে। তখন এখানে কোনো মুসলমান ছিল না। প্রায় বছর খানিক পরে তিনি এক খ্রিষ্টান মেয়েকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করেন এবং স্থায়ীভাবে সেখানে বাস করার মনস্থির করেন। আশপাশ এলাকায় কোনো মসজিদ ছিল না। বাড়িতেই স্বামী-স্ত্রী মিলে ছালাত পড়তেন। এর মধ্যে তার মাধ্যমে আরও কয়েকজন মুসলমান হন। সাগরের কোল ঘেঁষে তারা ছোট্ট একটি মসজিদ বানালেন। কিন্তু পাকা করার সামর্থ্য ছিল না। সারা দিন অফিস শেষে বাড়ি ফিরে প্রতিবেশীদের খোঁজ খবর নিতেন। যে কারও বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন সাধ্যমত। তাঁর এই ভালোবাসায় মুগ্ধ হলেন অনেকে। মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ধীরে ধীরে প্রায় ছয়-সাতটি পরিবার মুসলমান হয়েছে। কাউকে জোর করতে হয়নি। জোর করার মতো ক্ষমতাও ছিল না। ইমাম ছাহেব ছিলেন একা মানুষ।

শুধু তাঁর ভালোবাসায় মানুষ তাঁর বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছে। এখন একটি পাকা মসজিদ হয়েছে। সেখানে সবাই মিলে ছালাত আদায় করেন।

আজ যখন ধর্মের নামে হামলার কথা শুনি তখন মনে পড়ে ইমাম ছাহেবের কথা। বন্দুকের নলের সামনে কাউকে কালেমা পড়ানো সম্ভব, কিন্তু তাঁর অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব নয়।

Contents

কতিপয় সামাজিক সমস্যা নিরসনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুঁশিয়ারী

-আব্দুল্লাহিল কাফী

সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অভ্যাস ছিল ফজরের ছালাত শেষে প্রায়শই তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক তার 'তা'বীর' বা ব্যাখ্যা করতেন। যথারীতি একদিন সকালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ (আজ রাতে) কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? (রাবী বলেন) আমরা বললাম, জী, না। তখন তিনি বললেন, 'কিন্তু আমি দেখেছি। আজ রাতে দুই ব্যক্তি আমার নিকটে আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে (সম্ভবতঃ সেটা শাম বা সিরিয়ার দিকে) নিয়ে গেল। দেখলাম এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাঁড়ানো। সে তা উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং তার দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। ইত্যবসরে প্রথম গালটি ভাল হয়ে যায়। আবার সে (প্রথমে যেভাবে চিরে ছিল) পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সামনের দিকে চললাম। অবশেষে এমন এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, যে নিকটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে (মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে) তখন সেটা গড়িয়ে দূরে চলে যায়। তখন লোকটি পুনরায় পাথরটি তুলে আনতে যায়। সে ফিরে আসার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং সে তা দ্বারা তাকে পুনরায় আঘাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হ'লাম। অতঃপর একটি গর্তের নিকটে এসে পৌঁছালাম, যা তন্দুরের মত ছিল।

তার উপরের অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। এর তলদেশে আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন উক্ত গর্ত হ'তে বাহিরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হ'ত। আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা স্তিমিত হ'ত, তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সুতরাং আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হ'লাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকটে এসে পৌঁছালাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দণ্ডায়মান। আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরে ভিতরের লোকটি যখন বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হ'তে চায়, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখের উপরে পাথর নিক্ষেপ করে এবং লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয় , যেখানে সে ছিল। মোটকথা লোকটি যখনই তীরে উঠার চেষ্টা করে তখনই তার মুখের উপর পাথর মেরে সে যেখানে ছিল সেখানে পাঠিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? সঙ্গীদ্বয় বলল, সামনে চলুন। অতঃপর আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত একটি বাগানে পৌঁছলাম, যেখানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ। আর উক্ত বৃক্ষটির গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। ঐ বৃক্ষটির সন্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সম্মুখে রয়েছে আগুন, যাকে সে প্রজ্জ্বলিত করছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপর আরোহণ করাল এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজীর মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করাল যে, এরুপ সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনও দেখিনি। এর মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সেই ঘর হ'তে বের করে বৃক্ষের আরো উপরে চড়াল এবং এমন এক খানা গৃহে প্রবেশ করাল, যা প্রথমটি হ'তে আরো সুন্দর ও উত্তম। এতেও দেখলাম কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাত ঘুরে ফিরে দেখালেন। এখন উহার তাৎপর্য কি? আমাকে বলুন। তাঁরা উভয়ে বলল (আমরা তা বলব)। ঐ যে এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাঁড়াশি দ্বারা বলুন, আমি যা কিছু দেখেছি উহার তাৎপর্য কি? তখন তারা বলল, হ্যাঁ যার গাল চিরা হচ্ছিল, সে হ'ল মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হ'তে মিথ্যা রটানো হ'ত। এমনকি উহা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। অতএব তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্তক পাথর মেরে চূর্ণ করতে দেছেছেন, সে ঐ ব্যক্তি , যাকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কুরআন হ'তে গাফেল হয়ে রাতে ঘুমাত এবং দিনের বেলায়ও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ আচরণটি করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর (আগুনের) তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন তারা হ'ল যেনাকার (নারী-পুরুষ)। আর ঐ ব্যক্তি যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হ'ল সূদখোর। আর ঐ ব্যক্তি (বৃদ্ধ), যাকে একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হ'লেন ইবরাহীম (আঃ)। তার চতুষ্পার্শ্বের শিশুরা হ'ল , মানুষের

Contents

সন্তানাদি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করতে দেখেছেন, তিনি হ'লেন জাহান্নামের দারোগা। আর যে ঘরটিতে আপনি প্রথমে প্রবেশ করেছিলেন, সেটি (বেহেশতের মধ্যে) সর্বসাধারণের গৃহ। আর এই ঘর, যা পরে দেখেছেন, ওটা শহীদদের ঘর। আর আমি হ'লাম জিবরাঈল এবং ইনি হ'লেন মীকাঈল। এবার আপনি মাথা উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথা তুলতেই দেখলাম, যেন আমার মাথার উপর মেঘের মত কোন একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক স্তবক বিশিষ্ট সাদা মেঘের মত কোন জিনিস দেখলাম। তারা বললেন, ওটা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তারা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকী আছে, যা আপনি এখনও পূর্ণ করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন।[১]

ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত উক্ত দীর্ঘ হাদীছটি মুমিন জীবনের জন্য একটি মাইলফলক। হাদীছটির মর্মার্থ অনুধাবন করে দৃঢ় পদে ছিরাতে মুসতাক্বীমে চলা সকলের কর্তব্য। হাদীছটি থেকে যে সকল বিষয় শিক্ষণীয় রয়েছে নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল -

১. মিথ্যা কথা বর্জন করা :

মিথ্যা মারাত্মক অপরাধ। মিথ্যা কথার জন্যই সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। যারা সর্বদা মিথ্যা কথা বলে তাদেরকে আল্লাহ হেদায়াতের পথ দেখান না।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না' *(মুমিন ৪০/২৮)*।

মুনাফিকদের তিনটি আলামতের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা।[২] যদিও ঐ ব্যক্তি ছালাত আদায়কারী, ছিয়াম পালনকারী হয় এবং নিজেকে মুসলমান হিসাবে দাবী করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সত্যবাদী হও । সততা কল্যাণের পথ দেখায় এবং কল্যাণ জান্নাতের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্যের উপর দৃঢ় থাকে তাকে আল্লাহ্র খাতায় সত্যনিষ্ঠ বলে লিখে নেয়া হয়। অপরদিকে তোমরা মিথ্যা বলা থেকে সাবধান থাক। মিথ্যা অনাচারের পথ দেখায় এবং অনাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাকে আল্লাহ্র খাতায় মিথ্যুক বলে লিখে নেয়া হয়'।[৩]

২. ইলম অনুযায়ী আমল করা :

আল্লাহ যাদেরকে ইলম বা জ্ঞান দান করেন, তাদেরকে ইলম অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং সে অনুযায়ী দাওয়াত দিতে হবে। পরিবার পরিচালনা করতে হবে। যেসব আলেম স্বীয় বক্তব্য অনুসারে আমল করে না, পরিবারকে সে অনুসারে পরিচালনা করার চেষ্ট করে না, তাদের অবস্থা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার নাড়িভুড়ি বের হয়ে যাবে, আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে, যেমনভাবে গাধা আটা পিষা জাতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদেরেকে ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম না। আর খারাপ কাজ হ'তে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম'।[৪]

৩. যেনা-ব্যভিচার থেকে নিরাপদ থাকা :

বর্তমান সমাজে যেনা-ব্যভিচার একবারেই সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ যেনা একটি বড় ধরনের পাপ। যেনা বা ব্যভিচার করলে ইহকালে যেমন অপমান ও ক্ষতিগ্রস্থ হ'তে হয়, তেমনি পরকালেও ক্ষতিগ্রস্থ হ'তে হয়। সমাজে সবচেয়ে অপমানজনক কাজ দু'টি। একটি চুরি করা, অপরটি যেনা করা। এ যুগে অশ্লীলতার সকল দুয়ার খুলে দেওয়া হয়েছে। শয়তান ও তার দোসরদের চক্রান্তে অশ্লীলতার পথ ও পন্থাগুলি সহজলভ্য হয়ে গেছে। যার ফলে যুবক-বৃদ্ধ বিবাহিত-অবিবাহিত নির্বিশেষে সকল স্তরের লোক যেনায় বা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। এমনকি আজকাল শৈশব থেকেই পিতা মাতা ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সন্তানদেরকে পরোক্ষভাবে যেনার যাবতীয় উপকরণ শিক্ষার পথ সহজ করে দেয়। তাদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে গান-বাজনা, টিভি-ভিসিপি, সিডি-ভিসিডি ইত্যাদি। যেসব অবিবাহিত লোক যেনা করবে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর বিবাহিত নারী-পুরুষকে রজম তথা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে বলেছেন'।[৫]

'যেসব বৃদ্ধ লোক যেনা করবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না।[৬] পক্ষান্তরে হাশরের দিন চোখ, কান, জিহ্বা, হাত-পা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে। আল্লাহ বলেন,

১. বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১।
২. বুখারী, মিশকাত হা/২৬৮২।
৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৪।
৪. বুখারী হা/৩২৬৭; মুসলিম হা/৭৬৭৪; মিশকাত হা/৫১৩৯।
৫. মুসলিম হা/৪৫১১; মিশকাত হা/ ২৫৫৮।
৬. মুসলিম হা/৩০৯, মিশকাত হা/ ৫১০৯।

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ-

'আজ আমি এদের মুখে মোহর মেরে দিলাম, এদের হস্ত আমার সাথে কথা বলবে এবং চরণ সমূহ এদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا-

'তোমরা যেনা-ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যেওনা। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ' *(বণী ইসরাঈল ১৭/৩২)*। যেনার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের প্রত্যেককে তোমরা একশত বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্র এই বিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি যেন তোমাদের হৃদয়ে কোনরূপ দয়ার উদ্রেক না হয়। যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের এই শাস্তি প্রত্যক্ষ করে' *(নূর ২৪/২)*।

৪. সূদ পরিহার করা :

যারা সূদ খায় তারা ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট বা পাগল করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ হ'ল তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সূদের মতই । অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সূদ হারাম করেছেন' *(বাক্বারা ২/২৭৫)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়োনা। আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার' *(আলে ইমরান ৩/ ১৩০)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা সূদখোরের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ –

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা অবশিষ্ট আছে তা পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা তা না কর, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হ'তে যুদ্ধের ঘোষণা শোন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৮, ২৭৯)*।

আল্লাহ্র নিকট সূদ খাওয়া কত মারাত্মক অপরাধ তা অনুধাবনের জন্য উক্ত আয়াতদ্বয়ই যথেষ্ট।

সূদ গ্রহণ ও প্রদান উভয়ই গর্হিত অপরাধ। সূদ মানুষকে অবৈধ পন্থায় অর্থ বৃদ্ধি করার বাসনা জাগায়। মানুষের সম্পদকে সংকুচিত করে। মানুষের মূল সম্পদ ও বর্ধিত সম্পদ উভয়কে ধ্বংস করে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অভিশাপে তারা সমান'।[৭]

কোন ব্যক্তি জেনে শুনে এক দিরহাম বা একটি মুদ্রা সূদ গ্রহণ করলে ছত্রিশ বার যেনা করার চেয়েও কঠিন পাপ হবে।[৮] সূদের পাপের ৭০টি স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্তর হচ্ছে আপন মাতার সাথে যেনা করা।[৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তার একটি হ'ল সূদ খাওয়া।[১০]

উপসংহার :

মিথ্যা কথা ইসলামী শরী'আতে বড় ধরনের পাপ। যা মানুষকে ক্রমান্বয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। পক্ষান্তরে সত্যবাদিতা একটি পুণ্যময় কাজ। যা মানুষকে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। আর যে সকল আলেম স্বীয় ইলম অনুসারে আমল করে না, ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের মাথাকে পাথর দ্বারা ভেঙ্গে চৌচির করা হবে। অতএব আল্লাহ যাকে ইলম দান করেছেন, তার কর্তব্য হবে ইলম অনুযায়ী নিজে আমল করা এবং অপরকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া।

যেসব বড় পাপের দুনিয়াতেই কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, যেনা তার মধ্যে অন্যতম । দুনিয়াতেই যেদু'টি বড় পাপের বাস্তব প্রতিক্রিয়া খুব নিন্দনীয়, যেনা তার একটি। যেনাকার ইহকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আল্লাহ্র নিকট সূদ খাওয়া মারাত্মক অপরাধ। প্রতিদিনের ঘাম ঝরানো শ্রমের বিনিময়ে যা অর্জিত হয় সূদের অতল গহ্বর পূরণেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে ব্যাপক সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ এসব কারণেই আল্লাহ্ সূদী কারবারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যেসব পাপের শাস্তির কথা আল্লাহ তা'আলা কঠোর ও কঠিনভাবে উল্লেখ করেছেন, সূদের পাপের শাস্তি তার অন্যতম।

অতএব আল্লাহ্র নিকটে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের যাবতীয় অশ্লীলতা ও শরী'আত গর্হিত কাজ হ'তে হেফাযত করেন-আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

৭. মুসলিম হা/১৫৯৭; মিশকাত হা/২৮০৭ ।
৮. আহমাদ, মিশকাত হা/২৮২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৬/২৬ পৃঃ 'সূদ' অনুচ্ছেদ।
৯. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৭৪।
১০. বুখারী হা/৬৪৬৫; মুসলিম হা/২৭২; মিশকাত হা/৫২।

Contents

সংগঠন সংবাদ

তাহেরপুর, দূর্গাপুর, রাজশাহী ২১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, তাহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে তাহেরপুর দক্ষিণ পাড়া আহলেহদীছ মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। আরো উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী (পূর্ব) 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম, রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, রাজশাহী (পূর্ব) সাংগঠনিক সম্পাদক খোরশেদ আলম প্রমুখ।

মনিপুর, গাজীপুর, ১লা মে রোববার : অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাজীপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মনিপুর আহলেহাদীছ মারকায জামে মসজিদে এক যুবসমাবেশে ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জামীলুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক বেলাল হোসাইন। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর যেলা যুবসংঘ-এর সভাপতি হাতেম বিন পারভেজ, প্রচার সম্পাদক ইসমাঈল বিন আব্দুল গণী, অর্থ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক রেজাউল করীম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শরীফুল ইসলাম ও অত্র মসজিদের ইমাম মোজায়ের সহ শাখা, এলাকা ও উপযেলার দায়িত্বশীল কর্মী ও সুধীবৃন্দ।

করাতকান্তি, কুষ্টিয়া (পূর্ব) ২৫শে এপ্রিল সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কুমারখালির করাতকান্তি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইনামুল হক সবুজের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। আরও উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যেলা কর্মপরিষদগণ। কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব আব্দুর রশীদ আখতার উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যাদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ-এর' ইবি শাখার সভাপতি যিয়াউর রহমান ও নন্দলালপুর জামে মসজিদের ইমাম আব্দুল ওয়াহেদ প্রমুখ।

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ২রা এপ্রিল, শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কলারোয়া সাংগঠনিক উপযেলার ব্যবস্থাপনায় দাখিল ও এস.এস.সি বা সমমান পরীক্ষার ফলপ্রার্থী ছাত্রদের নিয়ে 'ছাত্র সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে ও হাফেয আরাফাত হোসেনের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাহিদুজ্জামান ফারুক, কলারোয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী অধ্যাপক মুখলেছুর রহমান ও কলারোয়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কামারুযযামান। উক্ত সমাবেশে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী মাওলানা আলতাফ হোসেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, উপযেলা আন্দোলন-এর প্রশিক্ষন সম্পাদক হাফেয মাওলানা গোলাম রহমান, কাকডাঙ্গা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আনওয়ার ইলাহী, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ-আল মামুন, প্রচার সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য আবু তাহেরসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ শেষে উপস্থিত ছাত্রদের মাঝে একটি করে সাংগঠনিক বই উপহার দেয়া হয়। সমাবেশে সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন কলারোয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন।

বালিয়াডাঙ্গা বাজার, কলারোয়া, ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকেল সাড়ে ৩-টায় বালিয়াডাঙ্গা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কলারোয়া সাংগঠনিক উপযেলা ও কাকডাঙ্গা এলাকার ব্যবস্থাপনায় এক দায়িত্বশীল ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কাকডাঙ্গা এলাকা যুবসংঘ-এর সভাপতি ড. হাসানুযযামান বাবরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল গফুর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'এর সভাপতি মাওলানা আনওয়ার ইলাহী ও সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ আবু তাহের।

সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল সাড়ে চারটায় সোনাবাড়িয়া বাজার মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কলারোয়া সাংগঠনিক উপযেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা যুবসংঘ-এর সভাপতি মুহাম্মাদ লিয়াকত আলীর উপস্থিতিতে ও সোনাবাড়িয়া এলাকা

যুবসংঘ-এর সভাপতি মাহ্ফূয আনামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাহিদুয্যামান ফারূক। বিষয় ভিত্তিক আলোচক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন, কাকডাঙ্গা এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামসুল আলম ও 'যুবসংঘ' সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ আবু তাহের। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আমীনুর রহমান।

যুগীখালী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ১৫ই এপ্রিল, শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে নয়টায় যুগীখালী বাজার মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কলারোয়া সাংগঠনিক উপযেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যুগীখালী এলাকার 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাহিদুয্যামান ফারূক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ক্বারী আব্দুল ওয়াজেদ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল মালেক। বিষয় ভিত্তিক আলোচক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুছত্বফা কামাল।

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ১৬ এপ্রিল, শনিবার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কলারোয়া সাংগঠনিক উপযেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কলারোয়া এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ওবাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন' অর্থ সম্পাদক অধ্যাপক আল-মামুন, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ কামারুযযামান ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আলী হোসেন। বিষয় ভিত্তিক আলোচক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রবিউল হক, হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয মাওলানা গোলাম রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ লিয়াকত আলী।

জগৎগাতী, সিরাজগঞ্জ, ৩ জুন শুক্রবার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৩-টায় 'জগৎগাতী কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শামীম আহমাদের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী আরীফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, 'যুবসংঘ'-এর রাবি শাখার সেক্রেটারী ইহসান ইলাহী যহীর ও 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহকারী পরিচালক হাবীবুর রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর যেলার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

যাবতীয় জঙ্গীবাদী চিন্তাধারা হতে বিরত থাক

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ১৫ই জুন বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী কলেজ শাখার যৌথ উদ্যোগে নগরীর সাফাওয়াং চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইসলাম শান্তি ও সহমর্মিতার ধর্ম। এখানে চরমপন্থার কোন অবকাশ নেই। তিনি বলেন, বর্তমানে যেসব কথিত জঙ্গী ধরা পড়ছে, তাদের অধিকাংশই নাকি আহলেহাদীছ। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর প্রতিবাদ করে বলেন, অনেকে ছালাতে রাফাদানী হ'লেও আক্বীদায় 'আহলেহাদীছ' নয়। কেননা প্রকৃত আহলেহাদীছ কখনো জঙ্গী হ'তে পারে না। বরং তারা সর্বদা মধ্যপন্থী। তিনি বলেন, আহলেহাদীছের স্বচ্ছ আক্বীদা ও আমলকে কলুষিত করার জন্য এটি বিরোধীদের চক্রান্ত বৈ কিছুই নয়। অতএব হে আহলেহাদীছ তরুণ সাবধান হও! তোমরা যেন ফাঁদে পা দিয়ো না'।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'যুবসংঘে'র সভাপতি কাউছার আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম সহ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন রাবি 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক এহসান এলাহী যহীর।

আড়িয়ামোহন, সিরাজগঞ্জ ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় শহরের আড়িয়ামোহন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি শামীম আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক আলহাজ্জ আমীনুল

ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সমাজকল্যাণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট নাছীরুদ্দীন, শ্যামপুর আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল লতীফ ও মাওলানা হাবীবুল্লাহ প্রমুখ।

বংশাল, ঢাকা ২৯শে জুন বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বংশাল এলাকার উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ শাহীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আহসান ও সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, 'সোনামণি' বংশাল এলাকার পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক ফযলুল হক ও বংশাল এলাকা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন।

কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ১লা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চন ভারতচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি জালালুল কবীর, গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘে'র প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ইসমাঈল প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মাহফূযুর রহমান। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

> 'আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ'।
>
> *-বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ*

সমস্যা কোথায়...

-শরীফ আবু হায়াত অপু

সমস্যা কোথায়?... হ্যা। আপনি সমস্যায় পড়লে কোথায় যান সমস্যাটা সেখানে। ধরুন আপনার কোনো নিকটাত্মীয় গ্রেফতার হয়েছে। কি করেন? কাকে ফোন করেন? পুলিশে পরিচিত কাউকে? সরকার দলীয় বড় কোন নেতাকে? উঁচু পদের সরকারী আমলাকে?

এক ভদ্রলোকের যবানী শুনুন- আমার স্ত্রীকে দ্বিতীয় দিনের জন্য পুলিশ ডেকে পাঠাল। সারাদিন জিজ্ঞাসাবাদ। ভয় দেখানো। রিমান্ডে নেবে। রিমান্ডে কি কি হয় সেগুলো বলল।

দুপুরে অজানা একটা নম্বর থেকে ফোন এল। স্ত্রী বলল, আজকে আর ছাড়বে না। কোর্টে চালান করে দেবে। সেখানে রিমাণ্ডের জন্য আবেদন করা হবে।

আমার বাসায় ছোটো ছোটো বাচ্চারা আছে। পিতাকে ছাড়া তাদের চলে, মাকে ছাড়া তো আর চলে না। আমি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলাম। সিজদায় বললাম, মাতা নাছরুল্লাহ! হে আল্লাহ আপনার সাহায্য কোথায়? আপনি তো ওয়াদা দিয়েছেন যে আপনার সাহায্য অতি নিকটে। আপনি নিশ্চয় একজন পর্দানশীন নারীকে অপমান করবেন না।

ছালাত শেষ করেই ফোনের শব্দ। ওকে রিমাণ্ডে না নিয়েই ছেড়ে দিয়েছে। শুধু বলেছে পুলিশকে সাহায্য করতে।

আপনি কাকে ফোন করবেন? সে কত ক্ষমতাশালী? দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান মানুষ প্রধানমন্ত্রী। আপনি ভাবলেন, কাউকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বলানো যায় কিনা। আপনার ভাবনার দৌড় এতটুকুই।

অথচ আপনি আল্লাহকে বলতে পারতেন। ফোনের দরকার নেই। কোনো মাধ্যম দরকার নেই। সিজদায় মুমিন আল্লাহ্র সবচেয়ে কাছে। সেখানে গিয়ে বলেন, আল্লাহ, সমস্যা দিয়েছেন আপনি; সমাধান করার মালিকও আপনি।

আপনি যদি প্রতিদিনের জীবনে আল্লাহ্র অবাধ্য হন, তাহলে মাফ চান। বলেন, ভুল হয়ে গেছে আল্লাহ। আমি আর করব না। আপনার অবাধ্য হব না। আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

আর যদি আপনি আল্লাহর অনুগত বান্দা হন, তাহলে নিশ্চিত থাকুন- আল্লাহ জানেন আপনার অবস্থা। আর আল্লাহ তার বান্দাদের কখনোই পরিত্যাগ করেন না।

সমস্যা আপনার ঋণ নয়। আপনার আত্মীয়ের কারাবন্দীত্ব নয়। আপনার মায়ের ক্যান্সার নয়। আপনার স্বামীর রুক্ষ ব্যবহার নয়।

মূল সমস্যা- আপনি সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষের কথা ভাবেন, আল্লাহ্র কথা ভাবেন না। মানুষ যে আপনার সমস্যা সমাধান করতে পারবে না, এটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ আপনাকে একের পর এক বিপদ দিচ্ছেন।

সমস্যা এটাই যে আপনি তাও আল্লাহ্র পথে ফিরে আসছেন না। আল্লাহ্র কাছে চাচ্ছেন না। আল্লাহ একাই সমস্যার সমাধান করতে পারেন এটা বিশ্বাস করছেন না।

'আল্লাহ সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন এবং করেন' এই বিশ্বাসটাই আপনাকে সব সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. বর্তমান দেশে কেন্দ্রীয় কারাগার ও জেলা কারাগার কয়টি?
উত্তর : ৫৫টি।
২. বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: কেরানীগঞ্জ উপজেলার তেঘরিয়া ইউনিয়নের রাজেন্দ্রপুরে।
৩. দেশের সর্ববৃহৎ চুনাপাথর পানির সন্ধান পাওয়া গেছে কোথায়?
উত্তর : তাজপুর, বদলগাছী, নওগাঁ।
৪. ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ কত?
উত্তর : ১৪৬৬ মার্কিন ডলার, ২,৯৫,১০০ কোটি টাকা।
৫. আয়তনে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিভাগ কোনটি?
উত্তর : খুলনা।
৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম কয়টি জেলা নিয়ে গঠিত?
উত্তর : ৩টি।
৭. নবগঠিত ক্ষুদ্রতম বিভাগ ময়মনসিংহে কতটি জেলা রয়েছে?
উত্তর : ৪টি।
৮. দেশের ১১টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সর্বশেষ কোনটি?
উত্তর : গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
৯. দেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতি কে?
উত্তর : বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা।
১০. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে এর মহাপরিচালক কে?
উত্তর : মেজর জেনারেল আযীয আহমদ।
১১. ৭ মে ২০১৫ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা দেশের ১৯তম প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের নাম কি ?
উত্তর : বাঘা জাদুঘর , রাজশাহী।
১২. বানিজ্যিকভাবে সবচেয়ে বেশী ফুল উৎপাদন হয় কোন যেলায়? উত্তর : যশোরে।
১৩. মাহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ বাংলাদেশের কততম রাষ্ট্রপতি?
উত্তর : ২০তম।
১৪. . প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য সরাসরি মোবাইল ফোনে রেমিট্যান্স পাঠানোর সেবা চালু হয় কবে ?
উত্তর : ১৭ এপ্রিল, ২০১৬।
১৫ ঢাকা প্রথম বাংলার রাজধানী হয় কবে?
উত্তর : ১৬১০ সালে।
১৬ বাংলাদেশের পুরুষ ও নারীর গড় আয়ুষ্কাল কত?
উত্তর : ৬৯.৯ বছর ও ৭১.৫ বছর নারীর।
১৭ . বর্তমান দেশে সিনিয়র সচিব রয়েছেন কতজন?
উত্তর : ১৪ জন।
১৮. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়য়ের প্রথম নারী সহ-উপাচার্য কে?
উত্তর : অধ্যাপক শিরীন আখতার।
১৯. ২৫ এপ্রিল ২০১৬ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের (BPSC)-১৩ তম চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় কাকে?
উত্তর : ড. মোহাম্মদ সাদিককে।
২০. বর্তমানে টেষ্ট, ওয়ানডে ও টি ২০ এই তিনটি ফরমেটেই বিশ্বসেরা খেলোয়াড় কে ?
উত্তর : সাকিব আল হাসান।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক)

১. ১৪ এপ্রিল ২০১৬ ও.আই.সি (OIC)-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
উত্তর : রজব তায়েপ এরদোগান (তুরস্ক)।
২. ২০১৯ সালে ১৪তম ও.আই.সি (OIC) শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?
উত্তর : গাম্বিয়া।
৩. মোহাম্মাদ আলী কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর: ১৯৬৪ সালে।
৪. মোহাম্মাদ আলী কত বছর বয়সে কি অসুখে মারা যান?
উত্তর : ৭৪ বছর বয়সে, সেপটিক শকে আক্রান্ত হয়ে।
৫. ১ এপ্রিল ২০১৬ কমন ওয়েলথ-এর প্রথম নারী মহাসচিব হিসেবে দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
উত্তর : প্যাট্রিমিয়া জ্যানেট (স্কটল্যান্ড)।
৬. ২০১৮ সালের কমন ওয়েলথ গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর : গোল্ডকোস্ট (অস্ট্রেলিয়া)।
৭. নেপালের প্রথম নারী প্রধান বিচারপতি কে?
উত্তর : বিচারপতি সুশীলা করকি।
৮. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর বর্তমান সদস্য দেশ কতটি ?
উত্তর : ১৮৯টি।
৯. লিবিয়ায় জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : ফয়েজ আল সারাজ।
১০. জাতিসংঘের লিবিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত কে ?
উত্তর : মার্টিন কবলাব (জার্মানি)।
১১. কালো টাকা রাখার স্বর্গ রাজ্য হিসেবে পরিচিত কোন দেশ?
উত্তর : সুইজারল্যান্ড।
১২. সম্প্রতি ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ কোনটি?
উত্তর : লাইবেরিয়া।
১৩. ৪ এপ্রিল ২০১৬ কোন দেশ প্রথম ডেঙ্গু টিকা চালু করে ?
উত্তর : ফিলিপাইন।
১৪. মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বার্মিজ নাম কি ?
উত্তর : তাতমাদাউ।
১৫. ভারতের ২৯তম রাজ্যের নাম কি ?
উত্তর : তেলেঙ্গানা (Telengana)।
১৬. ২০১৬ যাত্রা শুরু করা ভারতের দ্রুতগামী ট্রেনের নাম কি?
উত্তর : গতিমান এক্সপ্রেস।
১৭. চীনের কোন প্রদেশে উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায় বসবাস করে?
উত্তর : উত্তর জিনজিয়াং প্রদেশ।
১৮. বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৮ কোন দেশে অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর : রাশিয়ায়।
১৯. আরব বসন্ত এর সূতিকাগার কোন দেশ ?।
উত্তর : তিউনিসিয়া।
২০. বিশ্বের অষ্টম পারমাণবিক ক্ষমতাধর দেশের নাম কি ?
উত্তর : উত্তর কোরিয়া।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

খারেজী মতবাদ : পর্ব-৩

১. হযরত উছমান (রাঃ) কতদিন খেলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন?
উত্তর : বারো দিন কম বারো বছর।

২. কত হিজরীতে প্রথম ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে?
উত্তর : ৩৭ হিজরীর পরবর্তী সময়ে।

৩. ক্ষমতা থাকতেও কে সহশীলতা ও মধ্যপন্থা বেছে নেন?
উত্তরঃ হযরত উছমান (রাঃ) ।

৪. উছমান (রাঃ) অবরুদ্ধ অবস্থায় ফাসেকরা ছালাতের ইমামতি করালে জনগণের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জবাবে তিনি কি বলেছিলেন?
উত্তর : 'ছালাত সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত' অতএব তাদেরকে তা করতে দাও।

৫. আল্লাহদ্রোহীরা কতদিন হযরত উছমান (রাঃ) কে অবরুদ্ধ রেখেছিল?
উত্তর : দীর্ঘ চল্লিশ বা সাতচল্লিশ দিন।

৬. উছমান (রাঃ) কে কোন ঘাতক তাঁর মুখমণ্ডলে ও মাথার অগ্রভাগে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে ?
উত্তর : গাফেক্বী বিন হারব।

৭. কে তাঁর বুকের উপর চেপে বসে ছয়বার অস্ত্রবিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করে?
উত্তর : আমর ইবনুল হামক।

৮. খারেজীরা উছমান (রাঃ)-কে কি অবস্থায় হত্যা করেছিল?
উত্তরঃ ক্ষুধার্ত ও কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায়।

৯. তিনি কত বছর বয়সে শহীদ হন?
উত্তর : ৮২ বছর বয়সে।

১০. দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের মধ্যে তিনি কততম?
উত্তর : তৃতীয়তম।

১১. খারেজীদের কার খেলাফত কালে বহিঃপ্রকাশ ঘটে?
উত্তর : হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত কালে।

১২. কোন যুদ্ধ কে কেন্দ্র করেই খারেজী চরমপন্থীদের আত্মপ্রকাশ ঘটে?
উত্তর : ছিফফীনের যুদ্ধ।

১৩. হযরত আলী (রাঃ)-এর দল ত্যাগ করে ১২ বা ১৬ হাজার সৈন্য বের হয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল?
উত্তর : 'হারুরাহ' নামক স্থানে চলে যায় ।

১৪. হযরত আলী (রাঃ) কে হত্যা করেছিল তার নাম কি?
উত্তরঃ আব্দুর রহমান বিন মুলজাম।

১৫. হযরত আলী (রাঃ) কে হত্যা করা হয়েছে, এ কথা শুনে কোন ব্যক্তি খুশি হয়ে কবিতা লিখেছিলেন?
উত্তর : কবি ইমরান ইবনু হিব্বান।

১৬. ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহকে তুচ্ছভেবে রাষ্ট্র ক্ষমতার উগ্র বাসনায় মুসলিম বিশ্বে কারা সর্বপ্রথম রক্তপাত ঘটিয়েছে?
উত্তর : খারেজীরাই সর্ব প্রথম রক্তপাত ঘটিয়েছে।

১৭. খারেজীরা হযরত আলী (রাঃ) ও উছমান (রাঃ) কে কি মনে করে হত্যা করে?
উত্তর : কুরআন বিরোধী, কাফের ও মুরতাদ।

১৮. খারেজীরা বা চরমপন্থীরা কোন আয়াত দ্বারা মানুষেকে ফাতওয়া দেয়?
উত্তর : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّـهِ 'আল্লাহ্ ছাড়া কারো হুকুম নেই' *(ইউসুফ-৪০, ৪৭)*।

১৯. উক্ত আয়াতের জবাবে আলী (রাঃ) খারেজীদের কি বলেছিলেন?
উত্তর : كَلِمَةٌ حَقٌّ يُرَادُ بِهَا جُوْرٌ، إِنَّمَا يَقُوْلُوْنَ أَنْ لاَ إِمَـارَةَ وَلاَ بُدَّ مِنْ إِمَارَةٍ بِرَّةٌ اَوْ فَـاجِرَةٌ 'কথা ঠিক কিন্তু বাতিল অর্থ নেওয়া হয়েছে। এরা বলতে চায় যে, (আল্লাহ ব্যতীত কারু) শাসন নেই। অথচ অবশ্যই শাসন ক্ষমতায় ভাল ও মন্দ সব ধরনের লোকই আসতে পারে'।

২০. খারেজী ও চরমপন্থীদের বিশেষ আক্বীদাগুলো কি কি?
উত্তর : ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি নেই, কাবীরা গোনাহ্গার ব্যক্তি কাফের হওয়াই হত্যা যোগ্য অপরাধী, উছমান ও আলী (রাঃ) সহ তাঁদের হাতে বায়'আতকারী সকল ছাহাবী কাফের, দেশের বৈধ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, সশস্ত্র সংগ্রাম করা ওয়াজিব, ব্যালট বা বুলেট অথবা যে কোন পন্থায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা।

২১. পূর্বের চরমপন্থী খারেজীদের সাথে বর্তমানে কথিত জঙ্গীদের পুরোপুরি মিল রয়েছে কি? যদিও ইসলামী জঙ্গী বলা হচ্ছে?
উত্তর : হ্যাঁ, মিল রয়েছে। কারণ বিশ্বাস, কর্ম ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পরিচয় ফুটে ওঠে।

২২. আধুনিক যুগে কাদের অধিকাংশ লেখনী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে?
উত্তরঃ ক. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী খ. সাইয়্যেদ কুতুব।

২৩. মাওলানা মাওদূদীর ধারনা মতে ছালাত, ছিয়াম ,হজ্জ, যাকাত ও যিকর কিসের ইবাদত?
উত্তর : ইবাদতের জন্য প্রস্তুতকারী 'অনুশীলন বা ট্রেনিং কোর্স মাত্র'।

২৪. ইসলামকে ধ্বংস করে কয়টি বস্তু ও কি কি ?
উত্তরঃ তিনটি বস্তু যথাঃ-(ক) আলেমের পদস্খলন (খ) আল্লাহর কিতাব নিয়ে মুনাফিকদের ঝগড়া (গ) পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসন।

২৫. খ্যাতনামা তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মতে দ্বীন ধ্বংসের কারণ কয়টি কি কি?
উত্তর : অত্যাচারী শাসকবর্গ, দুষ্টুমতি আলেমরা ও ছূফী পীর- মাশায়েখরা।

২৬. খারেজীদের সাথে সৃষ্টি হয় আরেকটি চরমপন্থী দল, সেই ভ্রান্ত ফের্কার নাম কি ?
উত্তরঃ শী'আ।